প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 404
1 February 2015
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪২ তম বর্ষ | ৪০৪ তম সংখ্যা | ১৭ মাঘ ১৪২১ | ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

মোদী-ওবামা বৈঠকে পরিবেশ, সামরিক ক্ষেত্রে বোঝাপড়া

অসামরিক পরমাণু চুক্তির জট খুলল

প্রায় সাত বছরের প্রতীক্ষা শেষ। অবশেষে জট খুলল। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে অসামরিক পরমাণু চুক্তি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বড় বাধা পেরিয়ে গেলেন - নরেন্দ্র মোদী ও বারাক ওবামা। দীর্ঘদিন ধরেই দফায় দফায় দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে দু'দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে। অবশেষে বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল 'দ্য ডিল ইজ ডান'।

এর ফলে ভারতে অসামরিক পরমাণু চুল্লি তৈরি করবে আমেরিকা। ভারতে বড় পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনাও বেড়ে গেল একধাপে অনেকটা। পাশাপাশি দু'দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতার চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আদানপ্রদান ও সন্ত্রাস রুখতে মিলিত প্রচেষ্টাও রয়েছে যার মধ্যে। এরই সঙ্গে রয়েছে পরিবেশ নিয়েও পারস্পরিক সহযোগিতার আশ্বাস। অসামরিক পরমাণু প্রকল্প চুক্তি রূপায়িত হওয়ার পথে প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছিল দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি।

এরপর ১৯ পাতায়

IMPORTANT NOTICE FOR ALL CAB MEMBERS

WE NEED TO UPDATE YOUR INFORMATION SO THAT WE CAN CONTACT YOU FOR FUTURE CAB ACTIVITIES.

PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION AS SOON AS POSSIBLE TO :
chittasaha@hotmail.com

FULL NAME :

FULL ADDRESS :

PHONE NO :

E-MAIL ADDRESS :

প্রবাসী ভারতীয় দিবসে মোদী

'মূলধন প্রবাসীরাই, সুযোগ অপেক্ষা করে আছে আপনাদের জন্য'

'ভাইব্র্যান্ট গুজরাতে'র প্রেক্ষাপট প্রবাসী ভারতীয় দিবসের মঞ্চেই তৈরি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের আর্থিক বৃদ্ধিতে প্রবাসীদের আরও বেশি করে যোগদানের আহ্বান জানালেন তিনি।

গুজরাতের গান্ধীনগরে শুরু হয়েছে ১৩তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস। মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার দিনটিকে উদ্‌যাপন করতে ২০০৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি শুরু করেছিলেন 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস'। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এই অনুষ্ঠানে প্রথমবার এসে নরেন্দ্র মোদী প্রবাসীদের সরাসরি 'ভারতের মহা মূলধন' বলে উল্লেখ করলেন। প্রায় চার হাজার অতিথির সামনে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন,

এরপর ৭ পাতায়

রাজনীতিক-জামাত লেনদেন গত দুবছরে প্রায় ৭৫ কোটির

সাংবাদিকদের সঙ্গে নিতান্তই ঘরোয়া আড্ডায় বিজেপি'র কেন্দ্রীয় সম্পাদক সিদ্ধার্থনাথ সিং আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ড মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারদা কেলেঙ্কারির থেকেও বেশি ভোগাবে। ওই ইস্যুতে তৃণমূল-জামাত যোগ নিয়ে সরব হতে খাস বর্ধমানেই জনসভা করবেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। তার আগে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের জামাতপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের যোগ প্রমাণে আরও একবার তৎপর হল গেরুয়া শিবির। দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রকে উদ্ধৃত করে একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে সিদ্ধার্থনাথ অভিযোগ করলেন, গত দু'বছরে মোট ১৮ দফায় জামাতপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেতা শওকত আলি এবং রাজ্যের রাজনীতির কারবারিদের মধ্যে প্রায় ৭৫ কোটির টাকার লেনদেন হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, দু'বছর আগে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসরই সরকার ছিল। শওকতের সঙ্গে তৃণমূল এমপি আহমেদ হাসান ইমরানের সম্পর্ক ছিল বলেও এদিন দলের ওই কেন্দ্রীয় নেতা অভিযোগ করেন।

উল্লেখ্য, বর্ধমান বিস্ফোরণের পরই রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে শাসক দলের সঙ্গে জামাতপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সম্পর্ক তুলে ধরতে উদ্যোগী হন সিদ্ধার্থনাথ। এদিন মুরলীধর সেন লেনে দলের রাজ্য দপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সেই প্রসঙ্গেরও উল্লেখ করেন পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত বিজেপি'র কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ। তারপরই তিনি বলেন, আমি সেই সময় কয়েকটি বাংলাদেশি কাগজের প্রতিবেদনকে হাতিয়ার করে অভিযোগ করেছিলাম। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদকেই সামনে আনব। ওই প্রতিবেদনে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সিদ্ধার্থনাথ বলেন, জামাত নেতা শওকত আলি ২০০৫ সালে বাংলাদেশে একটি বিস্ফোরণের 'মাস্টার মাইন্ড' ছিল। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তৃণমূল এমপি ইমরানের। সারদার টাকা যে বর্ধমান বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই অভিযোগ আমি আগেও করেছি। আজও করছি। শুধু তাই নয়, গত দু'বছরে শওকত আলি তথা জামাতপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের নেতৃত্ব এবং বাংলার

এরপর ১০ পাতায়

রাজ্যে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের দাবি

এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ, জানালেন মমতা

'ফাটাফাটি'! বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের শেষ দিনের ইংরেজি ভাষণে নিজের সাফল্যের ঢাক নিজেই পেটাতে গিয়ে এই বাংলা শব্দটিই ব্যবহার করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন তা 'ফাটাফাটি', তার ব্যাখ্যা নিজেই দিলেন। বললেন, যে বিনিয়োগ এই দু'দিনের সম্মেলন থেকে এল, তাতে এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে! মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় তখন মুখ টিপে হাসছেন অনেক শিল্পপতিই। পুরভোট আর আগামী বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই চাকরি বিলানোর আকাশকুসুম গালগল্প পাড়ছেন মুখ্যমন্ত্রী, এমন ধারণা বুকে আগলেই হয়তো বাড়ি ফিরলেন তাঁরা।

কোটি কোটি টাকা খরচ করে হাওয়া শিল্প সম্মেলনের সাফল্য বোঝাতে মুখ্যমন্ত্রী যে কিছু 'অস্বাভাবিক' দাবি করে বসতে পারেন, তার আগাম ইঙ্গিত তিনিই দিয়ে দেন। নিজেই প্রশ্ন করেন, বলুন তো কত টাকার বিনিয়োগ এসেছে? বলুন... বলুন ...। কী, আমার শিল্পপতি বন্ধুরা? ধারণা করতে পারছেন? বণিকসভা? আমার সংবাদমাধ্যমের ভাইবোনেরা? কত টাকার বিনিয়োগ আসতে পারে বলুন তো? ২ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি

এরপর ১৮ পাতায়

ছাত্র সংঘর্ষ নিয়ে রাজ্যপাল, স্মৃতির কাছে যাচ্ছে এবিভিপি

ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে হিংসার প্রেক্ষিতে শাসকদলের ছাত্র সংগঠন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে অভিযোগ জানাতে যাচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। এবিভিপি'র রাজ্য সম্পাদক সুবীর হালদার জানিয়েছেন, এর পাশাপাশি তাঁরা সব কিছু জানাবেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী স্মৃতি ইরানিকে।

রাজ্য জুড়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বর্ধমান এবং বীরভূমের বিভিন্ন কলেজে এদিন সংঘর্ষ হয়।

ছাত্র সংঘর্ষের পর এদিন যখন এসএফআই সমর্থকেরা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখান এবং এবিভিপি সমর্থকেরা কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করেন, তখন ওই পাঁচ কলেজে চলেছে তুমুল ছাত্র সংঘর্ষ।। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ টিএমসিপি'র বিরুদ্ধে।

এদিন বীরভূমের রামপুরহাট কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন তোলা নিয়ে গোলমাল বাধে টিএমসিপি এবং এবিভিপি'র সমর্থকদের মধ্যে। অভিযোগ, টিএমসিপি'র সমর্থকেরা ছাত্রদের কলেজে ঢুকতে বাধা দেয়, বোমাবাজি করে। সংঘর্ষ থামাতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এরপরে এবিভিপি সমর্থকেরা মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। মহকুমা শাসকের অফিসে ভাঙচুরও করা হয় বলে অভিযোগ।

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজেও টিএমসিপি-এবিভিপি সমর্থকদের সংঘর্ষ বাধে। অভিযোগ, টিএমসিপি সমর্থকেরা মনোনয়ন পত্র তুলতে যাওয়ার সময়ে এসএফআইয়ের সমর্থকদের উপরেও হামলা করে।

পরে এসএফআই নেতারা স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে তাঁদের উপরে হামলা হয়। মাথা ফেটে যায় বেশ কয়েকজন এসএফআই নেতার। অন্যদিকে, এবিভিপি এবং টিএমসিপি সমর্থকদের মধ্যেও সংঘর্ষ হয় এখানে। পাহারায় থাকা র‍্যাফের লাঠি কেড়ে নিয়ে এবিভিপি সমর্থকদের আক্রমণের অভিযোগ ওঠে টিএমসিপি'র বিরুদ্ধে।

বর্ধমানের গলসি কলেজের এসএফআই সমর্থকেরা স্থানীয় থানায় স্মারকলিপি দিয়ে কলেজে যাওয়ার পথে আক্রান্ত হন। ছ'জন আহত এসএফআই সমর্থককে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

রানিগঞ্জের ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজেও টিএমসিপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ উঠেছে। কলেজের কাছেই বিজেপি কার্যালয়েও হামলা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপি'র জেলা সভাপতি অবিনাশ চতুর্বেদী আহত হন। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কুলটি কলেজে তাদের সমর্থকদের টিএমসিপি'র সমর্থকেরা মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেছে এসএফআই।

বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনার প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা তথা টিএমসিপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, ''বর্ধমান, বীরভূমে ১০০টি কলেজে ভোট হচ্ছে। তার মধ্যে ১৮টি কলেজে গন্ডগোল হওয়াটা বড় বিষয় নয়।'' যদিও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''কোনও গন্ডগোলই বরদাস্ত করব না।'' সংঘর্ষের ঘটনায় টিএমসিপি'কে পাল্টা বিঁধে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবজ্যোতি দাস বলেন, ''হিংস্র একটা রাজনৈতিক দলের হিংস্র ছাত্র সংগঠন হল টিএমসিপি। এরা যে এই কাণ্ড ঘটাবে তা অস্বাভাবিক নয়। শিক্ষাঙ্গনের সংস্কৃতির চূড়ান্ত অবমাননা এদের হাতেই হল।''

পদ্ম তালিকায় রাজ্য থেকে শুধু বিমল রায়

ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠদের একের পর এক বঙ্গশ্রী, বঙ্গবিভূষণ সম্মানে ভরিয়ে দিয়েছেন, প্রায় সেই ধাঁচেই পদ্ম সম্মানের তালিকা ঘোষণা করল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। ১০৪ জনের পদ্ম তালিকায় একাধিক ধর্মগুরু, মোদীর ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক, রাজনৈতিক নেতা, অভিনেতা, ব্যবসায়ীদের ছড়াছড়ি দেখে সেই প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে নানা মহলে। পদ্ম তালিকায় রয়েছে লালকৃষ্ণ আদবানি, অমিতাভ বচ্চন, দিলীপ কুমার এবং প্রকাশ সিং বাদলের নাম। তাঁরা পদ্মবিভূষণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ রাজ্য থেকে একমাত্র নাম আইএসআইয়ের ডিরেক্টর বিমল রায়। দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে তাঁর কাছে ফোন আসে। 'এই সময়'কে ফোনে তিনি জানান, 'এই সম্মান আমার একার নয়, আইএসআই-এরও। তবে বাংলা থেকে আর কেউ পুরস্কার পেল না দেখে হতাশ।'

পদ্মভূষণ পেয়েছেন মার্কিন ধনকুবের বিল গেটস ও তাঁর স্ত্রী মেলিন্ডা। পুরস্কৃত হয়েছেন অঙ্কের প্রতিভা অনাবাসী ভারতীয় মঞ্জুল ভার্গবও। পদ্মশ্রী প্রাপক তালিকায় রয়েছেন আমেরিকা প্রবাসী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়। পণ্ডিত যশরাজ এবং প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্রী তৃপ্তি নিউ জার্সি, নিউইয়র্ক এবং পেনসিলভানিয়ায় যশরাজের সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে রয়েছেন দীর্ঘদিন। পদ্মভূষণ তালিকায় রয়েছে মোদি ঘনিষ্ঠ সাংবাদিক রজত শর্মা এবং স্বপন দাশগুপ্তের নাম। চলচ্চিত্র পরিচালক জহ্নু বরুয়া এবং আইনজীবী হরিশ সালভেও পদ্মভূষণ পাচ্ছেন। অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায়, পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালী, গীতিকার প্রসূন যোশী এবং মহারাষ্ট্রের অভিনেতা শেখর সেনও পদ্মশ্রী পেয়েছেন।

ক্রীড়া বিভাগে পদ্মভূষণ পেয়েছেন কুস্তির কোচ সতপাল। অলিম্পিক পদকজয়ী সুশীল কুমারের নাম চূড়ান্ত পর্বে বাদ দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত তালিকায় নাম ওঠেনি সাইনা নেহওয়ালেরও।

মুর্শিদাবাদে তালিবান শাসন হাইকোর্টে গৃহীত জনস্বার্থ মামলা

মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ওই জেলায় তালিবানি শাসন চলছে। ফতোয়া জারি করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সীমান্ত এলাকাকে হিন্দুশূন্য করে তোলার প্রয়াস চালানো হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অবাধ অনুপ্রবেশের স্বার্থে। কিন্তু, প্রশাসন বোবা, কালা, অন্ধ হয়ে রয়েছে। 'বর্তমান' সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এমন সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুরের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ গ্রহণ করেছে। মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯, ১০, ১১ ডিসেম্বর প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ওই জেলার গ্রামে গ্রামে তালিবান ফতোয়া জারি করা হচ্ছে। এমনকী অনুমোদনহীন মাদ্রাসার সংখ্যা সেখানে বেড়ে হয়েছে পাঁচশোর উপর। সেখানকার বিদ্যালয়ে সরস্বতীপুজো না করার জন্য ফতোয়া জারি করা হচ্ছে। সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে পুজোর আলপনা দিতে গেলেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। এমনকী পরিকল্পিতভাবে সেই তালিবানিরা মোগলস্তান গড়ে তোলার পক্ষে প্রচার চালানো হচ্ছে। কিন্তু, আশ্চর্যজনকভাবে প্রশাসন এই ব্যাপারে নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে। এমন অভিযোগকে ভিত্তি করে হওয়া জনস্বার্থ মামলায় আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার এদিন বেঞ্চের সামনে বলেন, অবিলম্বে বিষয়টির হস্তক্ষেপ হওয়া দরকার। সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ধর্মীয় আচরণ পালনের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারীদের কেন রেয়াত করা হচ্ছে? অভিযোগ অনুযায়ী যে পরিস্থিতি ওই জেলায় তৈরি হয়েছে, তা দেশের সংবিধানের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করছে। দেশে আইনশৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা কিছুই কি নেই? এই প্রশ্ন তুলে ওই আইনজীবী বলেন, সংবাদটি পড়ার পরই তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে চিঠি দিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন।

কিন্তু, তাতেও প্রশাসনের কোনও স্তরের কোনও কর্তার টনক নড়েনি। কেউ তাঁর চিঠির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাই তিনি বাধ্য হয়েই বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়েছেন।

রাজ্যে স্নাতকোত্তরে চালু হচ্ছে কেরালার পঞ্চকর্মের শিক্ষাক্রম

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

পঞ্চকর্ম চিকিৎসার জন্য বাঙালির কেরালা বা কর্ণাটকে দৌড়নোর ঝক্কি শেষ হতে চলেছে।

কারণ, কলকাতায় ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চে এ বার স্নাতকোত্তর স্তরে পঞ্চকর্মের শিক্ষাক্রম শুরু হতে চলেছে। খানিক দেরিতে হলেও এই বিষয়ে এ বার টনক নড়েছে রাজ্য সরকারের। প্রাথমিক ভাবে এই বিভাগের জন্য একজন রিডার ও একজন লেকচারারের পদের অনুমোদনও দিতে চলেছে সরকার। এতদিন যাবৎ রাজ্যে সরকারি আয়ুর্বেদ শিক্ষায় 'কায়াচিকিৎসা'র সিলেবাসের একটি অংশ হিসেবেই ছিল পঞ্চকর্ম। তা এ বার একটি স্বাতন্ত্র্য পেতে চলেছে। যা রাজ্যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবেই দাবি করছেন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তারা।

এই দাবির কারণও আছে। কারণ, বাত বা স্পন্ডিলোসিস, মায় পক্ষাঘাতের চিকিৎসার জন্যে এতদিন সাধারণ ভাবে গন্তব্য ছিল কেরালা-কর্নাটকের মতো দক্ষিণের রাজ্যগুলি। পাশাপাশি, এই ধরনের আয়ুর্বেদ চিকিৎসার টানে বিদেশ থেকেও মানুষ আসেন ওই রাজ্যগুলিতে। এক কথায়, ভারতীয় সনাতন চিকিৎসা সংক্রান্ত হেলথ ট্যুরিজমের বিকল্প গন্তব্য হিসেবে এ বার বাংলা তার পালে দখিনা বাতাস কেড়ে নিতে পারে, সেই ছক কষেই এগোচ্ছে নবান্ন।

ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কথায়, 'কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চকর্ম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। যেমন, এখানে কোথাও কোথাও ম্যাসাজ বা স্টিম বাথ দিয়ে রোগীর ব্যথা যন্ত্রণার খানিকটা উপশম করাটাই পঞ্চকর্মের সমার্থক। অথচ, পঞ্চকর্ম চিকিৎসায় মৌলিকতা হল শরীরকে দূষণমুক্ত করা। নিত্যদিনের অনিয়মিত ও ভোগবাদী জীবনযাপনে যে দূষণ শরীরে জমে, শিরোধারা, নাস্য, কটি বস্তি, স্নেহকর্ম বা বমনকর্মের মাধ্যমে সাফ করাই পঞ্চকর্মের উদ্দেশ্য। ফলে, পঞ্চকর্মের নামে চালাকির দ্বারা মহৎ কর্ম সম্পন্ন করাটা অনুচিত।'

প্রাথমিকভাবে, তিন জন ছাত্র নিয়ে নয়া বিভাগে পঞ্চকর্মের পাঠ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। পরে রাজ্য সরকার একজন অধ্যাপকের পদ অনুমোদন করলে ছাত্র সংখ্যা আরও বাড়বে। কী ধরনের রোগের ক্ষেত্রে এই বিভাগটি কার্যকর হবে? সর্দিকাশি, শরীরে নানা ধরনের যন্ত্রণা, মাথাব্যথা, নাক দিয়ে ক্রমাগত জল পড়া, পক্ষাঘাত, স্নায়ুরোগ, বদহজম বা চর্মরোগের মতো অসুখে পঞ্চকর্ম খুবই কাজ দেয় বলেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের দাবি। তাঁদের মতে, এ যাবত কায়া চিকিৎসা পাঠক্রমের অঙ্গ হিসাবে পঞ্চকর্ম নিয়ে পড়াশোনার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করাটা সহজসাধ্য নয়। এর জন্য আলাদা বিভাগ দরকার।

পাশাপাশি, ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ সূত্রে খবর, আরও একটি স্নাতকোত্তর নয়া বিভাগও এখানে চালু হতে চলেছে। তা হল শারীরবিদ্যা বা অ্যানাটমি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকও ইনস্টিটিউটের সামগ্রিক পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট। এই মুহূর্তে অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর কত তাড়াতাড়ি রিডার ও লেকচারার পদের অনুমোদন দেয়, তারই উপর।

নতুন সাজে ভূকৈলাসের মন্দিরের ঐতিহ্য ফেরাতে উদ্যোগী পুরসভা

বাপ, ঠাকুরদার ঐতিহ্য মেনে আজও ভোর সাড়ে চারটেয় মঙ্গলারতি, সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত পুজো, বারোটায় অন্নভোগ, বিকেলে সন্ধ্যারতি, রাত ন'টায় ফের অন্নভোগ --- পতিতপাবন দুর্গামন্দিরে নিষ্ঠাভরে পুজো করে চলেছেন স্বপন চক্রবর্তী। ঠিক যেমন, বাপের পর শিব মন্দিরের নিত্যপূজার দায়িত্ব আজও সামলে চলেছেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। আজও পতিতপাবন দুর্গামন্দির বা 'রক্তকমলেশ্বর' এবং 'কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর' শিবমন্দিরে পুজোর থালি নিয়ে নিয়ম করে হাজির হন অনুরাধা কুন্ডু, অনুরূপা কুন্ডু, রমেশ কুমার গুপ্তাদের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা।

তবে, খিদিরপুরের ভূকৈলাসের গুরুত্ব শুধুমাত্র ওই এলাকাটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় আড়াইশো বছরের পুরোনো ওই জোড়া শিবমন্দির কিংবা অষ্টধাতুর হরপার্বতী 'পতিতপাবন' মন্দিরগুলি কলকাতার গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ সাইট। সেই ১৯৯৬ সাল থেকেই। কালো পাথরের তৈরি ওই দু'টি শিবলিঙ্গ কলকাতার তিনটি সর্বোচ্চ শিবলিঙ্গের মধ্যে অন্যতম। মন্দির স্থাপত্যেও রয়েছে হিন্দু, মুসলিম এবং গ্রিক স্থাপত্যের মেলবন্ধন। দীর্ঘ অবহেলা আর সংস্কারের অভাবে জীর্ণ প্রাচীন মন্দিরে চলছে সংস্কার। মাস কয়েকের মধ্যেই তা নতুন সাজে সেজে উঠবে ভূকৈলাসের মন্দির।

মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকেই নহবতখানা। পাশেই ভূকৈলাস দেবোত্তর ট্রাস্টের অফিস। এখনও প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিবার বিকেল তিনটেয় বসে ট্রাস্টের সভা। এই রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণ ঘোষালের বংশধর, ঘোষাল পরিবারই

ট্রাস্টের দায়িত্বে। ছোটবেলা থেকেই ভূকৈলাস মন্দির প্রাঙ্গণের দারোয়ান সূর্য সাউ। বাবা রামদাস সাউও করতেন একই কাজ। সত্তর বছরের সূর্যবাবুর চামড়ায় বলিরেখাগুলি স্পষ্ট। তিনি জানালেন, ভূকৈলাস রাজবাড়ি প্রাঙ্গণ নহবতখানা, মন্দির সংস্কারের কাজ শুরুর আগে ছাদের চাঙড় খসে পড়েছিল। সে কথা যে ভুল নয়, তার প্রমাণ এখনও ছড়িয়ে এলাকা জুড়েই। রাজবাড়ির ভগ্ন অংশ, বড় বড় স্তম্ভে ফাটল ধরিয়ে একদিন জন্মেছিল যে বটের চারা, সে এখন মহীরুহ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় দিঘিটিও মজে গিয়েছিল।

এখন সেখানে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। নহবতখানা সংস্কার হয়েছে। শিবমন্দির দু'টিতে রঙের কাজ চলছে জোর কদমে। মন্দিরের সামনের দিঘি সংস্কারের পর বাঁধানো হয়েছে ঘাট। মন্দির প্রাঙ্গণে হয়েছে পাথরের রাস্তা। রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের স্মৃতিসৌধটির সংস্কারও হয়েছে। বসেছে বাহারি রেলিং, বিশাল গেট। বাহারি ফুল, ফলের গাছে নতুন করে সাজছে মন্দিরের বাগান।

কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ কনজারভেশন কমিটিই সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ করছে। কমিটির আহ্বায়ক সুব্রত শীল জানান, পুরসভার প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটকে দিয়ে এ কাজ করানো হচ্ছে। খরচ হচ্ছে ১ কোটি ৭৫লক্ষ টাকা। তার মধ্যে ৩৮ লক্ষ টাকা দিয়েছে কলকাতা পুরসভা। আর বাকি প্রায় দেড় কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

পুরমন্ত্রী জানালেন, মূল মন্দির দু'টি ছাড়াও ওই প্রাঙ্গণে রয়েছে আরও ছ'টি ছোট মন্দির। সেই মন্দিরের বিগ্রহগুলিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন রাজস্থান থেকে ফের আনা হচ্ছে পাথরের সেই সব দেবদেবীর মূর্তি।

ভূকৈলাস রাজবাড়ি এবং মন্দির খিদিরপুর এলাকায় পরিচিত নাম। পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজরা নতুন কেল্লার (বর্তমানে ফোর্ট উইলিয়াম) কাজ আরম্ভ করলে জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতামহ কন্দর্প ঘোষাল গোবিন্দপুর অঞ্চল ছেড়ে চলে আসেন খিদিরপুরে। ভূকৈলাস রাজবাড়ির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা জয়নারায়ণই। পৈতৃক বাসভবনের পাশে ১০৮ বিঘা জমি কিনে তিনিই তাঁর বাবা-মায়ের স্মৃতিতে বিশাল শিবমন্দির, পতিতপাবন মন্দির সহ অন্যান্য মন্দির নির্মাণ এবং 'শিবগঙ্গা' নামে বড় একটি দিঘিও খনন করান। এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সাধক রামপ্রসাদের নামও। ভূকৈলাসের বর্ণনা রয়েছে দীনবন্ধু মিত্রের রচনাতেও। মাঝে দিঘি, তাকে ঘিরে একাধিক দেবদেবীর মন্দির এবং তার পাশে ঘোষাল পরিবারের আবাসস্থলকে মর্ত্যের দেবভূমি কৈলাস বা 'ভূকৈলাস' নামেই অভিহিত করেছিলেন সেকালের পণ্ডিতেরা। কেউ বলেন নামটি রামপ্রসাদেরই দেওয়া। কিন্তু এখনও পর্যন্ত খিদিরপুরের বাইরে সে সম্পর্কে বিশেষ অবগত নন শহরের অনেকেই।

ভূকৈলাসকে মহানগরের অন্যতম ঐতিহ্য হিসাবে তুলে ধরতে উদ্যোগী ফিরহাদ হাকিম। চেষ্টা চলছে মাস দুয়েকের মধ্যেই কাজ শেষ করে ভূকৈলাস মন্দির প্রাঙ্গণটি শহরবাসীর জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার।

সৌজন্যে—এই সময়

কারখানার শ্রমিক ফেরালেন গয়না ভর্তি টাকার ব্যাগ

সংসারে অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী। তবু রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া টাকা এবং গয়না মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন লিলুয়ার দক্ষিণ চকপাড়ার বছর চল্লিশের প্রদীপ সিকে।

প্রদীপ জানিয়েছেন, সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বাড়ি থেকে কাজে বেরোনোর পথে একটা চকোলেট রঙের ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন। কৌতূহলবশত ব্যাগ খুলে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। তাতে হাজার কুড়ি টাকার নোটের একটি বান্ডিল আর তার সঙ্গে কিছু মূল্যবান সোনা-রুপোর গয়না ছিল। গয়না বলতে একটি কানের দুল, বালা, মল-সহ বেশ কিছু সামগ্রী। প্রদীপবাবুর কথায়, 'ব্যাগটা পেয়েই বুঝতে পারি কেউ হয়ত ভুলবশত ফেলে গিয়েছেন। তাই নিজের কাছেই রেখে দিয়ে স্থানীয় একটি দোকানে এবং পাড়ার ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বিষয়টি জানাই। ইচ্ছে করেই পুলিশে দিইনি। ভরসা হয়নি। তার বদলে পাড়ার সবাইকে জানিয়ে দিই।'

এলাকার বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, ওই এলাকায় খোয়া যাওয়া ব্যাগের খোঁজ করতে আসেন এক মহিলা। পাড়ার লোকেরা তাঁকে প্রদীপবাবুর ঠিকানা দেন। সকালে লিলুয়ারই বিরাতিভিত্তির বাসিন্দা ওই মহিলা অনুদেবী এবং তাঁর স্বামী অনিলকুমার পাণ্ডে ওই ব্যাগটি নিতে প্রদীপের কাছে আসেন। পাড়ার লোকেদের সাক্ষী রেখেই প্রদীপবাবু ব্যাগটি অনুদেবীদের হাতে তুলে দেন।

স্ত্রীর খোয়া যাওয়া ব্যাগটি হাতে পেয়ে অনিলবাবু বলেন, 'আমার স্ত্রী ওই দিন ছেলেকে স্কুল থেকে নিতে এসেছিল। তখ নই কোনও সময় ব্যাগটি পড়ে যায়। তারপর থেকে পাগলের মতো করছিল ও।'

অনিলবাবুর স্ত্রী অনুদেবীর কথায়, 'আমার ছেলে এখানকার স্থানীয় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। ছেলের কিছু গয়না দোকানে দিয়ে তার পরিবর্তে কিছু সোনার গয়না কেনার ইচ্ছে ছিল বলেই ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম।' অনুদেবী জানিয়েছেন, তাঁর ছেলের পায়ে সমস্যা থাকায় বেশি হাঁটতে পারে না। স্কুল ছুটি হওয়ার পর ছেলেকে কোলে নিয়ে হাঁটার সময় কোনওভাবে ব্যাগটা ফাঁক গলে পড়ে যায়।

প্রদীপ পেশায় এক গেঞ্জি কারখানার শ্রমিক। সারা বছর তাও কাজ থাকে না। তখন নানা ভাবে এ দিক ওদিক কাজ করে দিন গুজরান করেন। বাড়িতে বিবাহযোগ্য একটি কন্যাসন্তানও রয়েছে। আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনে এ দিন লোহা ব্যবসায়ী অনিলবাবু তাঁকে কিছু আর্থিক সাহায্য করতে চান। কিন্তু প্রদীপ সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। শুধু বলেন, 'আমার মেয়েটাকে আশীর্বাদ করুন ওর যেন ভালো বিয়ে হয়। কিছু দিতে চাইলে তখনই দেবেন।'

সৌজন্যে—এই সময়

আইনি 'রক্ষাকবচে' মামলা খারিজ মোদীর

গুজরাট দাঙ্গায় নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে হওয়া মামলা খারিজ করে দিল মার্কিন আদালত। আমেরিকার আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিশেষ সুরক্ষা পাওয়ার কথা মোদীর। সেই জন্যই মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে।

দিন দশেকের মধ্যেই ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তার আগে ভারতের প্রতি সব দিক থেকেই ইতিবাচক মনোভাব দেখানোর চেষ্টা করছে হোয়াইট হাউস। 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট'-এর মঞ্চে যেমন বারবার মোদীর অকুণ্ঠ প্রশংসা শোনা গিয়েছে মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরির মুখে। এই মামলা খারিজের ঘটনায় অনেকেই কূটনীতির ছায়া খুঁজছেন। যদিও আমেরিকার ফেডেরাল কোর্টের বিচারক মামলা খারিজ করার প্রসঙ্গে আইনি বিধির কথাই বলেছেন।

আমেরিকার আইনে কর্মরত যে কোনও রাষ্ট্রপ্রধানকে বিশেষ সুরক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে। ফলে সিভিল আইনে তাঁর বিচার করা যায় না। সেই কারণেই মামলাটি খারিজ হল বলে জানিয়েছেন বিচারক অ্যানালিসা টোরেস। মামলাকারীর তরফে দাবি করা হয়, পররাষ্ট্রীয় সার্বভৌম সুরক্ষা আইনে বিদেশি রাষ্ট্রগুলিকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে নয়। তাছাড়া গুজরাট দাঙ্গার সময় মোদী রাষ্ট্রপ্রধানের পদেও ছিলেন না। তাই তিনি এই সুরক্ষার আওতায় পড়েন না। কিন্তু সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন টোরেস।

গত সেপ্টেম্বরে মোদীর মার্কিন সফরের আগে তাঁর বিরুদ্ধে ওই মামলা করেছিল অখ্যাত একটি মানবাধিকার সংগঠন। তাদের অভিযোগ ছিল, ২০০২ সালে গুজরাটে যে ভয়াবহ দাঙ্গায় এক হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিলেন, তা ঠেকানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করেননি মোদী। আমেরিকান জাস্টিস সেন্টার নামে ওই মানবাধিকার সংগঠনের প্রধান জোসেফ হুইটিংটন তখনই বলেছিলেন, এই মামলায় কোনও ফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবু মামলা করাটাই এক ধরনের প্রতীকী জয়।

গুজরাট দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে মোদীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট কড়া অবস্থান নিয়েছিল আমেরিকা। ২০০৫ সালে তাঁকে ভিসা দেয়নি ওয়াশিংটন। দীর্ঘ ৯ বছর সেই নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। গত বছর মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই অবস্থান অবশ্য কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার পরেই ওবামা মোদীকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁকে আমেরিকায় আমন্ত্রণ করেন। মার্কিনি সৌজন্যের জবাবে ওবামাকে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানায় নয়াদিল্লি।

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Purna Bhattacharya
President Elect
Milan Awon
Vice-Presidents
Dilip Chakrabarti
Debi Prosad Palit
Treasurer
Ranadeb Sarkar
Secretary
Arunava Sinha
Assistant Secretary
Tapas Sanyal
Members
Dhriti Bagchi
Pinaki DasGupta
Sankha Ghosh

BOARD OF TRUSTEES
Chairman
Ashok Motayed
Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Rahul Roy
Kali P. Chaudhuri
Kajal sarkar
Asish Sengupta
Asoke De Sarkar
Samprakash Majumdar
Mrinal Chaudhuri

বনগাঁ উপনির্বাচনের মুখেই সপুত্র মঞ্জুলকৃষ্ণ দলে টেনে মাস্টারস্ট্রোক গেরুয়া শিবিরের ● ৩ দিনের মধ্যে অর এক মন্ত্রীকে দলে যোগ দেওয়াব : রাহুল সিনহা

তৃণমূলের মন্ত্রী বিজেপিতে

লোকসভা নির্বাচনের পর আয়তনে বিজেপি যতটা বেড়েছে, সেইসঙ্গে বেড়েছে ভিন দলগুলি থেকে গেরুয়া শিবিরে যোগদানের হিড়িকও। তবুও এতদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে সেভাবে দাঁত ফোটাতে পারছিলেন না দলের রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহাসহ মুরলীধর সেন লেনের ম্যানেজাররা। অবশেষে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের মতো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে সপুত্র দলে যোগদান করিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে সপাটে ছক্কা হাঁকালেন রাহুলবাবু। বনগাঁ লোকসভা উপনির্বাচন যখন আক্ষরিক অর্থেই দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে, সেসময় মঞ্জুলকৃষ্ণ সুব্রত ঠাকুরকে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করিয়ে বিজেপি কার্যত মাস্টারস্ট্রোক দিল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি'র কৌশলে বেজায় চাপে পড়ে এদিনই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিতে কার্যত বাধ্য হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন ইএমবাইপাসের তৃণমূল ভবনে দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে পাশে বসিয়ে তৃণমূলের বনগাঁ নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান উপেন বিশ্বাস ঘোষণা করে দেন, উল্লেখিত কেন্দ্রে দলের প্রার্থী হচ্ছেন প্রয়াত সংসদ সদস্য কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের স্ত্রী মমতাবালা ঠাকুর। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, ঠাকুরবাড়ির দুই গুরুত্বপূর্ণ সদস্যর বিজেপি'তে যোগদান নিয়ে সরকার পক্ষ এতটাই চাপে পড়েছে যে বেনজিরভাবে প্রার্থীর উপস্থিতি ছাড়াই তাঁর নাম ঘোষণা করে দিতে হল। তাছাড়া নাম ঘোষণার সময় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়ের অনুপস্থিতিও আরেকটি বেনজির ঘটনা বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তবে শাসক শিবিরকে আরও চাপে রাখতে এদিনই বিজেপি সভাপতি রাহুলবাবু ঘোষণা করে দিয়েছেন, বৃহস্পতিবার মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরকে যোগদান করিয়ে তাঁরা যেমন তৃণমূলে ধস নামিয়েছেন, তেমনই আর তিনদিন পরে ফের রাজ্যের আরেক মন্ত্রীকে দলে নিয়ে এসে শাসক শিবিরে আরও বড় ভাঙন ধরাবেন তাঁরা। যদিও সেই মন্ত্রী কে, তা নিয়ে একটি শব্দও খরচ করতে রাজি হননি রাহুলবাবু। দলীয় সূত্রের খবর, এই সপ্তাহেই কলকাতা থেকে নির্বাচিত তৃণমূলের এক প্রবীণ মন্ত্রী বিজেপি'তে যোগ দিতে চলেছেন। আলোচনা হচ্ছে জেলার এক মন্ত্রীর নাম নিয়েও।

এদিন দলের তরফে মঞ্জুলকৃষ্ণ এবং সুব্রত ঠাকুরের যোগদানের আগাম খবর সাংবাদিকদের জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছিল, রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করবেন রাহুল সিনহা। এদিন দুপুরে রাজ্য দপ্তরে পৌঁছে দেখা যায়, মতুয়া সমাজের বহু মানুষ ভিড় করে আছেন। তাঁরাই একবাক্যে মঞ্জুল-সুব্রতর যোগদানের খবর স্বীকার করে নেন। দু'জনকে পাশে বসিয়ে রাহুলবাবু বলেন, তৃণমূলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই এঁরা বিজেপি'তে এসেছেন। সাম্প্রতিক অতীতে এই প্রথম রাজ্যের কোনও মন্ত্রী পদত্যাগ করে বিরোধী দলে যোগ দিলেন। কাজেই এই দু'জনের বিজেপি'তে যোগ দেওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিক বলেই দাবি বিজেপি'র। রাহুলবাবুর মতে, তেমনই মহান। মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুরের বিজেপি'তে যোগদান তৃণমূল সরকারে প্রথম ভাঙনের সৃষ্টি করল। শাসক শিবিরে যুক্ত আরও অনেকেই বাধিত, পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়ে বিজেপি'তে আসার জন্য পা বাড়িয়ে আছেন। সুব্রতবাবুকে 'এনার্জেটিক বয়' হিসাবেও উল্লেখ করেন রাহুলবাবু। এই যোগদানে মতুয়া সমাজের কাছেও একটি ইতিবাচক বার্তা যাবে বলে মনে করছে বিজেপি।

যদিও এর ফলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে বনগাঁসহ গোটা জেলায়। বিজেপি'র একাংশ এদিন বনগাঁ কেন্দ্রে সুব্রতবাবুকে প্রার্থী করা যাবে না, এই দাবি তুলে ঠাকুরনগরেই রেল অবরোধ করেছে। জেলায় রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই তোপ দেগেছেন গত লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী কে ডি বিশ্বাস। তিনি অবশ্য এদিন রাজ্য দপ্তরে হাজির ছিলেন। যদিও তাঁকে সাংবাদিক সম্মেলনের মঞ্চে তোলার মতো 'ভুল' করেননি রাহুলবাবুরা।

রাজ্য দপ্তরে একান্ত আলাপচারিতার সময়ও নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি।

যদিও যাবতীয় বিক্ষোভের তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়ে রাহুলবাবু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, প্রার্থীর নাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রের রয়েছে। এদিনই রাতে রাজ্য দপ্তরে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় বসে দলের নির্বাচন কমিটি।

প্রণাম পরিচালনায় কোণঠাসা লালবাজার চাপাচ্ছে শর্তগুচ্ছ

প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠলেও 'প্রণাম'-এর পরিচালনায় ক্রমেই যেন কোণঠাসা হচ্ছে লালবাজার। 'প্রণাম'-এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রবীণ নাগরিকদের বয়সসীমা ৬০ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ করার সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্তে সেই ইঙ্গিত কার্যত স্পষ্ট। চাহিদার তুলনায় জোগানের বৈষম্য ক্রমাগত বাড়তে থাকায় ডিসেম্বরেই বয়সের উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত নিতে কার্যত বাধ্য হয়েছে কলকাতা পুলিশ। শুধু এই সিদ্ধান্তই নয়, 'চাপ' কমাতে গত বছর আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার ছেলে বা মেয়ে থাকলে সদস্য হতে পারবেন না কোনও প্রবীণ নাগরিক। একদিকে চাহিদা-যোগানের বৈষম্য এবং অন্যদিকে পাটুলি, টালিগঞ্জ, লেক ও হরিদেবপুর--- একের পর এক এলাকায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় 'প্রণাম'-এর পরিচালনা নিয়ে ক্রমেই দুশ্চিন্তা বাড়ছে কলকাতা পুলিশের।

গৌতমমোহন চক্রবর্তী পুলিশ কমিশনার থাকাকালীন শুরু হয় 'প্রণাম'-এর যাত্রা। গৌতমবাবু থেকে শুরু করে রঞ্জিতকুমার পচনন্দা ও সুরজিৎ করপুরকায়স্থ গত ছ' বছরে ঘুরেফিরে সব পুলিশ কমিশনারের মুখেই প্রচারের ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে 'প্রণাম'। জনসংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত শহরের প্রবীণ-প্রবীণাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে 'প্রণাম'-এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে যে ভাবে নিত্যনতুন 'শর্ত' আরোপ করছে লালবাজার, তাতে প্রশ্ন এই পরিষেবার পরিকাঠামো এবং লালবাজারের সদিচ্ছা। কলকাতায় থানার সংখ্যা ৪৮ থেকে বেড়ে ৬৯ হওয়ার পরও থানাপিছু একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর (এএসআই)-এর পক্ষে এলাকার সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে যাওয়া কীভাবে সম্ভব, তা-ও ভাবাচ্ছে, পুলিশকর্তাদের। 'প্রণাম'-এর প্রচারে যতটা জোর দেওয়া হয়েছে লালবাজারের তরফে, পরিকাঠামো ও সদিচ্ছার ক্ষেত্রে ততটা হয়নি বলেই মত নীচুতলার পুলিশকর্মীদের বড় অংশের।

শুধু বয়সসীমা বাড়ানো অথবা নিত্যনতুন শর্ত আরোপই নয়, নিজেদের 'চাপ' কমাতে সদস্যদের হাতেও দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে পুলিশ। সে কারণেই এক-একটি থানা এলাকাকে বিভিন্ন 'ক্লাস্টার'-এ ভাগ করে এক-একজন প্রবীণ সদস্যকে তার প্রধান করে তোলা। পরীক্ষামূলকভাবে পর্ণশ্রী থানা দিয়ে শুরু হলেও এখন শহরের সব প্রান্তে এমন 'ক্লাস্টার'ই কার্যত ভরসা 'প্রণাম'-এর। 'ক্লাস্টার' প্রধান সংশ্লিষ্ট থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এএসআইএর-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এমনই এক 'ক্লাস্টার'-প্রধান ৬৫ বছরের বিপ্লবকুমার ঘোষ। গরফা থানা এলাকার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন হেডমাস্টার বিপ্লববাবুর অধীনে রয়েছে ছটি পাড়া শহীদনগর, বিবেকনগর, ঝিল রোড, নিউ ল্যান্ড, ব্যাঙ্ক প্লট এবং সুইট ল্যান্ড।

বিপ্লববাবুর অভিজ্ঞতা, 'আমি 'প্রণাম'-এর সদস্য হই দু'বছর আগে। তখন গরফা থানা এলাকায় 'প্রণাম'-এর মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৯। এখন শুধুমাত্র আমার 'ক্লাস্টার'-এই সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫৬-এ। 'প্রণাম'-এর সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে চাহিদা যে বাড়ছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।'

কিন্তু চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কি এখনও একইভাবে সক্রিয় 'প্রণাম'? বিপ্লববাবুর স্বীকারোক্তি, 'সেই গতি একটু কমেছে। থানার একজন পুলিশকর্মীর পক্ষে যে সবরকম দাবি-অনুরোধ সবসময় রাখা সম্ভব নয়, তা-ও জানি। অনেকক্ষেত্রেই সেই পুলিশকর্মীর মানসিকতার উপরও নির্ভর করে তিনি কতটা তৎপর। আমার 'ক্লাস্টার'-এই শেষ মিটিং হয়েছে অন্তত ছ'মাস আগে। ডিসেম্বরে 'নজরুল মঞ্চ'-এ একটি অনুষ্ঠান হবে বলে জানানো হলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি।' সদস্যদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে পুলিশকর্মীরা যথেষ্ট সংবেদনশীল হলেও এই পরিকাঠামোগত খামতিই 'প্রণাম' পরিচালনায় অন্যতম সমস্যা।

'ক্লাস্টার'-প্রধানের সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আগামী দিনে 'প্রণাম'-এর দেখভালে আরও বেশি সংখ্যক পুলিশকর্মীর হাতে দায়িত্ব না দিলে কী হবে, তার কোনও উত্তর নেই।

হরিদেবপুরের দীপ্তি চক্রবর্তী, লেকের কমলাদেবী মিত্র, টালিগঞ্জের রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় অথবা পাটুলির শঙ্করপ্রসাদ রায়ের মতো আরও ক'জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আতঙ্কও ততদিন থাকবে কি? প্রশ্ন রয়েই যায়।

নয়া স্তালিন

ইউপিএ আমলে নয়াদিল্লিতে তৃণমূলের মন্ত্রী সৌগত রায়ের বাড়িতে নৈশভোজ। সাউন্ডবক্সে রবীন্দ্রসংগীত চলছে, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা...'।

গলা মেলালেন তৃণমূলনেত্রী। গাইতে লাগলেন, ''তুমি সন্ধ্যার মেঘমল্লার...'।

উপস্থিত এক অভ্যাগত (তিনি বিলক্ষণ তৃণমূলের সদস্য জানেন না) সংশোধন করে দিলেন, ''ওটা সন্ধ্যার মেঘমল্লার নয়, সন্ধ্যার মেঘমালা।''

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খানিক বিরক্ত। তবে অবিচলিত, ''না-না, আমি সন্ধ্যার মেঘমল্লারই গাই। ওটাই ঠিক!''

সংশোধনকারী অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু আর কথা বাড়াননি। বুদ্ধিমান তিনি দ্রুত বুঝে নিয়েছিলেন 'মমতা-নিয়ম'।

রবি ঠাকুরের কোন গান কীভাবে গাইতে হবে?

বলে দেবে দল! নয়তো বলে দেবেন দলনেত্রী!

অনির্বাণ লাহিড়ী কি ভাল গল্ফার?

বলে দেবে দল !

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কি তাঁর পদে থাকবেন? তাঁর কি আদৌ পদে থাকা উচিত?

বলে দেবে দল! বলবেন দলের মন্ত্রীরা! প্রকাশ্যে বিভিন্ন মত দেবেন। যাতে আবার 'উষ্মা' হবে শিক্ষামন্ত্রীর। দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি 'নালিশ' ঠুকবেন। ফলে দলের ভরা বৈঠকে তিরস্কৃত হতে হবে সেই মন্ত্রীকে!

পার্থ চট্টোপাধ্যায় কি 'বঙ্গীয় স্তালিন সমাজে'র স্ব-নিযুক্ত এবং স্ব -ঘোষিত অভিভাবক? এমনিতে তিনি শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত। ওমনিতে দলের মহাসচিবও বটে। কিন্তু যেভাবে তিনি এবং তাঁর দল যাদবপুরের মতো একটি 'স্বশাসিত' সংস্থার বিষয়ে ক্রমাগত নাক গলাচ্ছেন, তাতে শাসকদলের অন্দরেই এই জল্পনা শুরু হয়েছে!

আসলে এই জল্পনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই। যেমন দলের নেতা বলছেন, ''এখন সবকিছুতেই পার্টি-লাইন রয়েছে।'' ওই নেতার হাল্কাচালে আরও বক্তব্য, ''আমাদের পার্টি লাইনে যেমন বাহামণি হল শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী!'' দলের ইতিহাসবেত্তা নেতা তো টেনেই আনছেন রাশিয়ার দৃষ্টান্ত। এই নেতার কথায়, ''রাশিয়ানরা ঠিক করেছিল, সবই হবে পার্টি-লাইনে! সে জিন-তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা হোক বা ক্লাসে অঙ্ক পড়ানো। পার্টিই সব বলে দেবে! আমাদের জমানাতেও সেই জিনিসই ঘটছে দেখছি! এরপর তো বাড়িতে কী গাছ লাগাতে হবে, সেটাও দল বলে দেবে! নইলে যাদবপুরের উপাচার্য কে হবেন, তা নিয়ে দলের কোনও লাইন থাকবে কেন!''

যাদবপুরের উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীর ইস্তফার দাবিতে গত তিনমাসেও বেশি সময় ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের একাংশ। তার মধ্যেই সমাবর্তন উৎসবে ঘটেছে নজিরবিহীন ঘটনা --- যখন এক পড়ুয়া রাজ্যপাল তথা আচার্য কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর হাত থেকে পদক ও শংসাপত্র নিতে অস্বীকার করেছেন মঞ্চেই। তার আগে থেকেই শাসকদল বিভিন্নভাবে নাক গলাচ্ছিল এই প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে। প্রতিবাদী ছাত্রী গীতশ্রী সরকারের ঘটনার পর রাজ্যের দু'জন মন্ত্রী তথা অতীতের প্রতাপশালী ছাত্রনেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় সরাসরিই গীতশ্রীর 'অহিংস' প্রতিবাদের 'ধরন'কে সমর্থন করেন। পাশাপাশিই, অপর প্রবীণ মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে জানান, কাউকে লোক 'অপছন্দ' করলে তাঁর পদ ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত। সুব্রতের বক্তব্যের অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আস্থাভাজন' মন্ত্রী ফিরহাদ (ববি) হাকিমকে দিয়ে সেই মন্তব্য খণ্ডন করিয়েছিলেন। সুব্রত অবশ্য তাতেও দমেননি। তিনি নিজের বক্তব্যে 'অনড়' থাকেন। বিষয়টি পছন্দ হয়নি পার্থের।

অন্যদিকে মন্ত্রী সাধনকে তৃণমূল ভবনে ডেকে পাঠিয়ে প্রকাশ্যে ওইভাবে মুখ খোলার বিষয়ে 'সতর্ক' করেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। কিন্তু তাতেও বক্তব্য থামেনি। দলের কোর-কমিটির বৈঠকে ওই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে মৃদু বিসম্বাদ হয় তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগতের। শিক্ষামন্ত্রী পার্থকে প্রাক্তন অধ্যাপক সৌগত বলেন, অভিজিৎকে উপাচার্যের পদে রেখে দিলে 'ভুল বার্তা' যাচ্ছে। জবাবে পার্থ বলেন, সৌগত যা বলছেন, সেই একই দাবি তুলছে বিরোধী সিপিএম-বিজেপি। ফলে ওই দাবি মানা সম্ভব হচ্ছে না।

ঘটনা হল, যাদবপুরের মতো একটি 'স্বশাসিত' সংস্থার উপাচার্যের পদে কে থাকবেন আর কে থাকবেন না, তা ঠিক করার দায়িত্ব কোনও রাজনৈতিক দলেরই নয়। কিন্তু পার্থ বরাবরই ওই বিষয়ে 'আগ্রহ' দেখিয়েছেন। বস্তুত, ওই বিষয়ে একাধিকবার তিনি রাজ্যপাল তথা আচার্যের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর 'মতামত'ও জানিয়েছেন বলে পার্থের ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর। ঘটনাচক্রে, ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন চলাকালীনই 'অস্থায়ী' উপাচার্য থেকে 'স্থায়ী' উপাচার্য করা হয়েছে অভিজিৎকে। সেই অভিজিৎকে নিয়েই সহকর্মী মন্ত্রীদের মন্তব্যে যারপরনাই 'ক্ষুব্ধ' হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। দলীয় সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে তিনি সরাসরি অনুযোগ করেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতার কাছে। তার পরেই কালীঘাটে নিজের বাড়িতে দলের কোর-কমিটির বৈঠকে মমতা জানান, মন্ত্রীরা যেন তাঁদের নিজের নিজের দফতর সম্পর্কেই শুধু কথা বলেন। অন্যের দফতরের বিষয়ে মন্ত্রীদের কথা বলার প্রয়োজন নেই! সৌগতকে সতর্ক করে নেত্রী বলেন, ওই প্রবীণ সাংসদ বাইরে একটু বেশি কথা বলেন! মন্ত্রী সাধন বৈঠকে অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন দলের তরুণ নেতাদের সম্পর্কে। তাঁকে 'ধমকে' বসিয়ে দেন মমতা! তবে বৈঠকে মমতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নাম নেননি বলেই খবর (মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রচারমুখী' ভূমিকায় উষ্মা প্রকাশ করেন মমতা। সমবায় মন্ত্রী জ্যোতির্ময় করের কাজেরও সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী)।

দলের নেতারা অবশ্য বলছেন, অন্য মন্ত্রীদের দফতর নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কথা বলতে বারণ করার পরিবর্তে মমতা যদি পার্থকে বলতেন, যাদবপুরের ভার যাদবপুরের হাতেই ছেড়ে দিতে, তা হলে বরং কাজের কাজ হতে পারত! কিন্তু তা তো আবার তৃণমূলে হওয়ার নয়!

শুনানির মধ্যেই ফোন কানে মন্ত্রী মদন

রাস্তায় ডিউটিরত ট্রাফিক পুলিশকে সাংসদের চড়, রাত দুপুরে ডেপুটি স্পিকারের কলকাতা থেকে হাওড়া গিয়ে এক চিকিৎসকের সঙ্গে বচসায় জড়ানো, থানায় চড়াও হয়ে পুলিশ কর্মীদের নিগ্রহ --- আইনভঙ্গের এসব অভিযোগ তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে এতদিন ছিলই। এবার তৃণমূলের এক মন্ত্রীর অনুগামী এবং শাসক দলের আইনজীবীদের একাংশ আদালতের ভিতরে ঢুকে স্লোগান দিয়ে, বিচারককে হুমকি দিয়ে, সিবিআই অফিসারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নতুন বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেল মন্ত্রীর আচরণ। দেখা গেল, এজলাসে বসে ফোন করছেন মোবাইলে।

তৃণমূল সাংসদ সৃঞ্জয় বসুকে আদালতে হাজির করানোর সময় থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল তৃণমূল সমর্থক একদল আইনজীবী সিবিআই-য়ের আইনজীবীর সওয়ালে বাধা দিয়ে আসছিলেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বচসায় জড়িয়ে পড়েছেন তাঁরা। কিন্তু মন্ত্রী মদন মিত্রকে আদালতে হাজির করানোর সময় থেকে প্রতিবারই দেখা যাচ্ছে আদালতের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন মন্ত্রীর বেশ কিছু অনুগামী। তবে গত কয়েকদিনের যেসব ঘটনাকে ছাপিয়ে গেল আলিপুর আদালতে বিচারক হারাধন মুখোপাধ্যায়ের এজলাস। মন্ত্রীর পিছনে পিছনে ঢোকা অনুগামীরা 'জিন্দাবাদ' স্লোগান দিলেন। এক অনুগামী সিবিআই অফিসারকে হুঁশিয়ারি দিলেন। বিচারকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়া তৃণমূলের এক আইনজীবী খোদ বিচারককে হুমকি দিয়ে বসলেন। বিষয়টি যে ঠিক হয়নি তা বুঝতে পেরে সওয়াল-জবাবের শেষে মন্ত্রী মদন মিত্রের আইনজীবী অশোক মুখোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের আইনজীবী নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ক্ষমাও চেয়ে নিলেন বিচারকের কাছে। তৃণমূলের মন্ত্রী সাংসদদের হাজির করার সময়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল তাতে আইনজ্ঞেরা কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। আর এদিন যা ঘটল তাকে সরাসরি আদালত অবমাননা হিসেবেই দেখছেন বম্বে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় এবং কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা এজলাসের মধ্যে না ঘটে তার জন্য ওই তিন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিই হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

অন্য দিনের মতো এদিনও মন্ত্রী মদন মিত্র নিজের জামিন চেয়ে সওয়াল করেন। কিন্তু জামিন মেলেনি। আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত মন্ত্রীকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিন আদালতে সিবিআই আর্জি জানায়, তারা মদনকে জেলে গিয়ে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। সেই আর্জি মেনে বিচারক জানান, ১৭ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে জেলে মদন মিত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে সিবিআই। বিচারক মন্ত্রীর কাছে জানতে চান, ''জেলে আপনার ঠিক মতো চিকিৎসা হচ্ছে তো? আপনি নিয়মিত ওষুধ-পত্র পাচ্ছেন?'' মন্ত্রী জানান চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও অসুবিধা তাঁর হচ্ছে না।

শেষটা মধুর হলেও, এদিন মন্ত্রীকে হাজির করানোর পর থেকে এজলাসে যা হল তা অতীতে কোনও দিনও দেখেননি প্রবীণ আইনজীবীরা।

এজলাসে ঠিক কী কী ঘটেছে এদিন?

গবেষণাকে লালফিতের ফাঁস মুক্ত করার আশ্বাস মোদির

দেশ ও দশের উন্নতিতে বিজ্ঞানকে আরও বেশি করে কাজে লাগাবার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার মুম্বইতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনে ভাষণ দিতে গিয়ে দেশের বিজ্ঞানতপস্বীদের কাছে এই আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এটা ১০২তম সম্মেলন। সম্মেলন বসছে মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ে, চলবে পাঁচদিন। এই পাঁচদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রয়েছে আলোচনাচক্র, প্রদর্শনী। প্রধানমন্ত্রী মোদির হাত ধরেই ১০২তম বিজ্ঞান কংগ্রেসের পাঁচ দিনের অধিবেশন শুরু হল। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, বিজ্ঞান গবেষণার মানোন্নয়ন যেমন প্রয়োজন সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিজ্ঞান গবেষণার ফলকে আরও বেশি করে মানবকল্যাণের স্বার্থে ব্যবহার করা। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি বলেছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের পক্ষপাতি। তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন কী হবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এই ব্যাপারে তাঁর সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী কী সেটাও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে আরও স্বাধীনতা দেওয়া হবে। লাল ফিতের ফাঁসে যাতে গবেষণার গতি রুদ্ধ না হয় সে ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী মোদি আশ্বাস দিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন গবেষকদের যাবতীয় সাহায্যের।

Kolkata Flat in Salt Lake Sec V for $110K

3 bdrm 2 baths large kitchen balcony -- 1320 sq ft with Garage in gated complex G+3 in a G+4 building. Great location across Technopolis next to Salt Lake-Rajarhat connector.
Phone: 781-863-5418 in USA till Dec 6, 2014
Email: totamonb@yahoo.com after Dec 10, 2014
Call at 011-91-801-722-1450 in Kolkata

চাকরিপ্রার্থীর ঠিকুজি আগাম চেয়ে চাপ

চাকরিপ্রার্থী তাঁর সম্ভাব্য কর্মস্থলের আগাম সুলুক-সন্ধান চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে উল্টো। চাকরিদাতাই প্রার্থীদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এবং চূড়ান্ত বাছাই পর্বের আগেই।

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এ এমন আজব উলটপুরাণের জেরে তোলপাড় পড়েছে প্রশাসনে। ঘনিয়েছে সন্দেহ ও বিতর্কের মেঘ। ডব্লিউবিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে গত ২৭ ডিসেম্বর। তার ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত পর্বের সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) হওয়ার কথা আগামী এপ্রিল-মে মাসে। কমিশন-সূত্রের খবর পিএসসি-চেয়ারম্যানের কাছে কমিশনের দুই সদস্য দাবি করেছিলেন, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি বিস্তারিত তথ্য যেন ইন্টারভিউয়ের যথেষ্ট আগে তাঁদের সরবরাহ করা হয়। তাঁদের জোরাজুরিতে কার্যত বাধ্য হয়েই চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন, লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের ঠিকুজি-কুলুজি কমিশনের সব সদস্যের হাতে তুলে দিতে হবে ইন্টারভিউ শুরুর অন্তত সাত দিন আগে।

নিয়ম-নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের একাংশে এর মধ্যে গুরুতর দুর্নীতির আঁচ পাচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো যে, রাজ্যের মুখ্যসচিব সঞ্জয় মিত্রের কাছে পদত্যাগের ইচ্ছে পর্যন্ত প্রকাশ করে রেখেছেন পিএসসি'র চেয়ারম্যান নুরুল হক। প্রকাশ্যে অবশ্য কেউ এ প্রসঙ্গে মুখ খুলতে চাননি। তবে একান্ত আলাপচারিতায় সরকারি আধিকারিকদের বিভিন্ন মহল বলছে, প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষক থেকে শুরু করে সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ বা হোমগার্ড নিয়োগে গত দু'তিন বছরে রাজ্যে যে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ, তারই ছোঁয়াচ লেগে গিয়েছে পিএসসি-তেও।

পিএসসি-র এক কর্তা জানান, রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত জায়গায় ডব্লিউবিসিএস অফিসারেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বলতে গেলে তাঁরাই প্রশাসনের মেরুদণ্ড। সরকারি নীতির রূপায়ণ ও উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের মুখ্য হোতাও তাঁরা। ফলে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পুরোমাত্রায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরি। যে কারণে পিএসসি বাড়তি সতর্কতা নিয়ে থাকে। চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের সময়েও তা মানা হয়। ইন্টারভিউ বোর্ডে সাধারণত থাকেন কমিশনের এক বা একাধিক সদস্য, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, সরকারি কর্তারা। নিয়ম অনুযায়ী, ইন্টারভিউয়ের আগের সন্ধ্যায় প্রার্থীদের বিস্তারিত তথ্য ও তাঁদের আবেদনের কপি-সহ একটি ফাইল (প্রেসি শিট) ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকা সংশ্লিষ্ট কমিশন-সদস্যের পিএ-কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পর দিন তিনি যখন ইন্টারভিউ নিতে ঢোকেন, পিএ ফাইলটি তাঁর হাতে তুলে দেন। ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকা অন্য বিশেষজ্ঞ বা সরকারি আধিকারিকদেরও একই সময়ে প্রেসি শিট দেওয়া হয়।

কমিশনের এক প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন, ''প্রার্থী সম্পর্কে চূড়ান্ত গোপনীয়তা ও নিয়োগ স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই বন্দোবস্ত। যে কমিশন সদস্য ইন্টারভিউ নেবেন, প্রার্থীর ঠিকুজি-কুলুজি আগাম জানাটা তাঁর কাছে জরুরি নয়। প্রার্থী কেমন ইন্টারভিউ দিলেন, তিনি দেখবেন। বোর্ডের অন্যদের সামনে প্রার্থীকে যাচাই করে নম্বর দেবেন।'' ওই প্রাক্তন চেয়ারম্যান জানাচ্ছেন, কেন্দ্রের ইউপিএসসি পরীক্ষাতেও একই পদ্ধতি চালু রয়েছে। ''এর থেকে বিচ্যুতির অর্থ, স্বচ্ছতার পূর্ণ সুরক্ষিত ব্যবস্থা থেকে সরে আসা।''—মন্তব্য তাঁর।

নতুন পরিস্থিতিতে তা-ই হতে চলেছে বলে অভিযোগ। আশঙ্কা করা হচ্ছে, সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের নাম-ধাম যথেষ্ট আগে জানা থাকলে তাঁদের সঙ্গে আগাম যোগাযোগ করে চাকরির প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আর্থিক লেনদেনের পথও খোলা থাকবে। পাশাপাশি থাকবে প্রার্থীর দলীয় আনুগত্য যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ, যা চূড়ান্ত বাছাইপর্বে প্রভাব ফেলতে পারে। গোপনীয়তার লক্ষ্মণরেখা লঙ্ঘনের এ হেন উদ্যোগের সূত্রপাত কী ভাবে?

কমিশন-সূত্রের খবর পিএসসি-র পরিচালন বোর্ডে এখন চেয়ারম্যানকে নিয়ে পাঁচ সদস্য। বাকি চার জনের মধ্যে রয়েছেন পূর্ত দফতরের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং-ইন-চিফ ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত ডব্লিউবিসিএস অফিসার এসএস সরকার এবং দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি --- দেবপ্রিয় মল্লিক ও দীপঙ্কর দাশগুপ্ত। চিকিৎসক তথা সমাজকর্মী দেবপ্রিয়বাবু সম্পর্কে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দাদা। আর দীপঙ্করবাবু এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় উঁচু পদে কাজ করতেন, যার সূত্রে শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। জানা গিয়েছে, ডব্লিউবিসিএসের এই দফার লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই দুই সদস্য চেয়ারম্যানের কাছে দাবি করে বসেন, ইন্টারভিউয়ে সুযোগ পাওয়া প্রার্থীদের নাম, বাবার নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা তাঁরা হাতে চান ইন্টারভিউ শুরুর যথেষ্ট আগে। কমিশনের তরফে ওঁদের বলা হয়, এটা নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ, প্রার্থীদের সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রাখাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ।

যুক্তি দেখিয়ে অবশ্য দু'জনকে টলানো যায়নি। তাঁরা জোরাজুরি চালিয়েই যেতে থাকেন। শেষমেশ গত ১ ডিসেম্বর চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে কমিশন-সচিব একটি আদেশনামা জারি করেন। তার মোদ্দা বক্তব্য—যে কোনও ইন্টারভিউয়ের সাত দিন আগে প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

নির্দেশটি যে রীতিমতো চাপের মুখে পড়ে দিতে হচ্ছে, চেয়ারম্যানকে পাঠানো নোটে তা-ও উল্লেখ করেছেন সচিব। তিনি লিখেছেন, 'গত ২৪নভেম্বর অন্যান্য সদস্যের উপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের ঘরে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেখানে ঠিক হয়, এখন থেকে কোনও ইন্টারভিউয়ের অন্তত সাত দিন আগে কমিশন সদস্যদের পিএ-কে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নাম, বাবার নাম, বিস্তারিত ঠিকানা ইত্যাদি জানিয়ে দিতে হবে।' এর পরেই চেয়ারম্যানের উদ্দেশে সচিব লিখেছেন, 'মাননীয় সদস্যেরা এখনই ওই সব প্রেসি শিট হাতে পাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রইলাম।'

উল্লিখিত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাতে কাজ হয়, পর দিনই (২ ডিসেম্বর) সচিবের নোটের উপরে চেয়ারম্যান সেই মর্মে অনুমোদন দিয়েছেন। ঘোর অনিয়ম হচ্ছে জেনেও কেন দিলেন?

পিএসসি-চেয়ারম্যান নুরুল হকের জবাব ''কমিশনের ভিতরের বিষয় নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না।'' যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, সদস্যদের এমন আচরণ দেখে চেয়ারম্যান খুবই তিতিবিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ। মুখ্যসচিবের কাছে তিনি পদত্যাগ করতে চেয়েছেন। এমনকী, পদত্যাগপত্র লিখেও রেখেছেন। কমিশনের এক প্রাক্তন চেয়ারম্যান জানাচ্ছেন, পঞ্জাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ-কেলেঙ্কারির জেরে চেয়ারম্যানের জেল হয়েছিল। শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমপ্রকাশ চৌটালা আপাতত জেলে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে পিএসসি'র ইতিহাসে আগে এত গুরুতর দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি। তবে এ রাজ্যে ২০১২-র ডব্লিউবিসিএসের ফলাফল বেরোতে দু'বছর লেগেছিল। পিএসসি সূত্রের খবর, এক মন্ত্রী সে বার নিজের পছন্দসই প্রার্থীদের তালিকা পাঠিয়েছিলেন, চেয়ারম্যান যা মানতে রাজি হননি। সেই টানাপোড়েনেই ফল প্রকাশ পিছিয়ে যায়।

পিএসসি সূত্রে এ-ও ইঙ্গিত মিলেছে, কমিশনের সদস্য যে দুই প্রাক্তন সরকারি অফিসার, সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সম্পর্কে আগাম তথ্য সংগ্রহে তাঁরা আগ্রহ দেখাননি। এসএস সরকার ও ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে দু'জনেই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। তবে কমিশনের কর্মীমহলের খবর, 'সরকার সাহেব' ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ইন্টারভিউয়ের সাত দিন আগে তাঁকে প্রেসি শিট দেওয়ার কোনও দরকার নেই। ননীগোপালবাবুও 'নিয়ম বহির্ভূত' কোনও কাজকর্মে জড়িত থাকতে চান না। অন্য সদস্যদের এক জন দেবপ্রিয় মল্লিককে এ দিন বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ জবাব, ''আমি কমিশন নিয়ে কোনও কথা বলব না। যা জানার, চেয়ারম্যানের কাছে জানুন।'' এ প্রসঙ্গে এসএমএসেরও উত্তর দেননি তিনি। প্রার্থীদের তথ্য আগাম চাওয়ার ব্যাপারে দীপঙ্কর দাশগুপ্তের বক্তব্য শুনতে চাইলে তিনি এ দিন জানান, ইন্টারভিউ বোর্ডে ব্যস্ত আছেন। ''কিছু জানতে হলে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলুন।''—ফোনে জানিয়ে দেন দীপঙ্করবাবুও।

পরিবর্তনের জমানাতেও নিয়োগ ঘিরে অস্বচ্ছতার অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গে নতুন কিছু নয়। লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বিলি হয়েছিল বলে সরকারের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জমা পড়েছে। দক্ষিণ ২৪পরগনার স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বয়ং ফাঁস করেছিলেন টেট কেলেঙ্কারি। এসএসসি মারফত মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগে অজস্র অনিয়মের খবর এক ডব্লিউবিসিএস অফিসার সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন। সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশের চাকরির নেপথ্যে টাকার খেলার অভিযোগ জোরালো। আর হোমগার্ড নিয়োগে দুর্নীতির প্রেক্ষাপটে মুর্শিদাবাদের এসপি এক ডিজি'র বিরুদ্ধেই সরকারকে লিখিত নালিশ করেন, আপাতত যার তদন্ত চলছে।

গোপনীয়তার নিয়ম ভেঙে পিএসসি-ও এবার দুর্নীতি দলতন্ত্রের স্রোতে গা ভাসাতে চলেছে বলে মনে করছে বিরোধীরা। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, সিপিএমের সূর্যকান্ত মিশ্রের প্রতিক্রিয়া, ''এমন তো করা যায় না! এ বার ডব্লিউবিসিএসেও নিজেদের লোক ঢোকানো আর পয়সা তোলার ব্যবস্থা হল! চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থা ভেবে কষ্ট হচ্ছে।'' বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্যের আক্ষেপ, ''দলবাজি তো হবেই, উপরন্তু এজেন্টরা গিয়ে এখন প্রার্থীদের থেকে সরাসরি টাকা চাইবে। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষারও জাত রাখল না এরা!''

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, সিপিএমের সূর্যকান্ত মিশ্রের প্রতিক্রিয়া, ''এমন তো করা যায় না! এ বার ডব্লিউবিসিএসেও নিজেদের লোক ঢোকানো আর পয়সা তোলার ব্যবস্থা হল! চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থা ভেবে কষ্ট হচ্ছে।'' বিজেপি বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্যের আক্ষেপ, ''দলবাজি তো হবেই, উপরন্তু এজেন্টরা গিয়ে এখন প্রার্থীদের থেকে সরাসরি টাকা চাইবে। ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষারও জাত রাখল না এরা!''

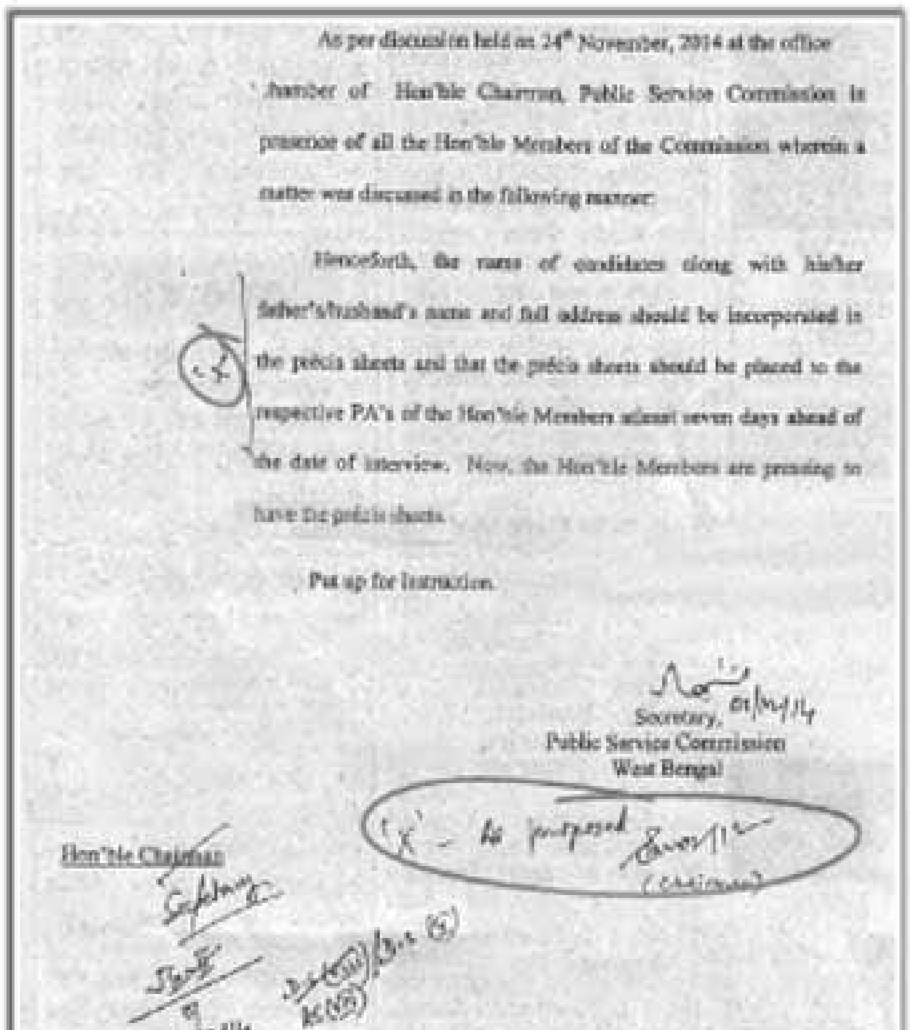
As per discussion held on 24th November, 2014 at the office chamber of Hon'ble Chairman, Public Service Commission in presence of all the Hon'ble Members of the Commission wherein a matter was discussed in the following manner:

Henceforth, the name of candidates along with his/her father's/husband's name and full address should be incorporated in the précis sheets and that the précis sheets should be placed to the respective PA's of the Hon'ble Members atleast seven days ahead of the date of interview. Now, the Hon'ble Members are pressing to have the précis sheets.

Put up for Instruction.

Secretary,
Public Service Commission
West Bengal

'X' – As proposed (Chairman)

Hon'ble Chairman

ইন্টারনেট নেশার মুক্তির দিশা শহরে

তাপস প্রামাণিক

ফেসবুকের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত সদ্য কলেজে পা রাখা মেয়েটি। এতে পড়াশুনা শিকেয় উঠছে দেখে মেয়ের কাছ থেকে ফোন কেড়ে বাবার দায়িত্ব পালন করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুনীল সাহা। তবে তাতে যে হিতে বিপরীত হবে, তা বোধহয় জানতেন না তিনি। ফোন কেড়ে নেওয়ার পর সেই মেয়ে বাড়িতে কথা বন্ধ করে দেয়। পড়াশুনাও বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মেয়ের চিকিৎসার জন্য মনোবিদের শরণাপন্ন হতে হয় সুনীলবাবুকে। সেখানে গিয়েই জানতে পারেন, তাঁর আদরের মেয়ে 'ইন্টারনেট ম্যানিয়ায়' আক্রান্ত।

এখন এটা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর, বেকার যুবক-যুবতীরা সারা দিনের সিংহভাগ সময়ে ইন্টারনেটে মেতে থাকছেন। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের নেশায় মোহচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। শুধু কিশোর-কিশোরী কিংবা যুবক-যুবতীরাই নন, বয়স্করাও আক্রান্ত হচ্ছেন এই ইন্টারনেট ম্যানিয়ায়। আর এতে অজান্তেই শারীরিক ও মানসিক রোগের শিকার হচ্ছেন অনেকেই। স্কুলের পড়ুয়ারাও অনিদ্রা, মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হচ্ছেন। পড়াশুনা, কাজকর্মের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আঁকড়ে ধরে তারা দূরত্ব বাড়াচ্ছেন পরিবারের থেকে। এই রোগমুক্তির জন্য ইউরোপ-আমেরিকায় অজস্র কাউন্সেলিং সেন্টার গড়ে উঠলেও ভারতে সে ভাবে এখনও পর্যন্ত এর চিকিৎসাকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। দেরিতে হলেও এবার ইন্টারনেটের নেশা কাটাতে নতুন চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হল বিধাননগরে। সল্টলেকের বিসি ব্লকের তিন নম্বর ট্যাঙ্কের পাশে সম্প্রতি এই ইন্টারনেট ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারটি চালু হয়েছে। 'টার্নস্টোন গ্লোবাল' নামের এই ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারে থাকছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। কাউন্সেলিংয়ের জন্য থাকবেন বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া মনোবিদরা।

এই নিয়ে দেশে এই ধরনের মোট চারটি ইন্টারনেট ডি-অ্যাডিকশন সেন্টার চালু হল। এর মধ্যে একটি রয়েছে বেঙ্গালুরুর নিমহ্যানস হাসপাতালে। নয়াদিল্লি এবং চণ্ডীগড় শহরে একটি করে ইন্টারনেট ডি-অ্যাডিকশন সেন্টার রয়েছে। তবে পূর্ব ভারতের আর কোথাও এই ধরনের কেন্দ্র নেই।

কী ভাবে চিকিৎসা হয় ইন্টারনেট ম্যানিয়ায় আক্রান্তদের?

সংস্থার মেডিক্যাল ডিরেক্টর ড. সত্যম দে জানিয়েছেন, ইন্টারনেটের নেশামুক্তির জন্য মূলত তিন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এগুলি হল ১) বিহেভিয়ারিয়াল থেরাপি ২) অকুপেশনাল থেরাপি এবং ৩) কগনেটিভ থেরাপি। এর দায়িত্বে থাকবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। চিকিৎসার প্রথম ধাপে আক্রান্ত রোগী এবং তাঁর অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে বিশদে খোঁজখবর নেবেন চিকিৎসকরা। স্কুলে তারা কী রকম আচরণ করে, তা জানার চেষ্টা করবেন তাঁরা। সেই মতো কাউন্সেলিং করা হবে। কলকাতায় যে সব কাউন্সেলিং সেন্টার রয়েছে, সেখানে মূলত সাইকোলজিস্টরাই চিকিৎসা করেন। তবে ইন্টারনেট ডি-অ্যাডিকশন সেন্টারে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট রাখা হচ্ছে। এঁরাই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলে রোগ নিয়ে বিশদে খোঁজ-খবর করবেন। সত্যমবাবু জানান, ইন্টারনেট ডি-অ্যাডিকশন সেন্টার চালু হওয়ার পর থেকেই বিপুল সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। রোজ গড়ে ৫০-৬০টি ফোন আসছে।

মূলধন প্রবাসীরাই, সুযোগ অপেক্ষা করে আছে

প্রথম পাতার পর

বিশ্বের দরবারে প্রবাসীরা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিশ্বে আমাদের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী করতে হবে।

গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরের মঞ্চ প্রবাসী দিবস পালন নিয়ে তৈরি হলেও নিজের ভাষণে আগামী দিনের সম্ভাবনা, আর তা শিল্পপতিরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারবেন তারই খতিয়ান দিয়েছেন মোদী। তিনি বলেন, পুরো বিশ্ব আজ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর আমার সুযোগ হয়েছিল ৫০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করার। আমরা খোলা মনে আলোচনা করেছি। আমার মনে হয়েছে, অত্যন্ত দরিদ্র বা অতি ধনী দেশও আজ ভারতের দিকে তাকিয়ে। এমন ঘটনা খুবই কম ঘটে। ভারতের প্রতি অন্যান্য দেশের ভালোবাসার প্রমাণ আমি হাতেনাতেই পেয়েছি রাষ্ট্রসংঘে বসে। বিশ্ব যোগা দিবস পালন নিয়ে আমার প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহ্য হয়েছে রাষ্ট্রসংঘে। ১৯৩টি মধ্যে ১৭৭টি দেশ আমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। যার মধ্যে ৪০টি ছিল মুসলিম রাষ্ট্র। ভারতের প্রতি এই ভালোবাসার কারণ, হল, আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এবং মূল্যবান শৃঙ্খলা। এসব সত্ত্বেও আমাদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ। যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে তা পূরণ করা আমাদের দায়িত্ব। অনাবাসীদের প্রতি মোদীর বার্তা, নিজের মাতৃভূমিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার সুযোগ আপনাদের সামনে। আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, অনেক নতুন সুযোগ আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। সময় দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরিবর্তন হচ্ছে ভারতও। নতুন শক্তিতে জাগ্রত হচ্ছে দেশ।

নাগরিকত্ব অর্ডিনান্সে স্বাক্ষর করেছেন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। এই আইনের ফলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের এক গোত্রে আনতে পেরেছে মোদী সরকার। ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা সারাজীবনের ভিসার সুবিধা যেমন পাবেন, তেমনই বারবার পুলিশ স্টেশনে গিয়ে তথ্য জানিয়ে আসারও দরকার হবে না। প্রবাসী ভারতীয় দিবসের আগে এই আইন সরকারের অন্যতম সাফল্য বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পাশাপাশি গঙ্গা দূষণমুক্ত করতে প্রবাসীদের সাহায্য চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, মা গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার ইচ্ছাও আপনাদের মনে আছে, আমি জানি। এই মিশন একদিকে যেমন ধর্মীয়, অন্যদিকে তেমনই এর পরিবেশগত মূল্যও আছে। ৪০ শতাংশ ভারতীয়ের আর্থিক উন্নয়ন নির্ভর করে গঙ্গার উপর। আমি চাই, আপনারা মিশনে যোগ দিন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন উন্নয়নে অংশগ্রহণ করুন। মা গঙ্গার হাজার বছরের যাত্রার সঙ্গেও যুক্ত হবেন আপনারা। মোদীর ভাষণের রেশ টেনেই বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ 'সফল, সমৃদ্ধশালী এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী' অনাবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে 'পারস্পরিক লাভজনক' উদ্যোগে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সৌজন্যে – বর্তমান

সাধারণতন্ত্র দিবসে ওবামাকে আমন্ত্রণের ভাবনার কারিগর নরেন্দ্র মোদী

তাঁর বিদেশনীতি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনকেই সবার আগে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। সেই সম্পর্ক আরও মধুর করতেই ২৬ জানুয়ারি অর্থাৎ সাধারণতন্ত্র দিবসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে নিমন্ত্রণ করার ভাবনা প্রথম মাথায় আসে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির। সূত্রের খবর, তাঁর এই ভাবনার কথা প্রথমে ঘনিষ্ঠমহলে প্রকাশ করেছিলেন মোদী। বিষয়টি যাতে পাঁচকান না হয় সে ব্যাপারও সাবধান করে দেন তিনি। সূত্রের খবর, সাধারণতন্ত্র দিবসে ওবামাকে ভারতে নিয়ে আসার ব্যাপারে হোয়াইট হাউসকে রাজি করানোর দায়িত্ব পড়ে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এস জয়শংকরের উপর। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর হোয়াইট হাউসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন জয়শংকর। এরপর, মার্কিন প্রশাসনের একাধিক কর্তার সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন তিনি। ওবামা প্রশাসনের আধিকারিকদের জয়শংকর বোঝান, ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবসে কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি একদিকে যেমন রাজনৈতিক, অন্যদিকে তেমনই মর্যাদাপূর্ণ। তবে সহজে চিঁড়ে ভেজেনি। নিরাপত্তার দিকটি ভালোভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরই নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে সাড়া দেয় হোয়াইট হাউস। লাগাতার আলোচনার পর ওবামার দপ্তর ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানায়, ২৬ জানুয়ারি

সাধারণতন্ত্রের প্যারেডে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সপরিবার হাজির থাকবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে ওবামার আগমনের কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করেন।

পুরো প্রক্রিয়াটিই হয়েছে অত্যন্ত গোপনে। দু'দেশের খুব কম সরকারি আধিকারিকই এব্যাপারে জানতেন। হোয়াইট হাউসে বারাক ভারতে আসার পাকা কথা দিলেও তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়া এখনও চলছে। নয়াদিল্লি থেকে এয়ারফোর্স ওয়ান যেন ওয়াশিংটনের দিকে উড়ে যাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে কূটনৈতিক এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বর্তমানে খুবই ভালো। সাধারণতন্ত্র দিবসে ওবামার আগমন সেই সম্পর্ককে আরও গভীর করবে বলে আশা বিশেষজ্ঞদের। মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ধরনের অনুষ্ঠানে আসাটাও একদিক থেকে বিরল। প্রতিবারই সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে কোনও না কোনও দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হাজির থাকেন। কিন্তু কখনও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে হাজির করানোর কথা ভাবেননি কেউ।

মার্কিন গোয়েন্দাদের রিপোর্ট ঠিকঠাক থাকলে দুই মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে নয়াদিল্লীর মাটিতে পা রাখবেন বারাক ওবামা। তাঁর তিনদিনের এই সফরে যে কোনওরকমে পরিস্থিতি এড়াতে তৎপর ভারতীয় সেনাও। নিয়ন্ত্রণ রেখা জুড়ে শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি। অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-নেপাল সীমান্তে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সশস্ত্র সীমা বল। প্রতিরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, নেপালগামী সব ধরনের অবৈধ রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। এছাড়া, সাধারণতন্ত্র দিবসে ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে ভারত-নেপাল সীমান্তের সমস্ত সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হবে। বারাক ওবামা চলে যাওয়ার পরই তা খোলা হবে। ওবামার তিনদিনের সফর নিয়ে আশাবাদী ভারতের বণিক মহল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে বলে খবর।

সৌজন্যে – বর্তমান

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street,
Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues,
Please Contact :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street, Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 2418A 2ND STREET, FORT LEE, NJ 07024 and additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to
Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

জীবন বাজি রেখে ৭৫-এর বৃদ্ধও চলেছে কিডনি বেচতে

বিশ্বজিৎ দাস ও সুজিত ভৌমিক

কিডনির মারণ অসুখে রোগীদের বাঁচার শেষ ভরসা প্রতিস্থাপন। ডাক্তারি পরিভাষায় 'কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট'। কিন্তু কিডনি দেবে কে? এখন নিউক্লিয়ার পরিবার। কিডনি দান করার লোকের অভাব। ম্যাচিং-এর সমস্যাও রয়েছে। মুমূর্ষু রোগী ও তাঁদের পরিবারের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ দিতে হাঁ করে রয়েছে কিডনি দালালরা। রোগীর বাড়ির লোক যেমন কিডনি পেতে মরিয়া, দালালরা তেমনই খুঁজে বেড়াচ্ছে মফস্সল, গ্রামের অভাবী, দেনায় ডুবে থাকা পরিবার, যারা টাকার জন্য কিডনি বিক্রি করতে রাজি। এইভাবে সরকারের ঠুনকো আইনকে পায়ে দলে রাজ্যে রমরমিয়ে চলছে শ'য়ে শ'য়ে কিডনি প্রতিস্থাপন। ভিন রাজ্য, এমনকী ভিন দেশ থেকে লোক এসে এখানে প্রতিস্থাপন করিয়ে চলে যাচ্ছে। কারও পরিবারের মুখে হাসি ফুটছে,কেউ যাচ্ছে রসাতলে। ডাক্তার, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যভবন, পুলিশ—এতে কারও দোষ কিছু কম নয়। অথচ এ আঙুল তুলছে ওর দিকে, ও এর দিকে। কিডনি ব্যবসার এই ভয়ংকর চক্র নিয়ে শুরু হচ্ছে অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন।

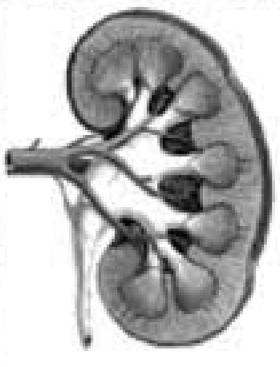

ওই মহিলাকে কোনও দিন ভুলতে পারব না। রুবি হাসপাতালের কাছে বাড়ি। দেখা করার সময় বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। দু'জনের বয়সে অনেকটাই ফারাক। হাতে পায়ে ধরে বারবার বলছিলেন, একটা দোকান ছিল। ধার শোধ করতে না পেরে বেচে দিয়েছি। গয়নাগাটিও সব গিয়েছে। এখন দেউলিয়া, একেবারে নিঃস্ব অবস্থা। শুনেছি, একটা কিডনি বেচলে মানুষ নাকি মরে না। যা টাকা দেবেন, হাসিমুখে তাই নেব। টাকার আমার খুব দরকার। নইলে এই বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে কোথায় যাব, দাদা, দেখুন না একবার পরীক্ষা করে, যদি আমার কিডনিটা আপনার বউয়ের কাজে লাগে।

গল্পের বইয়ের পাতা থেকে তুলে আনার কোনও প্যারাগ্রাফ নয়, রাতে এই ঘটনার কথা শোনাচ্ছিলেন শহরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক। ১৯৯৭ সালে তাঁর স্ত্রীর কিডনির অসুখ ধরা পড়ে। প্রথমে ক্রিয়েটিনিন ছিল ১.৮। ভেলোরে চিকিৎসা চলছিল। ধীরে ধীরে লেভেল বাড়তে থাকে। ডায়ালিসিস শুরু হয়। ২০০৯ সালে ক্রিয়েটিনিন বেড়ে ১৮ হয়ে যায়। স্ত্রীর পা ফুলে যায়। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। ভেলোরের ডাক্তাররা বলেন, আমাদের কিডনি ব্যাঙ্ক আছে। স্ত্রীর নাম লিখিয়ে রাখুন। ম্যাচ করা কিডনি পেলে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করাব। ওই আধিকারিকের ছেলের বয়স তখন ১৮। উচ্চমাধ্যমিক দেবে। মনস্থির করলেন, নিজের একটি কিডনি স্ত্রীকে দেবেন। ভাবলেন, দু'জনের এ বি পজিটিভ ব্লাড গ্রুপ। নিশ্চয় কিডনিও ম্যাচ করবে। ভেলোরে তিন তিনবার পরীক্ষা করান। একবারও ম্যাচ করল না। কলকাতার ডাক্তার দেখাতে শুরু করলেন। স্ত্রীকে তিনজন বড় নেফ্রোলজিস্টকে দেখালেন। ডায়ালিসিস চলতে থাকল। ডাক্তাররা বললেন, শেষ অস্ত্র ট্রান্সপ্ল্যান্ট। কিডনি প্রতিস্থাপন। ২০০৯ সালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দু'টি বড় কাগজে কিডনির জন্য ছ'বার বিজ্ঞাপন দিলেন। প্রায় সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো ফোন কল এল।

কী অভিজ্ঞতা ছিল এই সব ফোনের? ফোন লাইনের ওধারে মানুষগুলি কেমন ছিল, কেমন ছিল তাঁদের পেশা, স্বভাবচরিত্র বয়স? কিডনি বেচতে কতটা মরিয়া ছিলেন তাঁরা? একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রতিবেদকের এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ওই আধিকারিক। বললেন, স্ত্রীর জন্য কিডনি পেয়েছিলাম। তবে ওই ফোনগুলি থেকে নয়। আমারই এক আত্মীয়া দেন। কিন্তু বউকে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টায় সেই চারশো-পাঁচশো ফোন ধরা, তাঁদের অনেকের সঙ্গে দেখা করাটা আমার জীবনের একটা অধ্যায় ছিল বটে। ২৫ বছর ব্যাঙ্কে চাকরি করে হাজার হাজার কাস্টমার ঘেঁটে যা মানব চরিত্র বুঝেছি, তার চেয়ে জীবন অনেক কঠিন পাঠ দিল ২০০৯-এর মে থেকে ২০১০-এর এপ্রিল – এই এক বছরে।

বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে আমার স্ত্রীর এক চিকিৎসক পইপই করে বলেছিলেন, দেখুন, যাঁরাই ফোন করবেন, কাউকে বাড়িতে ডাকবেন না। স্বামী কিডনি দিতে চাইলে স্ত্রীকেও ডাকবেন, স্ত্রী দিতে চাইলে স্বামীকে, আর ছেলেমেয়েরা দিতে চাইলে বাবা-মাকে। কারণ, একজনের অনুমতি ছাড়া অন্যজন কিডনি দিতে পারবে না।

ফোন আসতে শুরু করল। উত্তর ২৪ পরগনার দমদম, বারাসত, হাবড়া, অশোকনগর, বসিরহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার এইসব জায়গা থেকে সবচেয়ে বেশি ফোন এল। দেখছিলাম বেশ কিছু একই নম্বর থেকে কিছুদিন অন্তর অন্তর ফোন আসছে। লোকের গলার স্বর পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। বুঝলাম, নির্ঘাৎ এরা দালাল। একটা খাতা চালু করলাম। কে ফোন করছেন, কোথা থেকে করছেন আর কোন নম্বর থেকে করছেন। দেখলাম, একই নম্বরের কেস অজস্র। বউকে বাঁচাতে হবে। আমি তখন মরিয়া। শুধু ডাক্তারবাবুদের কথা মাথায় রেখেছি, কাউকে বাড়িতে ডাকব না। রেলস্টেশন, সিনেমা হল, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পাব, অফিস, চায়ের দোকান, ইন্ডুকন্দের বাড়ি– কোথায় না দেখা করেছি এঁদের সঙ্গে।

একই ফোন নম্বর থেকে ছাড়াও দালাল চেনার আর একটা রাস্তা বুঝেছিলাম। এরা প্রথম দিনের দেখাতেই বলে দিত, পরের দিন ডোনার আনছি, আপনি কিন্তু ওর সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলবেন না। শুনলে অবাক হবেন, ভুয়ো স্বামী সেজে অভাবী ঘরের মহিলাদের স্ত্রী সাজিয়ে নিয়েও আসত অনেকে। কথা বলতে বলতে মহিলার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে হুট করে তাঁর স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করতাম। সব রহস্য ফাঁস হয়ে যেত। অনেকে আবার ভালো করে শিখিয়ে পড়িয়ে ডোনারদের নিয়ে আসত।

যত ফোন পেয়েছি, ৫০ শতাংশের বেশি ফোন দালালদের। বাকি অর্ধেকের মধ্যে ৩০ শতাংশ নিজেরা মারাত্মক অভাবে পড়ে কিডনি বেচতে চান। মাত্র ২০ শতাংশ টাকা পয়সা ছাড়াই স্বেচ্ছায় কিডনি দান করতে চেয়েছেন। এঁদেরকে আমার প্রণাম। এঁদের অনেকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কিডনি ম্যাচিং টেস্টও করিয়েছেন।

অভাব যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, এই সব অভিজ্ঞতায় বুঝেছি। একবার শুকনো কাঠির মতো চেহারার বছর পঁচাত্তরের এক বৃদ্ধ লোক এলেন। বললেন, মেয়ের বিয়েতে বাজারে কয়েক লক্ষ টাকা দেনা করে এখন ভিখারির দশা। কিডনি বিক্রি করা ছাড়া গতি নেই। বললাম, আপনার যা শরীরের অবস্থা, কিডনি দিলে আর বাঁচবেন? বললেন, কিছু করার নেই। এটাই আমার শেষ রাস্তা।

খেতমজুর, দোকানদার, এসটিডি বুথের মালিক, চাষি মূলত এই ধরনের মানুষ কিডনি বেচতে এগিয়ে আসেন। অনেকে এতটাই খারাপ অবস্থায় ছিলেন, ফোন করেই বলতেন, কিডনি দিতে রাজি আছি, আগে পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিন। কেউ কেউ বলতেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসব যে, গাড়ি ভাড়ার পয়সা নেই। তাঁদের অনেককে একশো-দু'শো টাকা দিয়েছি।

হলফ করে বলতে পারি, দালালদের খপ্পরে পড়ে এঁদের অনেকেই কিডনি বিক্রি করা টাকার ২০-২৫ শতাংশের বেশি পান না। একবার একজন বললেন, ২৫ হাজার টাকা দিলেই হবে। দালাল পরদিন এসে বলল, ও কিছু বলেছে নাকি? আমাদের দেড় লক্ষ চাই। একজন তো ২৫ লক্ষ টাকাও চেয়েছিল।

ওই পদস্থ ব্যাঙ্ক আধিকারিকের কথা শুনতে শুনতে মনে পড়ছিল ই এম বাইপাস সংলগ্ন এক বড় হাসপাতালের কর্তার খেদোক্তি। তিনি বলেছিলেন, ধারাবাহিকভাবে লিখুন, স্বাস্থ্যভবনের নজরে আনুন, যতটা পারা যায় করুন। কিছু একটা অন্তত করুন–নাহলে ক'বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামগুলির গরিব মানুষদের আর কিডনি থাকবে না। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল তাঁর কথা শুনে।

সৌজন্যে – বর্তমান

শিল্পমঞ্চ ছেড়েই তৃণমূলের সারদা-যোগে সরব জেটলি

শিল্প বা অর্থনীতি নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলকে সারদা কেলেঙ্কারির নিক্তিতেই মাপলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে শিল্প সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন জেটলি। নিউটাউনে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরে হাওড়ার শরৎসদনে দলীয় মঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল দুশ্চিন্তায় রয়েছে। রাজনৈতিক কারণে নয়। ওদের চিন্তা হচ্ছে, দলের যারা দুর্নীতিগ্রস্ত সিবিআই তাদের জনসমক্ষে এনে দিয়েছে, তার জন্য।" কারও নাম না করে নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় ব্যক্তির আরও মন্তব্য, "আমাদের দলে এরকম হলে বলতাম, যাও নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ কর। এর সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। আইন আইনের পথে চলবে। কিন্তু দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের দল (তৃণমূল) ধরে রেখেছে। আরও বলছে, আমাদের যেহেতু কিছু সঙ্গী চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গিয়েছে তাই সংসদ চলতে দেব না! সংসদ চলতে না-দেওয়ার মধ্যেই স্পষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের (তৃণমূল) কিছু লোক চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে যুক্ত।"

প্রসঙ্গত, ২৪৫ সদস্যের রাজ্যসভায় কোনও বিল পাশ করাতে হলে অন্তত ১২৩ জন সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন। রাজ্যসভায় সেই সংখ্যা না থাকায় বিমা বিল, পণ্য-পরিষেবা কর (জিএসটি) বিল পাশ করাতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছে বিজেপি। সারদা-কাণ্ডে একের পর এক নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ শীতকালীন অধিবেশনে বিজেপি বিরোধিতায় প্রথমসারিতে অবস্থান ছিল তৃণমূলের। জিএসটি নিয়ে অবশ্য খানিকটা সুর নরম করেন মমতা। এদিন জিএসটি-বিরোধিতা প্রসঙ্গে জেটলির কটাক্ষ, "তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তাহারেও জিএসটি'র সমর্থনে বলা হয়েছে। সমর্থন থাকলে সমর্থন করুন। এর সঙ্গে তো অন্তত সারদার কোনও সম্পর্ক নেই।" রাজ্যের শাসকদলের 'ইঙ্গিতপূর্ণ' হুঁশিয়ারি দিতে তিনি বলেন, "রাজ্যসভা চলুক না চলুক, কেন্দ্রীয় সরকার থেমে থাকবে না।"

সারদা কেলেঙ্কারিতে দলের কিছু নেতার নাম জড়িয়ে যাওয়ার জন্যই সংসদে তৃণমূলের বিরোধিতা বলে আগেও মন্তব্য করেছিলেন জেটলি। তবে নয়াদিল্লীতে দিকিল মঞ্চের তুলনায় অনেক বেশি 'তাৎপর্যপূর্ণ' জেটলির এদিনের মন্তব্য। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে এদিন শিল্প সম্মেলনে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়নমন্ত্রী নিতিন গড়কড়ীও। মমতার শিল্প সম্মেলনের সমালোচনা করলেও সেই মঞ্চে দুই কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিতি ঘিরে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। তাই জেটলি পৌঁছনোর আগেই শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করে দলের কেন্দ্রীয় নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিংহ বলেন, "নরেন্দ্র মোদীর সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বিশ্বাসী। তাই রাজ্য সরকারের শিল্প সম্মেলনকে সফল করতে সহযোগীর ভূমিকা নিতেই দুই মন্ত্রী এসেছেন।" আর জেটলি বলেছেন, "বিজেপি'র বিরোধিতায় তিন দল (তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস) এক সারিতে দাঁড়িয়ে এ রাজ্যে তৃণমূল-বিরোধী জমি রাহুল সিংহের (রাজ্য বিজেপি'র সভাপতি) কোলে তুলে দিয়েছে। বাংলার রাজনীতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে তৃণমূল-বিরোধী জায়গাটা আপনারা পাচ্ছেন।"

সৌজন্যে – এবেলা

নাশকতায় তৃণমূলের যোগ প্রচারে অমিত

বীরভূমে ইতিমধ্যে তৃণমূলকে চাপে ফেলেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরে এখন শুরু হয়েছে অপারেশন বর্ধমান কর্মসূচি। খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণকে হাতিয়ার করে ওই অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে দিয়ে বর্ধমানে সভা করিয়ে দক্ষিণবঙ্গে সংগঠন বিস্তারকে বিজেপি পাখির চোখ করছে। সেজন্য প্রাথমিক ভাবে ৫টি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অমিত শাহের সভা সফল করার প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করতে শনিবার ওই জেলাগুলির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বর্ধমানে বৈঠক করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। ২০ জানুয়ারি দলের সর্বভারতীয় সভার জন্য যে পাঁচটি জেলাকে নিয়ে জোন তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেই জেলাগুলি হল বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও হুগলি।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণের সঙ্গে বাংলাদেশের জামাতের সম্পর্ক প্রমাণ পাওয়ার পরেই অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপি সোচ্চার হয়েছিল। তাছাড়া ওই ঘটনায় তৃণমূলের মদত ছিল বলেও প্রথম থেকে তারা অভিযোগ তুলেছে। নাশকতাই যে অমিত শাহের প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হবে, তা স্পষ্ট করেন রাহুলবাবু। তিনি বলেন, 'বর্ধমানের বিস্ফোরণ সম্পর্কে অনেক বিস্ফোরক তথ্য আছে অমিতজির কাছে। তিনি সেগুলি বলবেন বলেই সভা করার জন্য বর্ধমানকে বেছে নিয়েছি আমরা।' বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রয়োজনে তৃণমূলের সঙ্গে সংঘাতে গিয়েও সভা সফল করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি। গেরুয়া শিবির নিশ্চিত যে অমিত শাহের সভা বানচাল করার চেষ্টা করবে তৃণমূল। সভায় যাতে লোক না আসে, তার জন্য এলাকায় এলাকায় হুমকি চলবে।

কিন্তু কোন অবস্থাতেই অত্যাচার-সন্ত্রাসের কাছে হার না মেনে মাঠে লোক ভরানোর নির্দেশ দিয়েছেন রাহুলবাবু। তৃণমূল কর্মীরা যদি বাধা দেন? বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডল বলেন, 'আমরা সব সন্ত্রাস উপেক্ষা করেই বাস, ট্রাকে চাপিয়ে লোক আনবো। তাতে যা হওয়ার হবে।'

জমি নিয়ে সাফাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, সন্দিহান শিল্পমহল

প্রত্যাশামতোই বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের উদ্বোধন মঞ্চে দাঁড়িয়ে জমি নিয়েই সাফাই দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সল্টলেক স্টেডিয়ামের হেলিপ্যাড ময়দানে দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের সামনে রাজ্যের হাতে যে শিল্পের জন্য যথেষ্ট জমি রয়েছে, সেই কথাই ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের হাতে যথেষ্ট জমি আছে। আমাদের নিজস্ব ল্যান্ড-ব্যাঙ্ক আছে। ল্যান্ড-ম্যাপে আছে। জমি পরিমাণ ৫৫ হাজার একর। হাতে এত জমি থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে শিল্পের জন্য কেন জমির সমস্যা? সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে সেই প্রশ্ন করেছিলেন। যার জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যের হাতে যথেষ্টই জমি আছে। তাছাড়া রেলমন্ত্রী থাকার সময় দেখেছি, রেল, বন্দর এবং প্রতিরক্ষা— কেন্দ্রের এই তিন দফতরের হাতে যথেষ্ট জমি আছে যা ব্যবহার করা হয় না। ফলে সেখানে দুষ্কৃতীদের আখড়া গড়ে উঠেছে। সেই জমি কী করে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে আমি কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি।" শিল্পমহলের বক্তব্য, এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, অতিরিক্ত 'অব্যবহার্য' জমি কীভাবে শিল্পের কাজে লাগানো যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে নিতিন গডকড়ী

মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শিল্পমহলের একাংশের আবার বক্তব্য, রাজ্যের হাতে শিল্পের জন্য যথেষ্ট জমি থাকলে মোটেই তিনি কেন্দ্রীয় তিনটি দফতরের জমির কথা বলতেন না। যা থেকে মোটামুটি ধরে নেওয়াই যায় যে, রাজ্য শিল্পের জন্য জমির সমস্যা নিয়ে অবহিত মুখ্যমন্ত্রী।

ফলে বহুল ব্যয় করে যতই শিল্প সম্মেলন করা হোক না কেন, আদতে জমির সমস্যা না মেটালে রাজ্যে শিল্প অধরাই থেকে যাবে।

ব্যবহারের নীতি আছে। যা একদম তৈরি। আপনারা সেই জমিতে বিনিয়োগ করতে পারেন।" রাজ্যের প্রায় ১০টি শিল্পতালুকে যে ৩ হাজার ৭০০ একর জমি আছে, তার পরিকাঠামোও সম্পূর্ণ তৈরি বলে শিল্পপতিদের মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান—"আপনারা আসুন। বিনিয়োগ করুন।"

মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বললেও প্রথমদিনের সম্মেলনের শেষে মুখ্যমন্ত্রীর 'ঘনিষ্ঠ' শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া সাংবাদিকদের 'ঘনিষ্ঠ' শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া সাংবাদিকদের বলেন, "জমি নিয়ে সমস্যা থাকতেই পারে। সেটা বড় ব্যাপার নয়। বিনিয়োগ করতে চাইলে সরকার সেই সব সমস্যার সমাধান করে দেবে।" নেওটিয়ার কথা থেকে অন্তত এটা স্পষ্ট যে, প্রকারান্তরে তিনিও মেনে নিচ্ছেন যে, রাজ্যে জমি নিয়ে একটা 'সমস্যা' আছে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য উদ্বোধনী ভাষণের শেষে শিল্পমহলকে আরও একবার আশ্বস্ত করে বলেন, "জমি নিয়ে রাজ্যে কোনও সমস্যা নেই। এই সমস্যা মেটাতেই আমরা জমি আইনের ১৪ ওয়াই ধারায় সংশোধনী এনেছি। যার ফলে রাজ্যে বিনিয়োগ করতে এলে বৃহৎ শিল্পপতিদের কোনওরকম সমস্যা হবে না।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, জমি সমস্যা কাটানোর পাশাপাশি রাজ্য সরকার 'এক জানালা পদ্ধতি'র মাধ্যমে মাত্র সাতদিনে যে কোনও প্রকল্পে ছাড়পত্র দিচ্ছে। তাই শিল্পপতিরা আসুন। পশ্চিমবঙ্গকে নিজের রাজ্য ভাবুন এবং বিনিয়োগ করুন।

এদিন সরকারের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যের হাতে-থাকা জমির মোট

এবিভিপি-র পদ্ম কাঁটায় জুজু দেখছে টিএমসিপি

অভিষেক চট্টোপাধ্যায়

ক্যাম্পাসের বাইরে ঝুলছে টিএমসিপি-র পতাকা। কাঁচা হাতে লেখা একটি পোস্টার সেটি আড়াল করতে মরিয়া।

আদতে এটাই হাওড়ার অধিকাংশ কলেজের ছবি।

রাজ্যে টিএমসিপির উত্থান ডোমজুড় আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে। ১৯৯৮ সাল থেকে কলেজের ছাত্র সংসদ শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের দখলে। মধ্য গগনের বাম আমলেও ওই কলেজে পা ফেলতে পারেনি এসএফআই। গত নির্বাচনে একটা লড়াই হয়েছিল ঠিকই তবে তা টিএমসিপি-র দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই।

এবার সেই ছবিটাই বদলে গিয়েছে যেন। ইতিমধ্যেই কলেজে এবিভিপি-টিএমসিপি হাতাহাতি হয়েছে বার কয়েক। ডোমজুড়ে কলেজে এবিভিপি-র ভেসে ওঠা একটা উদাহরণ মাত্র। হাওড়া জুড়ে ছবিটা প্রায় একইরকম। টিএমসিপি-র অন্দরের খবর, বেশ কিছু কলেজেই পতাকা, পোস্টার নিক্ষেপক্ষে পদ্ম-সমর্থকদের ভিড় নিয়ে শঙ্কায় রয়েছে দলের ছাত্র সংগঠন।

ছাত্র সংসদের গত নির্বাচনেও অবশ্য বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আসন ছাড়া এবিভিপি-র তেমন অস্তিত্ব ছিল না। জেলার ২১টি কলেজেই ছাত্র সংসদ টিএমসিপি-র দখলে। লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত শুধু আন্দুলের প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজে এবিভিপি তাদের ইউনিট খুলতে পেরেছিল। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের পরেই ছবিটা বদলে যেতে শুরু করে। আমতা রামসদয় কলেজ, ডোমজুড় আজাদ হিন্দ, জগৎবল্লভপুর শোভারানি মেমোরিয়াল, কানাইলাল ভট্টাচার্য কলেজ, হাওড়া গার্লস কলেজ, বালি লালবাবা কলেজ ও নরসিংহ দত্ত কলেজে ইউনিট খুলতে না পারলেও সেই সব কলেজে যে

হাওড়ায় কলেজ-ভোট

তাদের প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়েছে তা টিএমসিপি এবং অন্য ছাত্র সংগঠনগুলিও কবুল করেছে। এবিভিপির হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক সুদীপ দেবনাথের দাবি, "হাওড়া জেলায় স্কুল ও কলেজে আমাদের অন্তত ছ' হাজার সদস্য রয়েছে। কিন্তু সেই ভয়েই টিএমসিপি আমাদের মনোনয়নপত্র তুলতে বাধা দেবে বলেই আমাদের আশঙ্কা।" কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কি বিজেপি-র ছাত্র সংগঠনের আছে? সে ব্যাপারে প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

তবে তাদের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কলেজে গন্ডগোলের জেরে তা প্রমাণিত। দিন কয়েক আগে আমতা রামসদয় কলেজে এক এবিভিপি সমর্থককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে টিএমসিপির বিরুদ্ধে। ডোমজুড় কলেজের এবিভিপি কর্মীদের মারধরের অভিযুক্ত যে দি তৃণমূল। মুখে অবশ্য জেলা-এবিভিপি'কে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না তৃণমূল। প্রাক্তন জেলা টিএমসিপি সভাপতি তথা ডোমজুড়ের তৃণমূল নেতা অনুপম ঘোষ ও টিএমসিপির বর্তমান জেলা সভাপতি তুষার ঘোষের দাবি, "এবিভিপি বলে কিছু নেই। ওটা সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচার।"

এবিভিপি যখন জেলায় নিজেদের অস্তিত্ব বাড়াতে তৎপর, তখন তুলনায় অনেকটাই নিষ্প্রভ এসএফআই ও ছাত্র পরিষদ। ২০১৪ সাল পর্যন্ত জেলার বেশিরভাগ কলেজ ছিল এসএফআইয়ের দখলে। কিন্তু বর্তমানে ক্যাম্পাসের লড়াইয়ে অনেকটাই পিছিয়ে তারা। এসএফআইয়ের জেলা কমিটির সদস্য উৎসিষ সিংহ রায়ের অবশ্য দাবি, "স্বচ্ছ ভোট হলে বেশিরভাগ কলেজে আমরাই জিতব।" জেলা ছাত্র পরিষদ নেতা শুভজ্যোতি দাসের আশঙ্কার মধ্যেই অবশ্য তাঁদের সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, "শোভারানি মেমোরিয়াল, প্রভু জগদ্বন্ধু, গঙ্গাধরপুর কলেজ ও নরসিংহ দত্ত কলেজে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে তৃণমূল ভোট করতে দেবে বলে মনে হয় না।"

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রজাতন্ত্র দিবসে মুখ্যমন্ত্রী

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN
SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA
(WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact : JAYANTA GUHA
at jkguha@yahoo.com or call at (818)-610-8926.

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন। পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা ঃ
email : dcha42@aol.com or
Dilip Chakrabarti - 2418A, 2nd Street,
Fort Lee, NJ-07024

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

২৬ জানুয়ারি আসলে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস

কুমারেশ চক্রবর্তী

''বিশের দশকের শেষ দিকে আর ত্রিশের দশক জুড়ে গোটা দেশে শুধু তরুণ সমাজ নয়, সঙ্গে সঙ্গে তখন প্রবলভাবে জায়মান বামপন্থার দুই প্রধান প্রবক্তা হলেন জওহরলাল নেহরু আর সুভাষচন্দ্র বসু...'' একটি প্রবন্ধে এ মন্তব্য করেছিলেন অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়। তাঁর ধারণা ছিল নেহরু-সুভাষ-এর যৌথ নেতৃত্ব স্থায়ী হলে ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হত। শুধু হীরেনবাবু নন ব্রিটিশ সরকারও তাই মনে করতেন। তার প্রমাণ পাই তৎকালীন ইংরেজ গোয়েন্দাদের এক গোপন প্রতিবেদনে। সেই সময়ের কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দুই পার্টির বামপন্থীদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব অভিযোগ এনে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নাম করে বলা হয়েছে, ''... এই দু'জন দালের গোদা সমাজবাদ-সাম্যবাদ আনতে চাইছে, লেনিন-স্তালিনের ভূমিকায় নামতে চলেছে...।

ইংরেজ গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্টে মিথ্যে ছিল না। সত্যি সেই সময়ে নেহরু-সুভাষ কংগ্রেস সহ সমগ্র দেশে তরুণ তুর্কি নামে জনপ্রিয় এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবি সামনে নিয়ে ব্রিটিশ সরকারকেও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছেন। কিন্তু পূর্ণ স্বরাজের দাবি গান্ধী চান না, তাই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা সহ দলের একটা বড় অংশ এর বিরোধী। শুধু তাই নয়, ইংরেজ সরকার সহ এই সব নেতা নেহরু-সুভাষকে বিচ্ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী সমর্থক এবং দেশের শ্রমিক, কৃষক ও গরিব মানুষ নেহরু-সুভাষের পাশে দাঁড়ালেন। অবশ্য তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায় প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা অনেক আগে থেকেই পূর্ণ স্বরাজ দাবি করেছিলেন। সুযোগ এল কলকাতায় ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে। নেহরু-সুভাষ-এর প্রস্তাব 'পূর্ণ স্বরাজ'। অপরদিকে গান্ধীর প্রস্তাব শুধু 'স্বরাজ' অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর অর্থ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। শেষ পর্যন্ত গান্ধী দুই তরুণ নেতাকে ডেকে বোঝালেন এবং কথা দিলেন এখন শুধু স্বরাজ মেনে নাও, ব্রিটিশ সরকার এক বছরের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে আমরা পূর্ণ স্বরাজ চাইব। নেহরু নিমরাজি হলেন কিন্তু সুভাষ বেঁকে বসলেন। সুভাষ অধিবেশনে গান্ধীর প্রস্তাবের একটি সংশোধনী আনলেন 'পূর্ণ স্বরাজ' শব্দটি যোগ করার জন্য। বলা বাহুল্য তাঁর সংশোধনী ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে বাতিল হয়ে গেল।

অবশেষে এল মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৯২৯, লাহোর অধিবেশন। সুভাষের চেষ্টায় গান্ধীর ইচ্ছায় পিতার আসনে এলেন পুত্র। সভাপতি মোতিলাল নেহরুর পর পুত্র জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন এবং নেহরু-সুভাষের স্বপ্নের 'পূর্ণ স্বরাজ' প্রস্তাব গান্ধীর সম্মতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। ১৯২৯, ৩১ ডিসেম্বর লাহোরের রাভি নদীর ধারে মধ্য রাতে অর্থাৎ নতুন বছরের সূচনা মুহূর্তে নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি 'ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা' পত্র পাঠ করলেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন।

১৯৩০, ২ জানুয়ারি অর্থাৎ স্বাধীনতা ঘোষণার একদিন পরেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক সভায় মিলিত হয়ে 'কর বন্ধ' সহ অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করল। যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব হল, আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে প্রতি বছর ২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস' সারা দেশে প্রতি পাড়ায় প্রতি ঘরে পালন করা হবে এবং ওইদিন সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীর নির্দেশে নেহরু, সুভাষ পরিকল্পনা রূপায়ণে তৎপর হলেন কীভাবে ১৯৩০, ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালন করা যায়। সিদ্ধান্ত হল সব গুরুত্বপূর্ণ নেতা নিজ নিজ রাজ্যে থেকে কর্মসূচি রূপায়ণে সচেষ্ট হবেন।

ইতিমধ্যে ক্ষুদ্র হলেও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ইংরেজ সরকারকে তোষণ করার জন্য কংগ্রেসের 'পূর্ণ স্বরাজ' এবং 'স্বাধীনতা দিবস' পালনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে শুরু করল। অল ইন্ডিয়া হোমরুল লিগ শুধু হোমরুল বা স্বায়ত্ত শাসন চাইল। তাদের দাবি ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আইরিশ ফ্রি স্টেটের মতো। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ পূর্ণ স্বরাজের বিরোধিতা করে ডোমিনিয়ন মর্যাদার প্রস্তাব দিল। দি ইন্ডিয়ান লিবারেশন পার্টি আবার ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং পূর্ণ স্বরাজ দুই এর বিরোধিতা করল। এই দলটি ছিল একেবারে ইংরেজ অনুগত। ওদের মতে ইংরেজ চলে গেলে ভারতের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য এই তিনটি দলই ২৬ জানুয়ারি (১৯৩০) স্বাধীনতা দিবস পালনের বিরোধিতা করল। অবশ্য এই বিরোধিতা লন্ডনে খবর হলেও ভারতে কোনও প্রভাব বিস্তার করল না।

১৯৩০, ২৬ জানুয়ারি। সমগ্র ভারতে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে, গান বাজনা, মিছিল শোভাযাত্রাসহ প্রথম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। কোটি কোটি সাধারণ মানুষ অসীম সাহসে জাতীয় পতাকা তুলে ধরলেন। মনে রাখতে হবে সেই সময়ে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন বা হাতে নেওয়া ছিল গুরুতর অপরাধ। প্রথম স্বাধীনতা দিবসে পাঠ করার জন্য গান্ধীজি নিজে হাতে একটি শপথ বাক্য লিখে দিলেন। দেশের সর্বত্র সেই শপথ বাক্য পাঠ করা হল। শপথ বাক্যে বলা হল–

''আমরা বিশ্বাস করি বিশ্বের যে কোনো জাতির মতো ভারতের জনগণেরও স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার আছে এবং তাদের শ্রমের দ্বারা অর্জিত সম্পদের সুফল ভোগ করার অধিকারও আছে।

আমরা আরও বিশ্বাস করি যদি কোনো সরকার আমাদের জনগণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য বাধা দেয় এবং অত্যাচার করে তাহলে সেই সরকারকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকার জনগণের আছে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের জনগণকে তাদের অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিত করেনি, শোষণ করেছে নির্যাতন করেছে এবং আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ভারতকে শেষ করে দিয়েছে।

১৯৩০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবসের ঘোষণা সারা ভারতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করল। অহিংস এবং বিপ্লবী, সংগ্রামী আন্দোলনগুলি অন্য মাত্রা পেল। বিশেষ করে শ্রমিক, কৃষক ও বিপ্লবী আন্দোলন উৎসাহিত হল। ওই বছরেই ৫৬টি বিপ্লবী ঘটনা ঘটেছিল। যার মধ্যে আছে ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ২১ এপ্রিল পেশোয়ারে বাদশা খাঁ-কে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এবং পুলিশের গুলিতে ২৫০ জনের মৃত্যু, ৮ ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিনয়-বাদল-দীনেশ-এর অলিন্দ যুদ্ধ এবং গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গ অভিযান। গান্ধীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শোলাপুরে ৫০ হাজার শ্রমিক আইন অমান্য করে মিছিল করে। এই উত্তাল আন্দোলনে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩০ সালের ৭ অক্টোবর বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে।

১৯৩০, ছাব্বিশে জানুয়ারি প্রথম স্বাধীনতা দিবসের প্রায় দু'দশক পরে ১৯৫০ সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি আবার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করল প্রজাতন্ত্র দিবসের মর্যাদা পেয়ে। দীর্ঘ বছর ধরে অহিংস ও বিপ্লবী আন্দোলন এবং হাজার হাজার মানুষের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে স্বাধীনতা প্রদান করল। কিন্তু, এ স্বাধীনতা সেই 'পূর্ণ স্বরাজ' নয়, ভারত পেল ডোমিনিয়ন স্টেটাস। অর্থাৎ সামান্য হলেও ভারতের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকল। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান মানে গভর্নর জেনারেল ব্রিটিশ কর্তৃক নিযুক্ত হলেন। এখানে ভারতের জনগণের বা গণপরিষদের কোনও অধিকার থাকল না। এমনকী, ভারত চেয়েছিল ১৯৪৭ সালের ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা প্রদান করা হোক। ইংরেজ সরকার তা মানল না। তারা বেছে নিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয় দিবস ১৫ আগস্টকে।

অবশেষে, ১৯৪৭, ১৫ আগস্টের পর ভারতের সংবিধান প্রণয়নের কাজ শেষ হল ১৯৪৯ সালে। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের গণপরিষদ বর্তমান সংবিধান গ্রহণ করল এবং সিদ্ধান্ত হল, এর ঠিক দু'মাস পরে অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে সংবিধান কার্যকরী হবে। ইতিমধ্যে গণপরিষদ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপ্রধান) রূপে নির্বাচন করল। ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র দিবসে রূপান্তরিত হল। সমস্ত প্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হল ভারত। নেতাজি সুভাষের পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন সফল হল।

রাজনীতিক-জামাত লেনদেন গত দুবছরে প্রায় ৭৫ কোটির

প্রথম পাতার পর

রাজনীতির কারবারিদের মধ্যে মোট ১৮ দফায় প্রায় ৭৫ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। সেই সময় তো রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারই ছিল। ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ ভ্রমণকে অবশ্য স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। একইসঙ্গে সিদ্ধার্থনাথের প্রশ্ন, বাংলাদেশ ভ্রমণের আগে কি জামাত-ইস্যুতে ওই তৃণমূল এমপি'র ভূমিকায় ব্যাখ্যা করবেন মমতা?

এদিন অবশ্য শুধু তৃণমূল-জামাত যোগ ইস্যুই নয়, চিটফান্ড নিয়েও নতুন করে রাজ্যের সরকার পক্ষকে এক হাত নিয়েছেন সিদ্ধার্থনাথ। এক্ষেত্রে তিনি সরাসরি টেনে এনেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়কে। বিজেপি নেতা বলেন, গত লোকসভা ভোটের সময় নির্বাচন কমিশনে তৃণমূলের তরফে যে হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, একটি বেসরকারি সংস্থা নির্বাচনী খরচ হিসাবে তাদের মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছে। কিন্তু ওই সংস্থার ব্যালান্স শিটে বিস্তর গরমিল আমাদের নজরে এসেছে। কী সেই গরমিল? সিদ্ধার্থনাথ বলেন, ২০১১ সালে ওই কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভার ছিল ১৯ হাজার টাকা। ২০১২-১৩ সালে ১৬ হাজার টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৩ হাজার টাকা। অথচ আইন অনুসারে কোনও সংস্থা মোট বার্ষিক টার্নওভারে পাঁচ শতাংশ কর্পোরেট সার্ভিস খাতে খরচ করতে পারে। যে কোম্পানির বার্ষিক টার্নওভারই এত কম, তারা কীভাবে প্রায় দেড় কোটি টাকা অর্থসাহায্য করতে পারে?

এখানেই চিটফান্ড প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন সিদ্ধার্থনাথ। তাঁর ব্যাখ্যা, হয় ওই কোম্পানি টাকাই দেয়নি, অথবা কোনও চিটফান্ড সংস্থার মাধ্যমে তা দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতি সংস্থার ডিরেক্টর একই সঙ্গে আরও ৬১টি কোম্পানির কর্ণধার। এটা কীভাবে সম্ভব? ওই হলফনামায় যেহেতু মুকুল রায়ের সই আছে, তাই জবাবদিহি তাঁকেই করতে হবে। আমরা জাতীয় নির্বাচন কমিশনকেও অভিযোগ জানাব। অন্যদিকে, গ্লোবাল বেঙ্গল বিজনেস সামিটকে 'সেটার এইড সামিট' বলেও কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সিদ্ধার্থনাথের কটাক্ষ, যে ৯৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, তার মধ্যে ৭৮ হাজার ৭০০ কোটি টাকাই কেন্দ্রের।

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________________
Spouse's Name: ______________________
Address: ____________________________
City: ____________ State: ____ ZIP ______
Phone #: __________ E-mail: ___________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________________ Date: ________

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: [ ]
RENEWAL: [ ]

RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana
Our New partner Gulf Airlines
Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa

Come see our new office
12375 Bissonnet St Suite # B
Houston, TX 77099-1273
Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000
Fax: 281-530-3798
Email: camdentravel@aol.com

Alliance invited for Bengali Brahmin Boy, 25 Yrs/5'8". Masters in Elec. & Compt. Eng. from elite US Univ. Working in MNC in USA.
Only son of parents working and living in US.
Girl studying / working in USA.
Contact: **roypa404@gmail.com**

FLAT FOR SALE IN BHOWANIPUR, KOLKATA

1000 sq. ft. FURNISHED FLAT ON 1ST FLOOR

GROUND FLOOR GARAGE, 3 BED ROOMS, ONE ATTACHED BATH (SHOWER DOOR) WITH BEDROOM, 2ND BATH ATTACHED WITH LIVING ROOM.
MODULAR KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, MARBLE FLOORS, GLASS SLIDING DOOR, LR AND DINING HALL ARE ATTACHED,
3 AIR CONDITIONERS, ONE IN BED ROOM, TWO IN LIVING ROOM.

ALL FOR ONLY 60 LAKHS

PLEASE CONTACT –
UTTAM BARMAN PHONE NO – 98367-36458.(INDIA)
MANJU CHATTERJEE – 815-353-0087 (USA) ; EMAIL: mchatt@gmail.com

NABC 2015 announces the strongest lineup of artists in recent times. It is hot – Texas hot!

From a fabulous inaugural ceremony directed by the top Bengali director to fantastic medley of eminent and emerging artists to classical maestros, you are in for a tasty treat. Be there to enjoy a memorable experience in the elegance of a top hotel and convention center, amongst the warmth of Texan hospitality.

ARTISTS/ HOST

Shreya Ghosal (Bollywood)

Inaugural Music :Debojyoti Mishra – Director Tanushree Shankar & Troup – Choreograph

Classical/Puratani: Ustad Amjad Ali Khan and sons (Aaman and Ayaan),Ashwini Bhide Deshpande Debojyoti Bose (Sarod),Ronu Mazumdar(Flute),Tanmoy Bose(Tabla),Supriyo Dutta (Classical Vocal) Nibedita Basu(Puratani Gan)

Rabindra Sangeet/Nazrul Geeti: Aditi Mohsin(Rabindra Sangeet) , Sounak Chattopadhyay (Rabindra Sangeet), Saheb Chatterjee (Rabindra Sangeet)

Modern/ Folk/ Fusion: **Modern:** Kinjal Chattopdhyay, Keka Ghoshal, Parnava Banerjee, Saikat Maitra

Folk: Iman Chakraborty, Shwapnil Shojib

Dance : Luna Poddar(Kathak) , Devlina Kumar (Fusion)

Drama/Recitation/MC : Debesh, Debshankar and Drama Group , Biplab Ganguly (MC) Rini Biswas(MC)

NABC 2015 HOUSTON
JULY 10TH - 12TH, 2015
AN EVENT YOU JUST CANNOT MISS
Classical Nights
Amjad Ali Khan & Sons
Saturday, July 11th, 2015
Super Shreya
Live in Concert
Sunday, July 12th, 2015
celebrate your heritage.
EMBRACE THE CHANGE
ASWINI
TANUSHREE
PARNAVA
ADITI
TANMOY
IMAN
DEBOJYOTI
MANAMOY
RONU
KINJAL
KEKA
FANTASTIC EVENT AT FABULOUS VENUE
NABC 2015: Houston, TX: July 10-12, 2015: www.nabc2015.org: info@nabc2015.org

‘ট্রেন লেট’, মামলায় হেরে যাত্রীকে ক্ষতিপূরণ দিল রেল

ট্রেন পনেরো ঘন্টা ‘লেট’। কেন?

রেল কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রেলের তরফে যে উত্তর পেয়েছিলেন, তা নিতান্তই ‘মিথ্যাচার’ বলে দাবি করে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে রেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিলেন রাজ্যের পরিবেশ দফতরের প্রাক্তন মুখ্য-আইন অফিসার বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়।

সম্প্রতি আদালত তার রায়ে রেলকে ভর্ৎসনা করে জানিয়েছে, ট্রেনের ভাড়া এবং মামলার যাবতীয় খরচ ফিরিয়ে দিতে হবে বিশ্বজিৎবাবুকে। নির্দেশ মেনে নগদে সে ক্ষতিপূরণ মিটিয়েও দিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

ভারতীয় রেলের ভাল-মন্দের সঙ্গে দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক ধরে জড়িয়ে রয়েছে ‘ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কমিউনিটি’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

তাদের পক্ষে সুধীর আগরকর বলেছেন, ‘‘পৃথিবীর বৃহত্তম রেল ব্যবস্থা ভারতে, এটা যেমন সত্যি তেমনই সীমাহীন অব্যবস্থার প্রশ্নেও ভারতীয় রেলের জুড়ি নেই। এই রায় তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বজিৎবাবু জানান, ২০১৩ সালের ১৩ অক্টোবর হরিদ্বার থেকে ডাউন ১৩০১০ দুন এক্সপ্রেসে এসি টু-টিয়ার কামরায় কলকাতা ফিরছিলেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতা, ‘‘মোগলসরাই ছাড়িয়ে রাতের অন্ধকারে থমকে যায় ট্রেন।’’

কামরায় থাকা টিকিট পরীক্ষককে বারবার জিজ্ঞাসা করেও কারণ জানা যায়নি। বিশ্বজিৎবাবুর দাবি, ‘‘উল্টে যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে ওই টিকিট পরীক্ষক একটু পরেই উধাও হয়ে যান।’’

রাত বাড়তেই শুরু হয় নানা সমস্যা। ফুরিয়ে যায় ট্রেনের জল। থমকে যায় বাতানুকূল ব্যবস্থাও। তাঁর দাবি, এই অবস্থার প্রায় তেরো ঘন্টা কামরার মধ্যেই ছিলেন যাত্রীরা। পরের দিন বেলা ৯ টা নাগাদ ট্রেন ছাড়ে, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় পনেরো ঘন্টা পরে হাওড়ায় পৌঁছয়।

ক্ষুব্ধ বিশ্বজিৎবাবু রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠি লিখে তাঁদের দুর্ভোগের কথা জানান। পাল্টা উত্তর-ও আসে। তবে, সে চিঠিতে পূর্ব-মধ্য রেলের ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার জানান, ওই রাতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য মোগলসরাইয়ের কাছে লাইনের উপরে গাছ পড়ে যাওয়ায় ট্রেন চলাচলে থমকে গিয়েছিল। রেলের উত্তর পেয়ে বিস্মিত বিশ্বজিৎবাবু প্রশ্ন তোলেন – সেই রাতে দুর্যোগ কোথায়?

আবহাওয়া দফতরের স্থানীয় পূর্বাভাস এবং পরের দিনের স্থানীয় খবরের কাগজের ‘কাটিং’ পাঠিয়ে পাল্টা চিঠিতে রেল কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি জানতে চান – ‘এই মিথ্যাচার কেন?’ তার উত্তর অবশ্য মেলেনি।

এরপরেই রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে রেলের এই ‘মিথ্যাচারের’ বিরুদ্ধে মামলা করেন বিশ্বজিৎবাবু। ডিসেম্বরের গোড়ায়, রেল কর্তাদের তলব করে আদালত।

গত ৬ ডিসেম্বর, দু’পক্ষের মতামত শুনে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের তিন বিচারক বি ডি নন্দা, শর্মী বসু এবং অমর মুখোপাধ্যায় রায়ে বলেন – ‘রেল কর্তৃপক্ষ যে সত্যি কথা বলছেন না, তা প্রমাণিত।’ তাঁদের নির্দেশ, মোগলসরাই থেকে হাওড়া এসি টু-টিয়ার কামরার ভাড়া এবং মামলার যাবতীয় খরচ বিশ্বজিৎবাবুকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে হবে। আদালতের রায় মেনে ২৯ ডিসেম্বর নগদে টাকা মিটিয়ে দেয় রেল। কেন ওই ‘মিথ্যাচার’ করা হয়েছিল?

এ ব্যাপারে ডিআরএম (পূর্ব-মধ্য)-র কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে জানিয়ে রেল বোর্ডের এক কর্তা বলেন, বিষয়টি ‘‘তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্ত টিকিট পরীক্ষককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’’

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

মনোনয়নপত্র ঘিরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন কলেজে গন্ডগোল, অভিযুক্ত তৃণমূল

ছাত্র সংসদের ভোট

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র তোলা এবং জমা দেওয়া নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কলেজে বিক্ষিপ্ত ঝামেলা হল শহর জুড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে এসে ডিএসও এবং এসএফআইয়ের ছাত্ররা মারধরের অভিযোগ করলেন টিএমসিপির বিরুদ্ধে। আবার আশুতোষ কলেজেও টিএমসিপির হাতে ব্যাপক মার খেলেন এসএফআই এবং ডিএসও-র প্রার্থীরা। অভিযোগ, তাঁদের মারধর করে মনোনয়নপত্রই তুলতে দেয়নি শাসকদলের ছাত্র সংগঠন। কলেজ স্ট্রিটে ডিএসও এবং এসএফআই দফায় দফায় অবরোধ করে তাদের সমর্থকদের মারধর করার প্রতিবাদে। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডিএসওর তরফে মিছিল বের করে জোড়াসাঁকো থানায় গিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। আর এস এফআইয়ের তরফে রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তবে প্রথম দিনের হিসাবেই স্পষ্ট, এবারও প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ দখল করছে টিএমসিপি।

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএমসিপির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। নির্বাচনের আগে শীর্ষ নেতৃত্ব তাই এবিভিপি ভূত দেখছিল। কিন্তু কোনও বিরোধিতা যাতে দানা বাঁধতে না পারে, তাই একেবারে ঠিক সময়েই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে পিছনে ফেলতে পেরেছে টিএমসিপি। সবপক্ষই জোট বেঁধে বিরোধীদের পিটিয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় তৃণমূল নেতা চিনু হাজরা, টিএমসিপির অন্যতম রাজ্য সম্পাদক সুজিত সাম দলবলে দাপিয়ে বেরিয়েছেন কলেজ স্ট্রিট চত্বর জুড়ে। মাঝে মধ্যে পাক খেয়ে গিয়েছে তৃণমূলী ঝান্ডা লাগানো মোটরবাইক। এদিন সকালের দিকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বেরনোর সময় ক্যাম্পাসের ভিতরে আক্রান্ত হন ডিএসওর কিছু সমর্থক। অভিযোগ টিএমসিপির ছেলেরা তাঁদের ব্যাপক মারধর করেছে। এর মধ্যেও ছ’টি মনোনয়নপত্র তাঁরা জমা দিতে পেরেছেন। তবে, ডিএসওর দাবি, দীপ্তাংশু ভৌমিক এবং গৌর পাইক নামে দু’জন সমর্থক গুরুতর জখম হয়েছেন। মার খেয়ে এসে দীপ্তাংশু প্রধান গেটের সামনে রাস্তায় শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানান। কিছুক্ষণের জন্য যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। বিকালের দিকে ডিএসওর নেতা-নেত্রীরা রাস্তা বন্ধ করে টিএমসিপি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে।

প্রায় ১৫ মিনিট বন্ধ থাকে যানচলাচল। গৌর পাইককে ভ্যানে চাপিয়ে জোড়াসাঁকো থানা পর্যন্ত মিছিল করে ডিএসও নেতৃত্ব। এসএফআইয়ের প্রার্থী লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্সের ছাত্র দিব্যজ্যোতি মিশ্র বেরিয়ে অভিযোগ করেন, তাঁকে এবং তাঁর এক সঙ্গীর জামাকাপড় ছিঁড়ে দিয়েছে টিএমসিপি। প্রথম দিকে তাঁরা বাঁচার জন্য টয়লেটে লুকিয়ে ছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের বের করে মনোনয়নপত্রগুলি ছিঁড়ে দেন টিএমসিপির ছেলেরা। দিব্যজ্যোতির অভিযোগ, মোট ১৮০ টি মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে দিয়েছে টিএমসিপি।

এর প্রতিবাদে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টা নাগাদ কলেজ স্ট্রিটে কিছুক্ষণের জন্য অবরোধ করে এসএফআই। মাঝখান থেকে বেশ নির্বিঘ্নেই কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসে পাঁচটি মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবিভিপি। সবকটি ক্যাম্পাসে মোট ৩২টি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া গিয়েছে বলে জানান এবিভিপির অফিস সেক্রেটারি প্রণব দেবনাথ। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজেও বিরোধীদের প্রায় ঢুকতেই দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তবে বিহারীলাল দত্ত ক্যাম্পাসে বিরোধীরা একটি মঞ্চ তৈরি করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ায় কিছুটা সফল হয়েছেন। বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজেও কিছুটা ব্যাকফুটে রয়েছে টিএমসিপি।

তবে এদিন প্রায় সাড়ে আটশোর কাছাকাছি আসনের জন্য সাতশোরও বেশি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। তার মধ্যে বিরোধীদের মনোনয়নপত্র সব মিলিয়ে বড়জোর একশোর কাছাকাছি। সূত্রের খবর, গত বছর ১১টি মনোনয়নপত্র জমা পড়লেও ছাত্র পরিষদের অবস্থা এবারে আরও খারাপ।

মাত্র দুটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। যদিও এই অভিযোগ মানতে রাজি নন ছাত্র পরিষদের ভারপ্রাপ্ত রাজ্য সভাপতি আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এবিভিপিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। কিন্তু আমরা ওঁদের মতো চেঁচামেচি করতে পারব না। আসলে আমাদের টক্করটা অনেক জায়গাতেই টিএমসিপির সঙ্গে সমানে-সমানে।

আমরা গতবারের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় রয়েছি এবারে। আমাদের কোথাও কেউ আক্রান্ত হয়নি।

এদিকে, টিএমসিপির হাতে নিগৃহীত হয়ে এদিন দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে আর মনোনয়ন তুলতে যায়নি এবিভিপি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৯৪টি আসনেই জিতে গিয়েছে টিএমসিপি।

এদিন ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজেও বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সমর্থকদের আক্রমণ করার অভিযোগ উঠেছে টিএমসিপির বিরুদ্ধে। তবে সব অভিযোগ উড়িয়ে রাজ্য সম্পাদক সুজিত সাম।

সৌজন্যে – বর্তমান

দেশ জুড়ে বামেদের ওবামা বিরোধী মিছিল, শহরের সভায় মোদীকে হুঁশিয়ারি নেতৃত্বের

দেশের ৬৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদি সরকার দিল্লীর বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মোদীর আবাহনে সাড়া দিয়ে ওবামা পৌঁছে যাচ্ছেন রাজধানীতে। কিন্তু তার আগেই দেশের বামপন্থী দলগুলি রাস্তায় নেমে ওবামার এই আগমনের তীব্র বিরোধীতা করল। দিল্লীসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বামপন্থী দলগুলি নিজেদের মতপার্থক্যে দূরে সরিয়ে জোটবদ্ধভাবে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়। ভিড় এবং সাজসজ্জায় কলকাতায় তাদের কর্মসূচি ছিল বেশ নজরকাড়ার মতো। এদিন বিকালে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে ১৩টি বাম দলের বেশ কয়েক হাজার সমর্থক আমেরিকা ও ওবামা বিরোধী পতাকা, ফেস্টুন ছাড়াও সুসজ্জিত ট্যাবলো নিয়ে মিছিল শুরু করে। মিছিল চৌরঙ্গির মার্কিন তথ্যকেন্দ্রের কিছু আগে পুলিশ আটকে দিলে সেখানেই সভা হয়। ওবামাকে আমন্ত্রণ জানানোয় এদিনের সভা থেকে বাম নেতৃত্ব কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে হুঁশিয়ারি করে। মিছিল ও সমাবেশের জন্য ধর্মতলা ও চৌরঙ্গি চত্বর জুড়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশ যানজট তৈরি হয়।

এদিনের সমাবেশে সিপিএমের বিমান বসু ও সূর্যকান্ত মিশ্র, সিপিআইয়ের মঞ্জুকুমার মজুমদার, আরএসপি’র মনোজ ভট্টাচার্য, সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর পার্থ ঘোষ এবং এসইউসি’র মনোজ ভট্টাচার্য, সিপিআইএমএল (লিবারেশন)-এর পার্থ ঘোষ এবং এসইউসি’র ডাঃ তরুণ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। তাঁদের সকলেই বক্তব্যের মোদ্দা সুর ছিল, ভারতকে নতুন করে পরাধীন করার অ্যাজেন্ডা নিয়ে মোদি সরকার এগোচ্ছে। সে কারণে দেশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বিকিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। দেশকে আমেরিকার অন্যতম সামরিক ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনায় মদত দিচ্ছেন মোদি। একই সঙ্গে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করারও ক্ষমতা ওবামার দেশকে সঁপে দিতে চান প্রধানমন্ত্রী। এই লক্ষ্যপূরণে স্বাধীন ভারতে প্রথমবার সাধারণতন্ত্র দিবসে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিশেষ অতিথির মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব’র পাশাপাশি সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থে বামপন্থীরা কখনওই এই জিনিস বরদাস্ত করবে না। মার্কিন প্রশাসনকে এই বার্তা দিতেই বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পথে নেমেছে। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফার ব্যবস্থা করে দেওয়ার ব্যাপারে একই পথের পথিক বলে ওবামার বিরুদ্ধে রা কাড়বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল বা রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব।

এদিন সিপিএমের গুরুত্বপূর্ণ পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি অন্য এক জায়গায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, মোদী ভারতকে আমেরিকার জুনিয়র পার্টনার বানাতে চাইছেন। আমরা এই বিষয়ে সংসদের আসন্ন বাজেট অধিবেশনে প্রশ্ন তুলব। উল্লেখ্য, ওবামার এই সফরের বিরোধিতা করে শুধু রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানোই নয়, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সম্মানে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের নৈশভোজও বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামপন্থী এমপি ও নেতারা।

আয়ের চেয়ে চাঁদা বেশি তৃণমূলকে, দাবি তদন্তের

আপনি পায় না খেতে, শঙ্করাকে ডাকে। তৃণমূলের নির্বাচনী তহবিল ঘিরে নতুন অভিযোগ বাংলা ভাষার এই প্রবচনকেই যেন সত্যি করে তুলছে।

গত বছর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের তহবিল এবং খরচ সংক্রান্ত যে নথি নির্বাচন কমিশনে পেশ করা হয়েছে, তাতে সই করেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়। সেই নথিতে বলা হয়েছে, ত্রিনেত্র কনসালটেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা লোকসভা ভোটে তৃণমূলকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। অথচ ওই সংস্থার তিন বছরের আয় সাকুল্যে ৬৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ মুকুলবাবুর পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, যে সংস্থার নিজেরই অন্ন জোটে না, সে-ও খয়রাতি করেছে তৃণমূলকে! এই প্রেক্ষিতেই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। সারদা কাণ্ডে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে আগেই। গত বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুপন কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনেছিলেন সিপিএম নেতা গৌতম দেব। তার জেরে গৌতমবাবুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করলেও আদালতে আর হাজিরা দেননি মুকুল। এ বার দলের নির্বাচনী তহবিলে 'ত্রিনেত্র' গরমিলের অভিযোগে আরও অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব।

তহবিলের এই গরমিল নিয়ে তদন্ত দাবি করেছেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক তথা এ রাজ্যে দলের পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিংহ। তিনিই জানিয়েছেন, ত্রিনেত্র-র ব্যালান্স শিট এবং অডিটর্স রিপোর্টে তৃণমূলের নির্বাচনী তহবিলে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়ার উল্লেখ নেই। তা ছাড়া, ওই সংস্থা ২০১১ সালে ১৯ হাজার টাকা, ২০১২-১৩ সালে ১৬ হাজার টাকা এবং ২০১৩-১৪ সালে ৩৩ হাজার টাকা আয় করেছিল। অর্থাৎ, ওই তিন বছরে ওই সংস্থার মোট আয় হয়েছিল ৬৮ হাজার টাকা। সেই হিসাবেই তৃণমূলের তহবিলে তাদের ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিতে পারার কথাই নয়।

তা ছাড়া, অন্তত তিন বছরের পুরনো সংস্থা না হলে রাজনৈতিক দলকে অনুদান দেওয়া যায় না। বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, তৃণমূলকে টাকা দেওয়ার সময় ওই সংস্থার তিন বছর বয়স হয়নি। সুতরাং, ওই আইন মোতাবেকও ওই সংস্থার পক্ষে তৃণমূলকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়াও সম্ভবই নয়। এই প্রেক্ষিতেই সিদ্ধার্থনাথ বলেন, ''আমি ওই সংস্থার ব্যালান্স শিট এবং অডিটর্স রিপোর্ট পড়েছি। সে জন্যই বলছি, হয় তৃণমূলকে কেউ ওই টাকা দেয়নি, আর দিয়ে থাকলে কোনও চিটফান্ড তা দিয়েছে!'' এ বিষয়ে মুকুলবাবুর ব্যাখ্যা চেয়েছেন সিদ্ধার্থনাথ।

মুকুলবাবুর সঙ্গে অবশ্য যোগাযোগ করা যায়নি। তবে বিজেপি নেতার অভিযোগকে 'গাঁজাখুরি' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের তরফে। যদিও সত্যিটা কী, তা কোনও ব্যাখ্যাও তাঁরা দেননি। দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাল্টা প্রশ্ন, ''এই বিষয়টা তো দেখার কথা নির্বাচন কমিশনের! উনি এ সব বলছেন কী করে?'' পার্থবাবুর আরও অভিযোগ, একদিকে ধর্মীয় তাস ব্যবহার এবং তার সঙ্গে নানা অভিযোগ তুলে ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাই এখন বিজেপি-র একমাত্র কাজ।

মহাসমারোহে পালিত হল স্বরস্বতী পূজা

শিল্প-সারদাকাণ্ড নিয়ে মমতাকে জোড়া আক্রমণ অরুণ জেটলির

হাওড়ার শরৎ সদনে অরুণ জেটলির থেকে বিজেপির পতাকা গ্রহণ করছেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়

সল্টলেকে রাজ্য সরকার আয়োজিত বিশ্ব বঙ্গ শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে শিল্পায়ন ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে এক হাত নিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। হাওড়ায় সারদা নিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি। সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জোড়া আক্রমণে অনেকটাই বেসামাল শাসক দল।

হাওড়ার শরৎ সদনে বিজেপি'র রাজ্য ট্রেড সেল আয়োজিত একটি সম্মেলনে অংশ নিয়ে সারদা কেলেঙ্কারি ইস্যুতে রাজ্যের কড়া সমালোচনা করেন জেটলি। তাঁর অভিযোগ, সারদা কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গিয়েই সংসদে যে কোনও ইস্যুতে কেন্দ্রকে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। এক্ষেত্রে তারা শরিক হিসাবে পেয়েছে বামফ্রন্টকে। এদিন জেলা বিজেপি'র সাধারণ সম্পাদক রবীন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে শ'দুয়েক বাইকের কনভয় দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজার কাছ থেকে ফোরশোর রোড হয়ে জেটলির সম্মেলন স্থলে নিয়ে আসে। শরৎ সদনে দলের নেতা কর্মী সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়ে সংসদে বিল পেশের সময় তৃণমূলী বিরোধীতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। রাজ্যের শাসক দলের এই আচরণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল আসলে কোনও নীতির জন্য সংসদে ও রাজ্যসভায় বামপন্থীদের সঙ্গে জোট বেঁধে এই বাধার সৃষ্টি করছে না। এরা আসলে দুর্নীতি করতে গিয়ে চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গিয়েছে। তাই এখন তারা দিশাহীনভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উত্থাপন করা যে কোনও ইস্যুতে বাধার সৃষ্টি করছে। জেটলির কটাক্ষ, আমাদের দলের কেউ এভাবে দুর্নীতিতে ফেঁসে গেলে তাঁকে আগে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে ফেরত আসতে বলতাম। বিজেপি'র এই সর্বভারতীয় শীর্ষ নেতার অভিযোগ, তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্তদের প্রশ্রয় এবং সমর্থন দিচ্ছে। দলে দুর্নীতিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বাঁচাতে গিয়ে কেন্দ্রের বিরোধিতায় সরব হয়েছে তৃণমূল। এদিনের সভায় জেটলির পাশাপাশি বিজেপি'র কেন্দ্রীয় সম্পাদক সিদ্ধার্থনাথ সিং, রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা, বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্যও মমতার সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, জিএসটি চালু হলে সবথেকে বেশি লাভবান হবে পশ্চিমবঙ্গই। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে উৎপাদক রাজ্যের চেয়ে উপভোক্তা রাজ্যের লাভ অনেক বেশি। মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি, এতে যদি আগের তুলনায় আপনার রাজ্যের আয় এক টাকাও কমে যায়, তাহলে সেই টাকা কেন্দ্র দেবে। জমি না দিলে শিল্প হবে না, নগর হবে না, আবাসন হবে না— কিছুই হবে না। তাহলে কি মানুষ জঙ্গলে বাস করবে? আমরা তো বলেছিই, বাজারদরের তুলনায় চারগুণ বেশি ক্ষতিপূরণ কৃষকদের দেওয়া হবে। তাতেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের মতো বামপন্থীরাও কখনও রাজ্য তথা দেশের উন্নতি চায়নি বলে জেটলি অভিযোগ করেন। উল্লেখ্য, এদিন শরৎ সদনে জেটলির উপস্থিতিতে বিজেপি'তে যোগ দিয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন ফুটবলার কল্যাণ চৌবে।

আক্রমণের ভাষা হাওড়ায় যতটা কঠোর ছিল, শিল্প সম্মেলনে অবশ্য ততটা কড়া হননি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তবে মিষ্টি কথায় যেভাবে রাজ্যকে বিঁধেছেন, তাতে কয়েকশো শিল্পপতির সামনে যথেষ্ট বেকায়দায় পড়তে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীসহ সরকারের মাথাদের। এদিনের বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের শুরুতে রাজ্যের অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র অভ্যাস মতোই বোঝাতে শুরু করেন, কেন্দ্রের তুলনায় তাঁর রাজ্য কতটা এগিয়ে। মোট উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃষি শিল্পক্ষেত্র—সবেতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে যে পিছনে ফেলেছে রাজ্য পরিসংখ্যান দিয়ে তা বোঝান তিনি। কিন্তু সেই প্রচারের ফানুসে চুপসে দেন খোদ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বলেন, এ রাজ্যে উৎপাদন শিল্পের অবস্থা খারাপ। সরকারের উচিত, বিনিয়োগ আরও নজর দেওয়া।

জেটলির মতে, যাতে উৎপাদন বাড়ে, তার দিকে নজর দিতে হবে। বাড়াতে হবে পরিকাঠামো। কারণ কর্মসংস্থান বাড়াতে গেলে উৎপাদন শিল্প ছাড়া তা সম্ভব নয়। বাংলায় বিনিয়োগ টানার কথা বললেই যে শিল্প আসবে না, তা স্পষ্ট করেন তিনি। বলেন, গোটা পৃথিবীর একটা দেশ ভারত, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। এখন প্রতিযোগিতার বাজারে বিনিয়োগ টানতে সবাই নানা 'অফার' দিচ্ছে। রাজ্যকে বোঝাতে হবে, তারাই সেরা। তাছাড়া যদি শিল্পপতিদের লাভের টাকা পাঠিয়ে না দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা আসবেন কেন। বিনিয়োগ নিয়ে প্রচারের পাশাপাশি সেদিকেও যে রাজ্যকে নজর দিতে হবে, তাও বুঝিয়ে দেন তিনি। বলেন, শিল্প টানার জন্য সরকারি নিয়ম শিথিল করতে হবে। এদিনের শিল্পসভায় অরুণ জেটলি বারবার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সব রকম সাহায্য করবে রাজ্য সরকারকে। কিন্তু ভুয়ো প্রচার থেকে সরে এসে কাজের কাজটি যে আসলে রাজ্যকেই করতে হবে, তা এদিন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, শিল্প সম্মেলন নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রের কটাক্ষ ঢক্কানিনাদ গত সাড়ে তিন বছরে অনেক হয়েছে।

কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

সৌজন্যে —বর্তমান

সিবিআই'র রেডারে শাসক দলের বড় মাথা, বিড়ম্বনায় তৃণমূল

চলতি মাসেই তৃণমূলের বিড়ম্বনা আরও বাড়তে পারে। সেই সম্ভাবনাই প্রবল। সারদাকাণ্ডে দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাকে জালে পুরতে চলেছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। তাঁরা শাসক দলে বড় মাথা বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে দিল্লী থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও চলে এসেছে। তার ভিত্তিতেই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করার পথে এগোচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তৃণমূলের এক সর্বভারতীয় নেতাসহ মোট চার জন সিবিআইয়ের রেডারে থাকলেও, প্রথম দফায় দুই মাথার উপর ফাঁস শক্ত করাতে তৎপর তারা। কয়েকদিনের মধ্যেই এঁদের সিবিআই দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। এই বিষয়ে সিবিআইয়ের এক তদন্তকারী অফিসারের বক্তব্য, অল্পদিনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যাবে সব কিছু। মদন মিত্র তদন্তকারী সংস্থার নোটিশ পাওয়ার পর যেভাবে আসতে টালবাহানা করেছেন, তারপর রীতিমতো সতর্ক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। নতুন করে যাঁদের ডাক হচ্ছে, তাঁরা যাতে সিবিআইকে কোনওভাবে ঘোরানোর সুযোগ না পান, সেজন্য সমস্ত দিক থেকে তৈরি হয়েই এবার মাঠে নেমেছেন আধিকারিকরা।

প্রথমে দিল্লী থেকে কলকাতার তদন্তকারী অফিসারদের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়, চলতি মাসে সারদা তদন্তে এখনও পর্যন্ত যা যা উঠে এসেছে, তা বিশ্লেষণ করার কাজ চলবে। জোর দেওয়া হবে লেনদেনের হিসাব খুঁজে বের করার কাজে। কিন্তু কয়েকদিন আগেই সিদ্ধান্তে বদল হয়। দিল্লী থেকে নির্দেশ পাঠানো হয় প্রভাবশালী নেতাদের ডাকার বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে। তাঁদের বিরুদ্ধে সারদায় জড়িত থাকার যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে ফাইল তৈরি করারও নির্দেশ আসে। এরপরই এখানকার তদন্তকারী অফিসাররা সেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, দিল্লী থেকে সবুজ সংকেত মেলার পরই নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার রাস্তায় হাঁটা শুরু করে সিবিআই। সারদা তদন্তের গতি যাতে শ্লথ হয়ে না পড়ে, তার জন্যই এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

এদিকে, ফের ডেকে পাঠানো হয় মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক বাপি করিমকে। বেলা ন'টা নাগাদ তিনি হাজির হন সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের দপ্তরে। ঘণ্টা তিনেক তাঁর জেরা করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, আগস্ট মাসে তাঁকে প্রথমবার জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁর বক্তব্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তাঁর দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য ঘেঁটে সেখানে লেনদেনের বিষয়ে কিছু ফাঁকফোকর খুঁজে পান তদন্তকারী অফিসাররা। সিবিআই জেনেছে, সারদাকর্তার মিডল্যান্ড পার্কের অফিসে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর। সেখান থেকে তিনি প্রতিমাসে বড় অঙ্কের নগদ নিয়ে আসতেন বলে অভিযোগ। এছাড়াও সুদীপ্তর কাছ থেকে বেশ কিছু চেকও নিয়েছেন। প্রথমবার তিনি জানান, পরিবহণমন্ত্রীর নির্দেশমতো তিনি এই টাকা নিয়ে আসতেন। এমনকী, বিষ্ণুপুরে একটি মন্দির তৈরির জন্য সুদীপ্ত যে টাকা দান করেছিলেন, তিনি তাও নিয়ে এসেছিলেন মন্ত্রীর নির্দেশমতো। কিন্তু মদনবাবু জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিবিআই'কে জানান যে, তিনি কখনও সারদাকর্তার কাছ থেকে টাকা আনার জন্য বাপি করিমকে পাঠাননি। বাপি কোনও টাকা এনে থাকলে, তা তিনি নিজের দায়িত্বে এনেছেন। এই নিয়ে তিনি কিছু জানেন না। আর সুদীপ্তর সঙ্গে তাঁর প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের যোগাযোগের বিষয়ে তিনি লোকমুখে শুনেছেন বলে দাবি করেন। এই বক্তব্য যাচাই করার জন্য তাঁকে ফের ডেকে পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, মন্ত্রী নিজেকে বাঁচাতে তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাইলেও তা ঠিক নয়। তিনি যা করেছেন সবই মন্ত্রীর নির্দেশে। এরপরই তাঁর দুই অ্যাকাউন্টে লেনদেনের বিষয়ে জেরা করা হয়। সিবিআই জেনেছে, বিভিন্ন সময়ে সুদীপ্ত বাপি করিমকে চেকেও টাকা দিয়েছেন। যা মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের যে স্কুল রয়েছে, সেই অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে বলে দাবি অফিসারদের। পরে তা তুলে নেওয়া হয়েছে। এই টাকার পুরোটাই গিয়েছে মন্ত্রীর কাছে।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সারদাকর্তার কাছ থেকে নেওয়া টাকা ওই অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের। তাঁর ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের ছ'বছরের নথি ঘেঁটে বড় অঙ্কের লেনদেনের হিসাব তাঁদের হাতে এসেছে বলে দাবি তদন্তকারী অফিসারদের। যাকে রীতিমতো সন্দেহজনক বলেই মনে করছেন তাঁরা।

ওই অ্যাকাউন্ট বাদে অন্য আর একটি অ্যাকাউন্টের তথ্য ঘেঁটে সেখানেও বেশ কিছু লেনদেনের হিসাব পেয়েছেন তাঁরা। এই সমস্ত বিষয়েই তাঁর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয় এদিন। তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট নন সিবিআই আধিকারিকরা। প্রয়োজনে তাঁকে ফের ডাকা হতে পারে বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

সৌজন্যে – বর্তমান

তারকা শিল্পপতিদের পাশাপাশি অধিকাংশ মন্ত্রীই অমিল শিল্প সম্মেলনে, সামাল দিলেন সচিবরা

বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে টাটা-বিড়লা-জিন্দাল-রিলায়েন্স-ইনফোসিস-উইপ্রো কর্তাদের না আসাটা যেমন অনুষ্ঠানের জৌলুস অনেকটাই ম্যাড়ম্যাড়ে করে দিয়েছে, তেমনই মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিও খামতি বাড়িয়েছে অনেকটাই, এতে সন্দেহ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুকুল রায়কে না দেখতে পেয়েও শিল্পপতিরা একটু আশ্চর্যই হয়েছেন।

নামজাদা শিল্পপতিদের শিল্প সম্মেলনে ধরে আনা যে মোটেই সহজ কাজ নয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার। কিন্তু সেখানে রাজ্যের মন্ত্রীদের ধরে আনা কি খুব কঠিন কাজ ছিল? দু'দিনের শিল্প সম্মেলনে এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়িয়েছে সল্টলেক স্টেডিয়ামে হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে। দু'দিনের সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেও যদিও বা কিছু মন্ত্রীর দেখা পাওয়া গেল, প্রথম দিনে এঁদের অধিকাংশই হাজির ছিলেন না। শিল্প বলতে যে যে 'সেক্টর'কে বারবার প্রচারের আলোয় এনেছে খোদ রাজ্য সরকার, সেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকাংশ মন্ত্রীই গরহাজির ছিলেন সম্মেলনে।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ছিলেন দু'দিনের সম্মেলনের মধ্যমণি। তাঁর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করে গিয়েছেন অর্থ ও শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র। প্রথম দিন, অর্থাৎ বুধবার সম্মেলনের মাঠে দেখা গিয়েছে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। বাকিদের সেভাবে দেখা মেলেনি। দ্বিতীয় দিন জ্যোতিপ্রিয়বাবু এবং ফিরহাদ হাকিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পর্যটনমন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আলাদা আলাদাভাবে বেশ কয়েকটি দপ্তরের আলোচনাসভা ছিল, যেখানে মূল বিষয় ছিল শিল্পের প্রসার। বহু শিল্পপতি সেই অনুষ্ঠানে হাজির থেকে সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। কোথায় কোথায় উন্নতি করলে বা কোন কোন খামতি ঢাকলে শিল্পে আরও এগোতে পারে রাজ্য, তা নিয়ে পরামর্শও দেন শিল্পপতিরা। মুখ্যমন্ত্রী শিল্প বিষয়ক যে সাব-কমিটি গড়েছেন, সেই কমিটিগুলির কো-চেয়ারম্যান হিসাবে এক-একজন শিল্পপতি অনুষ্ঠানের রাশ ধরেন। উপস্থিত ছিলেন সবক'টি দপ্তরের সচিবরাও। শিল্পভিত্তিক আলোচনাতেও দেখা যায়নি বেশিরভাগ দপ্তরের মন্ত্রীকে। এমনকী, মাঠেও এলেন না তাঁদের বেশ কয়েকজন।

ধরা যাক ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের কথা। যে দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলে এসেছেন, শিল্প হিসাবে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চান এই ক্ষেত্রটিকেই। কিন্তু সেই শিল্পের রক্ষাকর্তা যে মন্ত্রী, তিনি সম্মেলনে গরহাজির। কেন এলেন না? স্বপনবাবু বলেন, আমি বিভিন্ন সরকারি কাজে জেলায় আছি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে আছেন অনুষ্ঠানে। তাই আমি না থাকায় কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া আমার দপ্তরের সব কর্তারা ছিলেন। প্রসঙ্গত, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নসহ একাধিক দপ্তর রয়েছে তাঁর হাতে। সেগুলি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এরাজ্যে। পরিষেবা ক্ষেত্রে এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে শিক্ষা। বেসরকারি পুঁজি আসার ক্ষেত্রে এই দপ্তরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সম্মেলনের ত্রিসীমানায় দেখা যায়নি। প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী হিসাবে অস্বস্তি এড়াতেই কি তিনি হাজির হলেন না? মন্ত্রীর দাবি, দলীয় সংগঠনের কাজে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম। তাই যেতে পারিনি। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে হাজির হতে হয়েছিল। তাই সম্মেলনে যাওয়ার ফুরসত পাইনি।

খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি অবশ্য ব্যক্তিগত কারণে আসেননি বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার শ্যালক মারা গিয়েছেন গত ২৩ ডিসেম্বর। শোকে আমার পরিবারের পাগলের মতো অবস্থা।

এমন অবস্থায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোই আমার প্রথম কাজ। আমি দপ্তরের সচিবকে সামলাচ্ছেন। যদি মুখ্যমন্ত্রী আমার উপস্থিতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার পরিস্থিতির কথা ওঁকে বলবেন। আমাদের পরিবারের পাশে এই সময় থাকতেই হবে।

তবে এসব কথা জানার কথা নয় শিল্পপতিদের। তাঁদেরই কয়েকজনের বক্তব্য, যে দপ্তরগুলি নিয়ে সম্মেলনে চর্চা হচ্ছে, আলোচনাসভা বসছে, সেই দপ্তরের মন্ত্রীরা না থাকায়, তা বড় দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। সচিবরাই যদি সব করবেন, তাহলে তো দপ্তরগুলি সচিবদের উপর ছেড়ে দিলেই হয় মন্ত্রীদের আর রাখার দরকার কী? বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে টাটা-বিড়লা-জিন্দাল-রিলায়েন্স-ইনফোসিস-উইপ্রো কর্তাদের না আসাটা যেমন অনুষ্ঠানের জৌলুস অনেকটাই ম্যাড়ম্যাড়ে করে দিয়েছে, তেমনই মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিও খামতি বাড়িয়েছে অনেকটাই, এতে সন্দেহ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুকুল রায়কে না দেখতে পেয়েও শিল্পপতিরা একটু আশ্চর্যই হয়েছেন। প্রশাসনিক পদে না থেকেও যেভাবে তাঁকে মমতার সঙ্গে দেখা গিয়েছে এতদিন, তারপর এই দৃশ্য অনেকেরই বেমানান লেগেছে।

সৌজন্যে – বর্তমান

সুনন্দার মৃত্যুরহস্য সমাধানে তদন্ত শুরু করল 'সিট', পুলিশ জানাল শশীকে জেরা করা হতে পারে শীঘ্রই

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ থারুরের - পরিচারককে নিগ্রহ করে চাপ দেওয়া হয়েছে আমাকে ফাঁসানোর জন্য'

সুনন্দার মৃত্যুরহস্য নিয়ে নানা বিতর্ক মাথা চাড়া দিল। একদিকে সেই অস্বাভাবিক মৃত্যুরহস্য সমাধানে তদন্ত শুরু করেছে বিশেষ তদন্তকারী দল 'সিট'। অন্যদিকে সুনন্দ পুষ্করের স্বামী, ইউপিএ আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী ও কংগ্রেস এমপি শশী থারুর জানিয়েছেন, 'তাঁর পরিচারককে দিল্লী পুলিশ শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে চাপ দিচ্ছে যাতে করে স্বীকার করে খুনের ব্যাপারে আমরাই জড়িত'। শশীর এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলেও শোরগোল পড়েছে। যদিও কংগ্রেসের তরফ থেকে আগাগোড়াই জানানো হচ্ছে, এটি শশীর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে যে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই, তা জোর দিয়ে জানাচ্ছে বিজেপিও। পাশাপাশি দিল্লী পুলিশের পক্ষ থেকে একটি সূত্র জানাচ্ছে, শশী থারুরকে জেরা করা হতে পারে শীঘ্রই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী হরিভাই পার্থিভাই চৌধুরি জানিয়েছেন, দিল্লী পুলিশে স্বাধীনভাবে তদন্ত করছে। তাদের উপর কোনও মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে না। কেন্দ্রর তরফে তাদের কোনও নির্দেশও দেওয়া হয়নি।

আগের দিনই দিল্লী পুলিশ খুনের মামলা রুজু করেছে। যদিও সন্দেহভাজনের কোনও তালিকা তারা জমা দেয়নি। পুলিশ খুনের কথা বললেও এইমস জানাল তারা রিপোর্টে খুনের কথা বলেনি। এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেডিকেল রিপোর্টে খ ুনের কথা বলা হয়নি। জানানো হয়েছে, সুনন্দ পুষ্করের মৃত্যু হয়েছে বিষপ্রয়োগে।

দিল্লী পুলিশের পক্ষ থেকে এদিনও জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সুনন্দাকে খুন করা হয়েছিল। এদিন দিল্লীর পুলিশ কমিশনার বি এস বাসি বলেন, আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে বলেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। নইলে এটা করা হত না।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মৃত্যুর এক বছর পর কেন খুনের মামলা দায়ের করা হল? বাসি জানান, এইমস-এর চূড়ান্ত মেডিকেল রিপোর্ট দেখার পরেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সুনন্দা পুষ্করের ভিসেরা পরীক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো হবে। তিনি আরও বলেন, সিট তৈরি করা হয়েছে। তারা কীভাবে তদন্ত করবে, তার অ্যাকশন প্ল্যানও ঠিক করে ফেলা হয়েছে। সুনন্দা পুষ্করকে যে বিষপ্রয়োগে মারা হয়েছে, তা জানিয়েছে এইমস। কিন্তু ওই বিষ কি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ? যা ভারতের পরীক্ষাগারে ধরা পড়ে না? এটা নিশ্চিত করার জন্যই সুনন্দা পুষ্করের ভিসেরা পরীক্ষা করতে পাঠানো হচ্ছে ব্রিটেন বা আমেরিকায়।

দিল্লী পুলিশের সিনিয়র আধিকারিকদের একটি দল সম্প্রতি কেরলে তিরুবনন্তপুরমের হাসপাতালে গিয়েছিলেন আরও তথ্য যোগাড় করার জন্য। সেখানে মৃত্যুর তিনদিন আগেও ভর্তি ছিলেন সুনন্দা। ২০১৪ সালে ১২ থেকে ১৪ জানুয়ারি কেরলের ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেসে ভর্তি ছিলেন সুনন্দা। সেই সময় তিনি ত্বকের অসুখে ভুগছিলেন বলে দাবি জানানো হয়েছিল পরিবারের পক্ষ থেকে। কিন্তু এইমস পরে জানিয়েছে, কোনও রকম ত্বকের অসুখে ভুগছিলেন না সুনন্দা পুষ্কর। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এইমস যে রিপোর্ট জমা দেয়, তাতে বলা হয়েছিল, সুনন্দা পুষ্করের স্বাস্থ্য ভালো ছিল। তাঁর কোনও ধরনের অসুখ ছিল না। তাঁকে বিষপ্রয়োগে মারা হয়।

কীভাবে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল? জানা গিয়েছে, সুনন্দা পুষ্করের শরীরে কম করে দশটি আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। তার মধ্যে একটিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তাঁকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। একটি মহল দাবি জানাচ্ছিল, অ্যালপ্রাজোলাম জাতীয় ওষুধ বেশি মাত্রায় খাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছিল সুনন্দার। এই থিওরিও উড়িয়ে দিয়েছেন এইমস-এর চিকিৎসকরা। মেডিকেল বোর্ডের প্রধান সুধীর গুপ্তা জানিয়েছেন, আমরা কোথাও বলিনি, সুনন্দা পুষ্করকে খুন করা হয়েছে। তবে ওঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। এবার পুলিশ বাকিটা খতিয়ে দেখবে।

এদিকে দিল্লী পুলিশকে শশী থারুর যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে তিনি লিখেছেন, দিল্লী পুলিশের চার অফিসার তাঁর পরিচারক নারায়ণ সিংকে জেরার নামে প্রবল অত্যাচার করেছে ও চাপ দিয়েছে যাতে সে এই মর্মে স্বীকারোক্তি দেয় যে সুনন্দাকে আমরাই মেরেছি। শশী চিঠিতে জানিয়েছেন, এই তথ্য জানার পর আমি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলেছি। এইসব অফিসারের বিরুদ্ধে যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তার আবেদনও একই সঙ্গে জানান তিনি।

শশী থারুরের অভিযোগ প্রসঙ্গে দিল্লীর পুলিশ কমিশনার বি এস বাসি জানান, যদি সত্যি তেমন কিছু ঘটে থাকে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বিষয়টি খতিয়ে দেখব। এদিকে কেরলে থারুরের ইস্তফা দাবি করেছেন বিরোধীরা। মুখ্যমন্ত্রী উমেন চান্ডি অবশ্য এই দাবি উড়িয়ে বলেন, বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ। তাছাড়া থারুর নিজেই তো তদন্ত চেয়েছেন। তদন্তে তিনি সহযোগিতা করবেন বলেও জানিয়েছেন।

সৌজন্যে – বর্তমান

প্রতিরক্ষায় জোর যৌথ উৎপাদনে

প্রেমাংশু চৌধুরি, নয়াদিল্লী

শুধুই দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক আর নয়। এবার হাতে হাত ধরে এক সঙ্গে সমরাস্ত্র তৈরি। প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা।

হাঁটতে হাঁটতে আলাপচারিতা। হায়দরাবাদ হাউসের বাগানে।

আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনী যে সব যুদ্ধাস্ত্র হাতে সাফল্য পেয়েছে, এ বার সেই সব যুদ্ধাস্ত্রের প্রযুক্তিই ভারতের হাতে তুলে দিতে চলেছে আমেরিকা। যার মধ্যে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির চালকহীন নজরদারি বিমান (ইউএভি)। এই 'রাভেন মিনি' নামের ইউএভি এতটাই ছোট, যে তা হাত দিয়েই ওড়ানো যায়। কিন্তু ইউএভি-টি দশ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে নজরদারি চালাতে পারে।

দু'দেশের রণকৌশলগত সম্পর্ক ছিলই। কিন্তু এত দিন শুধুই ভারতে সমরাস্ত্র বেচে এসেছে আমেরিকা। রাশিয়ার মতো উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে তেমন সাহায্য করেনি। বারাক ওবামা ও নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। দু'দেশের মধ্যে আগামী দশ বছরের জন্য যে নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তি সই হয়েছে, তাতে নতুন সংযোজন – এক সঙ্গে গবেষণা, এক সঙ্গে তৈরি।

চারটি বিষয় চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে আধুনিক ইউএভি (আনম্যানড্ এরিয়াল ভেহিকল) তৈরির প্রকল্প। বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ তৈরি ও যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরির জন্যও হাতে হাত মিলিয়ে গবেষণা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আরও বেশি করে যৌথ মহড়া, বেশি পরিমাণে গোয়েন্দা তথ্য আদানপ্রদান এবং সমুদ্রে নিরাপত্তায় সহযোগিতা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে।

সেনা কর্তাদের মতে, এ দেশে অত্যাধুনিক ও ছোট মাপের ইউএভি তৈরি হলে ভারতীয় সংস্থাগুলিও কোটি কোটি ডলারের বরাত পাবে। এই ধরনের ইউএভি হাত দিয়েই ছাড়া যায়। আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাবাহিনীর সাফল্যের পিছনে রয়েছে এই ইউএভি। কারণ মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চতায় উঠে নজরদারি চালাতে পারে এই ইউএভি। তাই এখন গোটা বিশ্বেই এই ধরনের ইউএভি-র যথেষ্ট চাহিদা।

ওবামার সঙ্গে বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দু'দেশের সম্পর্ক নতুন স্তরে পৌঁছে গেল। কিছু আধুনিক প্রতিরক্ষা প্রকল্পে আমরা নীতিগত ভাবে একসঙ্গে গবেষণা ও এক সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে রাজি হয়েছি।" এতে দু'টি লাভ হবে বলে মোদী মনে করছেন। এক, দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পে জোয়ার আসবে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির সঙ্গে দেশীয় সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ভারতেই যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হবে। বিদেশেও তা রফতানি হবে। ভারত শুধুই আর অস্ত্র আমদানি না করে রফতানিকারীদের দলেও নাম লেখাবে। দুই, এ দেশের কারখানা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের সঙ্গে এই বিষয়টি খাপ খেয়ে যাবে। আমেরিকাও এখন প্রযুক্তি দিয়ে ভারতকে সাহায্য করতে চাইছে। মার্কিন সংস্থাগুলি যাতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে লগ্নি করতে পারে, সেজন্য মোদী সরকার ইতিমধ্যেই ৪৯ শতাংশ বিদেশি লগ্নির ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে। আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নিরও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রতিরক্ষা চুক্তিতে এ বার যে অধ্যায়টি নতুন সংযোজন হয়েছে, তার নাম 'ডিফেন্স ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি ইনিশিয়েটিভ'। এর উদ্দেশ্যই হল, কোন ক্ষেত্রে গবেষণা বা উৎপাদনের জন্য ভারত ও আমেরিকা এক সঙ্গে কাজ করতে পারে, তা খুঁজে দেখা। বিদেশসচিব সুজাতা সিংহ বলেন, "এই বোঝাপড়ার সূত্রপাত হিসেবে চারটি প্রকল্প বেছে নেওয়া হয়েছে।" তাঁর মতে, চারটি ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের পরিকল্পনা রূপায়িত হলে দু'দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণায় নয়া দিগন্ত খুলে যাবে।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

পদ্মবিভূষণ আদবানি, অমিতাভ, দিলীপকুমারকে

প্রবীণ বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি এবং বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন, দিলীপকুমার এবছর পদ্মবিভূষণ সম্মানের জন্য মনোনীত হলেন। পদ্মবিভূষণের জন্য এবার সব মিলিয়ে ন'জন মনোনীত হয়েছেন। আদবানি ও অমিতাভ ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিক প্রকাশ সিং বাদল, কোট্টায়ন কে বেণুগোপাল ও করিম আল হুসেইনি আগা খানের মতো বিশিষ্টরা। পাশাপাশি পদ্মভূষণ সম্মান পাচ্ছেন মোট ২০ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামী, সংবিধান বিশেষজ্ঞ সুভাষ সি কশ্যপ, মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটস ও তাঁর স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস, সাংবাদিক রজত শর্মা, স্বপন দাশগুপ্ত, আইনজীবী হরিশ সালভে, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অশোক শেঠ, পরিচালক জাহ্নু বরুয়া প্রমুখ। পদ্মশ্রী পাচ্ছেন ৭৫ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিনেমা পরিচালক সঞ্জয় লীলা বনশালি, গীতিকার প্রসূন যোশি, অর্থনীতিবিদ বিবেক দেবরায় প্রমুখ।

এবছর অশোক চক্র পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হলেন সেনাকর্মী নায়েক নীরজকুমার সিং। তিনি মরণোত্তর এই সম্মান পাচ্ছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রাণ যায় তাঁর। নীরজকুমারের এই ভূমিকাকে সম্মান জানাতেই দেশের শান্তিকালীন সর্বোচ্চ সাহসিকতার পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম বাছাই করা হয়েছে। ২০১৪ সালের ২৪ আগস্ট কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় জঙ্গিদের গ্রেনেড ও গুলির আঘাতে মারা যান তিনি। মরণোত্তর অশোক চক্র পুরস্কার পাচ্ছেন মেজর মুকুন্দ বরদরাজনও। রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের (২২ রাজপুত) সদস্য বরদরাজনও কাশ্মীরে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে গিয়ে প্রাণ হারান। তাঁর নাম আগেই ঘোষিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাহসিকতার পুরস্কার কীর্তি চক্র পাচ্ছেন তিনজন। তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন জয়দেব, সুবেদার কোশ বাহাদুর গুরুং ও সুবেদার অজয় বর্ধন (মরণোত্তর)। পাশাপাশি ১২ জন নির্বাচিত হয়েছেন সূর্য চক্রের জন্য। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, এবছর সব মিলিয়ে ৩৭৫টি সাহসিকতা ও অন্যান্য সামরিক সম্মানসূচক পদকে অনুমোদন দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। ৬৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে এই ঘোষণা করা হয়েছে।

এবছর রাষ্ট্রপতির পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন টুজি, কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি ও ঝাড়খণ্ডে রাজ্যসভার নির্বাচনে বিধায়ক কেনাবেচার অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চালানো সিবিআইয়ের অফিসাররা। পুলিশের সব মিলিয়ে ২৮টি সংস্থার অফিসার এবার এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি পুলিশ মেডেলের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন সিবিআইয়ের পাটনা শাখার জয়েন্ট ডিরেক্টর অমরেন্দ্রকুমার সিং। সেইলের নিয়োগ ও বোকারো ইস্পাত কারখানায় দুর্নীতি এবং ঝাড়খণ্ডে রাজ্যসভার নির্বাচনে বিধায়ক কেনাবেচার অভিযোগসহ বহু হাই-প্রোফাইল দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন ঘনশ্যাম উপাধ্যায়ও। কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত বহু মামলার তদন্তে নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। পাশাপাশি টুজি স্পেকট্রাম দুর্নীতির মামলায় তদন্তের জন্য পুলিশ মেডেল পাচ্ছেন সঞ্জয় কুমার সিং।

সৌজন্যে – বর্তমান

গ্যাস বেলুন

ক'দিনের সম্মেলন? দু'দিনের (মতান্তরে, দেড়দিন)।

কত টাকা বিনিয়োগ প্রস্তাব এল?

২ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকা।

এর থেকে কত কর্মসংস্থান হবে?

এক কোটি।

কে জানালেন?

কেন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়!

বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের মঞ্চ থেকে এমনই সব চমকপ্রদ ঘোষণা হলো। সঙ্গে রাজ্যের শিল্প এবং অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের 'বচন'। যা দেখেশুনে অবাক বিস্ময়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, ডেরেক ও'ব্রায়েনরা। তাঁদের সঙ্গ দিলেন হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার মতো শিল্পপতিরা। যাঁরা বিস্মিত শিল্পমন্ত্রীর 'সঞ্চালকে'র ভূমিকা দেখে। যাঁরা আপ্লুত অর্থমন্ত্রীর বিনিয়োগের ভূরি-ভূরি অঙ্ক শুনে। বস্তুত, যে হিসেব মুখ্যমন্ত্রী শিল্পমন্ত্রী দিয়েছেন, তা বাস্তবায়িত হলে গোটা রাজ্য জুড়ে এক ভাসাভাসি কাণ্ড হবে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার মধ্যে বাস্তবের ছোঁয়া কতটা? ৯,৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব। দ্বিতীয়দিন, বৃহস্পতিবার এসেছে বাকি দেড়লক্ষ কোটি টাকার প্রস্তাব। কিন্তু এর মধ্যে 'নতুন প্রকল্প' কতগুলি?

সম্মেলনের প্রথমদিনে যে ৯৩,৬০০ কোটি টাকা শিল্পপ্রস্তাবের হিসেব দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তার সবই পূর্বঘোষিত। এর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ বিনিয়োগ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা 'স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র (সেল) ৪০ হাজার কোটির টাকার সম্প্রসারণের প্রস্তাব। কিন্তু সেল চেয়ারম্যান সি এস বর্মা জানিয়ে দিয়েছেন, ২০৩০-৩১ অর্থবর্ষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ওই বিনিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ, এখনও কাজ শুরু হতেই ১৫ বছর! আবার পাশাপাশি তিনি এ-ও জানান, ওই প্রকল্প এখনও সংস্থার পরিচালন পর্ষদের 'ছাড়পত্র' পায়নি।

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ এবং বন্দর মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ৪১,৬০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবের কথাও বলা হয়েছে সম্মেলনে। এর মধ্যে যেমন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাজেটে ইতিমধ্যেই ঘোষিত ইলাহাবাদ-হলদিয়া জলপথের উল্লেখ, তেমনই রয়েছে পূর্বঘোষিত গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির কথাও। রাজ্যের এক মন্ত্রীর কটাক্ষ, "ওই গভীর সমুদ্র বন্দরের প্রকল্প তো বাম আমলে শিলান্যাস করেছিলেন প্রণব মুখোপাধ্যায়! ওটাকে আর কতদিন কুমিরছানা করে দেখানো হবে?" এই সূত্রেই শিল্পমহল এবং আমলামহলের একাংশ প্রশ্ন তুলেছে, এই বিনিয়োগগুলির মধ্যে 'নতুন' কোনটি!

স্বভাবতই মুখ্যমন্ত্রীর ওই হিসেব নিয়ে বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিংহ তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তাঁর কথায় "এই সামিটাকে কেন বেঙ্গল গ্লোবাল সামিট বলা হচ্ছে? দেখাই যাচ্ছে যে, ৯৩,০০০ কোটি টাকার মধ্যে ৭৮,৭০০ কোটি টাকাই আসছে কেন্দ্র থেকে। অথচ নাম দিয়েছেন বেঙ্গল গ্লোবাল সামিট। মমতা'জি, এই যদি হওয়ার ছিল, তাহলে বেঙ্গল গ্লোবাল সামিট না বলে সেন্টার এড সামিল বললেই হতো! গ্লোবাল তো কিছু এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।"

বস্তুত সম্মেলনের দ্বিতীয়দিন যে দেড়লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবের হিসেব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তারও সিংহভাগ এসেছে নগরোন্নয়ন দফতর থেকে। রাজ্যে ২২টি নতুন উপনগরী তৈরির জন্য ৭২,৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১০টি বেসরকারি নির্মাণসংস্থার প্রস্তাব। প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে নতুন উপনগরী নীতি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তারপরই বেশ কয়েকটি সংস্থা পিপিপি মডেলে ওই 'টাউনশিপ' গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই 'আগ্রহ' এবার বাস্তবায়িত হল।

এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী এদিন যে সমস্ত প্রকল্প ঘোষণা করেন, তার মধ্যে রয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত এনটিপিসি'র তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্প্রসারণ। যা সেলের মতো আগামী ১০ বছরে বিনিয়োগ করা হবে। ঘটনাচক্রে, এই ধরনের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের প্রস্তাব সব সংস্থার তরফেই থাকে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ওই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি।

এছাড়াও বিনিয়োগের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এসেল গোষ্ঠীর ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কথা। যা নতুন নয়। গত অক্টোবরে সুন্দরবনে শিল্পপতিদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর 'জলবিহারে'র পরেই জানিয়ে দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী। রয়েছে সিঙ্গাপুরের সংস্থা 'স্কেমি' এবং 'সুরাবানা'র সঙ্গে পরিকাঠামো, মনোরেল এবং 'গ্রোথ করিডর' তৈরির প্রকল্প। যা গত অগস্টে সিঙ্গপুর সফরের পর জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই তিনি হিসেব দিয়ে জানিয়েছিলেন, ওই দুই সংস্থা যৌথভাবে বিনিয়োগ করতে চলেছে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় রয়েছে মিৎসুবিশির ১,০০০ কোটি টাকা সম্প্রসারণ প্রকল্প। এটির কথাও অন্তত মাস ছয়েক আগে জানিয়েছিলেন সংস্থার কর্তারাই।

তাহলে নতুন কী এল রাজ্যে?

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "ক্ষমতায় আসার পর গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। যার মধ্যে প্রায় ৮৫ হাজার কোটি টাকার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন অথবা শেষ পর্যায়ে।" মুখ্যমন্ত্রী ওই কথা বললেও ফলিত স্তরে তার কোনও পরিচয় কিন্তু রাজ্যবাসীর চোখে পড়েনি। কারণ, প্রস্তাব থেকে গিয়েছে প্রস্তাবের স্তরেই। তার কোনও বাস্তবায়ন হয়নি বললেই চলে।

পাশাপাশিই, মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য থেকে এটাও স্পষ্ট যে, গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্যে যে বিনিয়োগ এসেছে, বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনের দু'দিনে তার চেয়েও বেশি প্রস্তাব এসেছে। যা শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন রাজ্যের শিল্পপতিদের একাংশও। এই সম্মেলন থেকে রাজ্যের ভাঁড়ারে কি কোনও নতুন প্রস্তাবই আসেনি? মুখ্যমন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী যা ঘোষণা করছেন, তার সঙ্গে বাস্তবের ফারাক দেখতে পেয়েই এমন প্রশ্ন তুলছে শিল্পমহলের একাংশ।

তাহলে দু'দিনের সম্মেলনে কী কী শিল্প এল রাজ্যে? সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পর রাজ্যের এক বণিকসভার কর্তা তির্যক ভঙ্গিতে বললেন, "শিল্প এসেছে তো! বেশ কিছু হ্যাচারি শিপ, ডেয়ারি শিল্প নতুন এসেছে।" প্রসঙ্গত, এদিন মুখ্যমন্ত্রী হ্যাচারি এবং ডেয়ারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি সংস্থার হাতে চুক্তিপত্র তুলে দেন। যা দিতে একটা সময়ে মঞ্চে বিরাট লাইনও পড়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য নয় যে, কংগ্রেসের বিধায়ক মানস ভুঁইয়া সম্মেলনের শেষে বলেছেন, "প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। বর্তমান শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র বলছেন, ৭৮ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে।

শিল্প সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রথমদিনেই ৯৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ এসেছে। সঠিক তথ্য কী? সেটা জানিয়ে অবিলম্বে শ্বেতপ্রকাশ প্রকাশ করুন মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী।"

এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ

প্রথম পাতার পর

টাকার! দেখুন তো, লাঞ্চ টাইম হয়ে গিয়েছে, তবুও সবাই বসে রয়েছে। কেন জানেন? সুমিতদা থেকে শুরু করে (সিআইআই প্রেসিডেন্ট ডেজিগনেট সুমিত মজুমদারের দিকে তাকিয়ে) সবাই। কেন জানেন? তার কারণ এনার্জি। এই এনার্জি সোলার এনার্জি নয়! এই শক্তি হৃদয়ের শক্তি।

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী লিস্ট ধরে পড়তে শুরু করেন, কত টাকার বিনিয়োগ আনতে পেরেছেন তিনি। এক সময় বলেন, আর পড়ব না। আপনারা বিরক্ত হতে পারেন। এর থেকে এক কোটি কর্মসংস্থান তৈরি হবে। দু-তিন বছরের মধ্যে তা হবে। এরপরই অবশ্য ফের বিনিয়োগ প্রসঙ্গে ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২.৪৩ লক্ষ কোটি টাকার অঙ্ক কিছুটা কম মনে হতে পারে ধরেই হয়তো তিনি বলেন, এগুলো কিন্তু খাতায় কলমে। সব মিলিয়ে তিন লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে।

মুখে বিনিয়োগের অঙ্ক নিয়ে আসর মাত করতে চাইলেও উৎপাদন শিল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির খোঁচা হজম করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। বক্তৃতায় দু'জায়গায় তিনি উৎপাদন শিল্প প্রসঙ্গ এনেছেন। বলেন, আমরা যখন উৎপাদন শিল্পে পিছিয়ে পড়ছি, তখন সারা দেশেই শিল্পবৃদ্ধি কম ছিল। তাছাড়া বিগত সরকারের ধারের বোঝা আমাদের মতো বয়ে বেড়াতে হয় না অন্যদের। যদি আমাদের সঙ্গে অন্যদের তুলনা করা হয়, তাহলে আমরা দেশে নয়, পৃথিবীতে আমরা এক নম্বর। তবে ওই বিনিয়োগের অঙ্কের সঙ্গে বাস্তবের মিল না-ও থাকতে পারে। এমনটা ধরেই নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, শিল্প সম্মেলন নিয়ে তিনি একটি ছোট কমিটি গড়ে দেবেন। তৈরি হবে প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার। তিনমাস পর তিনি নিজেই তার রিভিউ করবেন। কোথা কোথায় সমস্যা রইল, তার জট কাটাবে এই টোটকা।

শিল্পের জমি নিয়ে সমালোচনা একবারেই যে তাঁর পছন্দ নয়, তা এদিনও বুঝিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, এখানে নাকি জমির জন্য শিল্প হয় না। গোয়ালতোড়ের কাছে এক হাজার একর জমি রয়েছে। আমরা উৎপাদন শিল্পে অবশ্যই জোর দেব। কিন্তু জমি কিনতে হবে শিল্পপতিদেরই। তাছাড়া ল্যান্ডব্যাঙ্ক তো আছেই। তিনি যে জমি সমস্যা তুড়ি মেরে মেটাতে পারেন, তার প্রমাণও দিয়েছেন হাতেনাতে। বলেছেন, বছরের পর বছর ধরে সেইল-এর চার হাজার একর জমি নিয়ে সমস্যা ছিল। আমার কাছে তাঁরা আসতেই আমি মাত্র এক সেকেন্ড সময় নিয়েছি সেই সমস্যা মেটাতে। সেখানে ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। তাঁর অনুযোগ, অনেকে বলেন এখানে নাকি শিল্পই নেই। যদি না থাকে, তাহলে এতো শিল্পপতি এখানে এসেছেন কেন? ব্যাঙ্কই বা সবচেয়ে বেশি শিল্প-ঋণ দিল কাকে?

এদিন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানিয়ে দেন, তাঁরা ৭২ হাজার ৪০০ কোটি টাকায় ২২টি প্রকল্পের প্রস্তাব পেয়েছেন, যেখানে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার কর্মসংস্থান হবে। সেই প্রকল্পটিকে সামনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওখানে স্থানীয় লোকদের কাজ দিন। তারা কোনও গন্ডগোল করবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় কিছুটা বিভ্রান্ত হন শিল্পপতিরা। এলাকায় এলাকায় যেভাবে সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগ রয়েছে শাসকদলের বিরুদ্ধে, মুখ্যমন্ত্রী তাকেই এদিন সিলমোহর দিলেন কি না, তা নিয়েই বিভ্রান্ত। তাছাড়া খামোকা গন্ডগোলের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের লোকজনদেরই কাজে ভিড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন কি না, তাও স্পষ্ট নয়।

মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাঁর সরকার প্রশাসনিক কাজের ৯৯ শতাংশ শেষ করেছে। তাঁর লক্ষ্য এবার ১০০ শতাংশ কাজ। তাঁর দাবি, এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক বেড়ে চলেছে দারুণভাবে। তিনি সরকারি পরিষেবা দিচ্ছেন সময় বেঁধে। যতই এসব বলেছেন, ততই আলগা হয়েছে শিল্পপতিদের বিশ্বাস। যাঁরা এ রাজ্যেই লড়াই করে ব্যবসা চালাচ্ছেন, শিল্প সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে তাঁরাই ছিলেন মূল দর্শক। কত ধানে কত চাল, সেই হিসাব তাঁদের গুলিয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ। সম্মেলন শেষ হয়েছে প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবের ধোঁয়াশা জাগিয়ে রেখেই।

সৌজন্যে – বর্তমান

২৩শে জানুয়ারী সাড়া দেশে পালিত হল নেতাজী জন্মদিবস

আধুনিকতম প্রযুক্তির মাধ্যমে শুনুন পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনী

কথায় বলে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাস কহে শুনে পুন্যবান।" আমাদের সভ্যতার এই প্রাচীন কাহিনী আজ সর্বাধুনিক ইন্টারনেট পডকাস্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে শোনাচ্ছেন সুদীপ্ত ভৌমিক ও আভি জিভ। আদি পর্ব থেকে শুরু করে, একের পর এক রোমাঞ্চকর নাটকীয় কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বাচিক অভিনয়ের মাধ্যমে (ইংরেজি ভাষায়) শুনিয়ে চলেছেন সুদীপ্ত। ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ প্রভৃতি পরিচিত চরিত্রগুলি আমাদের কল্পনায় মূর্ত করে তুলছেন এই শিল্পী। সঙ্গে সঙ্গীত ও শব্দ সংযোজনা করছেন আভি জিভ।

"মহাভারতের কাহিনী আমাকে ছোটবেলা থেকে আকর্ষণ করে। আমি মনে করি, আমাদের প্রত্যেকের এই কাহিনী শোনা উচিত। সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চাই মহাভারতের গল্পগুলি। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সময় কম। মহাভারতের মত বিশাল গ্রন্থ পড়ার ধৈর্য তাদের নেই। তারা চায়, যখন খুশি, যেখানে খুশি, তাদের মনোরঞ্জনের এবং মননের অনুষ্ঠানকে পেতে। তাই তাদের প্রিয় মাধ্যম, ইন্টারনেট এবং পডকাস্টকেই বেছে নিয়েছি আমরা।" বললেন লেখক, অভিনেতা ও নির্দেশক সুদীপ্ত ভৌমিক।

পডকাস্ট এর সুবিধে হলো, শ্রোতা অতি সহজে তার প্রিয় বাচিক অনুষ্ঠান তার স্মার্ট ফোন (iPhone ইত্যাদি), বা ট্যাবলেট (iPad ইত্যাদি) বা কম্পিউটারে ডাউনলোড করে নিয়ে, নিজের সময়মত, নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী শুনতে পারেন। মহাভারতের এই কাহিনীগুলি iTunes, Stitche Radio ইত্যাদি মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।

"মহাভারতের চরিত্ররা তাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তির ব্যবহার করেছেন। আমরাও আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি ব্যবহার করছি।" হেসে বললেন সংগীতকার এবং শব্দ সংযোজক আভি জিভ। আভি আরও বললেন, "শব্দ নিয়ে কাজ করার জন্য অতি উচ্চমানের হার্ডওয়ার ও সফটওয়ার আজ সহজলভ্য। ফলে আমাদের কল্পনাই আমাদের একমাত্র সীমা। মহাভারতের এই কাহিনীগুলির প্রযোজনার জন্য আমরা অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং শব্দ-নিয়ন্ত্রণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। ইন্টারনেট থেকে নানান ধরনের শব্দ সংগ্রহ করছি, কখনও বা নিজেরাই তৈরী করছি আমাদের প্রয়োজনীয় শব্দ ও সঙ্গীত যা আমাদের কল্পনাকে পৌঁছে দেবে সেই দ্বাপর যুগে। আসলে, এই সময়কে বলা যেতে পারে শ্রুতি-নাটকের স্বর্ণযুগ। এখন আমাদের কেবল রেডিওর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। ফলে নানান ধরনের বাচিক শিল্পের প্রযোজনা শুনতে পারছি আমরা।"

মহাভারতের কাহিনীর এই পডকাস্টগুলি এক্কেকটি প্রায় কুড়ি মিনিটের। এখন পর্যন্ত চোদ্দটি পর্ব প্রচারিত হয়েছে। সোসাল মিডিয়ার দৌলতে এই পডকাস্ট এর জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আমেরিকা ভারতবর্ষ ছাড়াও নেপাল, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশ থেকে এই পডকাষ্ট শুনছেন আগ্রহী শ্রোতা।

"এক অসাধারণ কাজ করছেন আপনারা। যে আবেগ এবং উচ্ছ্বাস নিয়ে আপনি গল্পগুলি বলছেন, তা রীতিমত সংক্রামক। প্রতিটি কিস্তির জন্য আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করি।" বলেছেন এক শ্রোতা।

"আমি যদিও মহাভারতের গল্প শুনে বড় হয়েছি, কিন্তু আমি কখনো এমন চিত্তাকর্ষক গল্পপাঠ শুনিনি। অফিস যাবার পথে, আপনার এই গল্প শুনে আমার দিন শুরু হয়।" বলেছেন আরও এক তরুণী শ্রোতা।

সুদীপ্ত বললেন, "মহাভারতের এই চিরন্তন কাহিনীগুলি পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। আশা করছি আরো মানুষ শুনবেন এবং শোনাবেন মানব জাতির প্রাচীনতম এই কাব্য।"

পডকাস্টগুলি শুনতে হলে iTunes-এ "The Stories of Mahabharata by Sudipta Bhawmik" সার্চ করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন। ইন্টারনেটে http://nynjbengali.com/mahabharata-2 ওয়েব সাইটেও সমস্ত পর্বগুলি পাবেন। ফেসবুক এ "http://facebook.com/Mahabharata Podcast" পেজ যোগদান করুন। পডকাস্ট ছাড়াও মাসের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম শনিবার দুপুর বারোটার সময় নিউ জার্সির EBC Radio (1170 AM or ebcmusic.com) থেকে সম্প্রচারিত হয় এই শ্রুতিনাট্য।

এক অভৌতিক কাহিনী

পার্থসারথি দাস (নিউইয়র্ক)

ভূতকে হিন্দী ভাষাতে 'আত্মা' বলে। ভূত আছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলবো ভূত অবশ্যই আছে। কিন্তু 'ভূতনাথ' ছায়াচিত্রতে অমিতাভ বচ্চন যেমন দেখিয়েছেন যে ভূত দেহধারী মানুষের চেয়ে অধিক বলশালী—এ আমি মানতে পারি না। ভূতের কোন দেহ নেই; কেবলই আত্মা। মানুষ হলো দেহ এবং আত্মা। সুতরাং ভূত কোনভাবেই মানুষের চেয়ে অধিক বলশালী হতে পারে না। আমার এই ঘটনাটি ভৌতিক না অভৌতিক পাঠকমহলই বিচার করবেন।

সময় ১৯৪৮ সাল। আমি বিদ্যার্থী পরিষদের শাখা সংগঠন সংস্কৃত পরিষদের সদস্য। কিভাবে সংস্কৃত ভাষায় সহজবোধ্যভাবে কথা বলা যায় তার জন্য প্রত্যেক মাসেই একটা শিবির কলকাতা এবং শহরতলীতে করা হতো। শিবির চলাকালীন মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা ছিল। শিবিরে যোগদানকারীদের অর্থ সাহায্য দেওয়া হতো। আমি কোন অর্থ নিতাম না। এই মধ্যাহ্ন আহারের সময়েই আমার পরিচয় হয় নির্মলদের সঙ্গে।

নির্মল একদিন শিবিরের বিরতির সময়ে বললো "চলো, মুর্শিদাবাদের জলঙ্গীতে একজন সাধু এসেছেন দেখে আসি"। আমি রাজী হয়ে গেলাম। সাধু যেরকমই হোক, গাড়ী চালিয়ে মজা তো পাবো। বেলা দুটো নাগাদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রায় পাঁচটা সময়ে জলঙ্গীতে গাড়ী করে পৌঁছে গেলাম। দুজনে সাধুর সামনে আসন করে বসার পর সাধু একটা কাঁসরের ঘণ্টাতে জোরে একবার ঢং করে আওয়াজ করলেন। সেই আওয়াজ শুনেই আমার চেতনা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ঘন্টা তিনেক পরে সেই সাধুর কৃপাতেই হোক আমার চেতনা ফিরে এসেছিল। রাস্তার ধাবাতে কিছু আহার করে দুজনেই কলকাতায় ফেরার পথ ধরলাম। রাস্তায় অসুবিধে বিশেষ হয়নি। দু-একটা জায়গাতে রাস্তা আটকে গাছ পড়েছিল সেগুলোকে সরিয়ে গাড়ি বেশ গতিতেই আমরা চালিয়েছিলাম। প্রায় কলকাতায় ঢুকবো এমন সময় গাড়ির তীব্র আলোতে দেখলাম এক বিদেশী মহিলা মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। নির্মল বললো ভদ্রমহিলাকে করমর্দন করোনা। ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার নাম ডরোথি বোস'। স্বামীর সঙ্গে গাড়ি করে ফিরছিলাম। রাস্তায় অন্য একটি ট্রাক এসে আমাদের গাড়িকে ধাক্কা মারে। এম্বুলেন্স এনে আমার স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাকে নিয়ে যায়নি। ডরোথি বাগবাজারের একটি বাড়ির ঠিকানা দিলেন আর স্বামীর নাম বললেন, 'রমাকান্ত বোস'। ডরোথি বললেন, এম্বুলেন্স স্বামীকে আর. জি. কর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, 'আপনার কোন চিন্তা নেই। এখানেই অপেক্ষা করুন; এক ঘন্টার মধ্যে আমরা ফিরে আসছি।

নির্মল এবং আমি কিছুদূর যাওয়ার পরে দেখলাম দূরে একটি ওষুধের দোকান। দোকানটি দিনরাত্রি খোলা থাকে। ওষুধের দোকান থেকে আর. জি. কর হাসপাতালে ফোন করে জানতে পারলাম যে রমাকান্ত বোস নামে কোন ব্যক্তিই ইমার্জেন্সিতে আসে নি। আমি নির্মলকে নিয়ে ডরোথি যে বাগবাজারের বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিলেন সেখানে গেলাম। মাল্টিকমপ্লেক্স বাড়ি। গেটে নৈশ প্রহরী। নৈশ প্রহরী বললেন যে বাড়ির মালিকের নাম রমাকান্ত বোস। একবছর আগে রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়; তিনি কিন্তু বেঁচে যান। রমাকান্ত বোস সম্প্রতি আবার বিয়ে করেছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে নৈশ প্রহরীকে দশটি টাকা দিয়ে আমরা আবার ডরোথির সঙ্গে দেখা করার জন্য শহরতলীর দিকে রওনা দিলাম।

তখন অন্ধকার আর নেই। গাড়ির তীব্র আলোতে দেখলাম ডরোথি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার গলায় তখন থাকতো যীশু খ্রিষ্টের একটা ক্রুশ্। নির্মলের সঙ্গে ছিল পবিত্র গঙ্গাজল। আমি ডরোথির কাছে এগিয়ে বললাম, 'আপনার স্বামীর খবর পেয়েছি। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না? কেন এই দুঃখ ময় জড়জীবনে জড়িয়ে আছেন? এই বলে যীশুর ক্রুশ ধাতুটিকে ডরোথির গায়ে স্পর্শ করলাম। নির্মল সঙ্গে সঙ্গে ডরোথির গায়ে ছিটিয়ে দিল গঙ্গার পবিত্র বারি। আমি বললাম, 'ডরোথি, আপনার স্বামী এখন আবার বিবাহিত।' ডরোথি বললো 'আমি এখন কি করবো? তখন প্রকৃতির দিকচক্রবালে আলো-আঁধারের খেলা চলছে। আমি বললাম, 'স্বর্গের পরীরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি এখন সূর্যরশ্মি ধরে সেখানে চলে যান'। ডরোথি সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন। 'চললাম। খবর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।' ডরোথির শরীর হঠাৎ ছায়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমি উপনিষদের বাণী থেকে বললাম আনন্দ থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি। আনন্দতেই এর লয়। হে সূর্যদেবতা ডরোথি যেন স্বর্গলোকে আনন্দেতে থাকে। পূর্বদিকে সূর্যদেবের তখন বরাভয় হাসি। নির্মল বলে উঠলো 'ওম্ জবাকুসুম। কাশ্যপেয়ং..... আমি ধরলাম রবীন্দ্রসংগীত

"এদিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠার
সফল হলো কার।"

অসামরিক পরমাণু চুক্তির জট খুলল

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি। তেজস্ক্রিয় সরবরাহের উপরেও নজরদারি চালাতে চেয়েছিল আমেরিকা।

দুটি ক্ষেত্রেই আলোচনার পর বরফ গলে। আমেরিকার পক্ষে রাষ্ট্রদূত রিচার্ড ভার্মা জানান, ভারতের কাছে এ বিষয়ে আমরা প্রয়োজনীয় আশ্বাস পেয়েছি। ইউপিএ সরকারের আমলে এই চুক্তি হলেও তা সম্পাদিত হওয়ার পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে গিয়েছিল 'রাজনৈতিক শরিকি বাধ্যবাধকতা'ও। প্রথমে বামেরা সমর্থন তোলার পরও নানা মহলে চাপ ছিল শরিকদের উপর নির্ভরশীল মনমোহনের উপর। মোদীর ক্ষেত্রে সেই চাপ নেই।

এই জট অবশ্য সহজে খোলেনি। তিন ঘন্টার টানা বৈঠক। প্রতিনিধি পর্যায়ে আলোচনা তো হয়েইছে। পাশাপাশি দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে ব্যক্তিগত মনে করছে কূটনৈতিক মহল। অসামরিক পরমাণু প্রকল্প চুক্তি না হলে, একটাও পরমাণু চুল্লি তৈরি হবে না। আর সেটা না হলে যে লক্ষ লক্ষ ডলার বিদেশি বিনিয়োগ আসবে না, তা মোদী জানেন। ফলে সংস্কারে গতি আনার জন্য ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য গতি যোগ করার জন্য তাঁর তরফে দায়বদ্ধতা ছিল।

সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই তাই মোদী জানিয়ে দেন, দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবার আরও বাড়বে। ভারত আমেরিকা অসামরিক পরমাণু প্রকল্প চুক্তি প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভারতের তরফে আগ্রহ যে ছিল, তা সাধারণতন্ত্র দিবসে ওবামাকে আমন্ত্রণ করার মধ্যে দিয়েই বোঝা গিয়েছে। মোদী এদিন তাঁর বক্তব্যে ওবামাকে তাই ধন্যবাদ জানান। ভারত আমেরিকার এই নতুন সম্পর্কের কেন্দ্রে যে অসামরিক পরমাণু প্রকল্প চুক্তির প্রধান অবদান রয়েছে, তা মনে করিয়ে দিয়ে মোদী বলেছেন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সই হওয়ার ছ'বছর পর আমরা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। এবার আমরা নিয়ম মেনে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বাড়াতে পারব। কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত দুটি জায়গায় আটকে ছিল ভারত মার্কিন অসামরিক পরমাণু প্রকল্প চুক্তি রূপায়ণের কাজ। প্রথমত, তেজস্ক্রিয় চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? ভারত চেয়েছিল আমেরিকান চুল্লি নির্মাতা সংস্থাকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, তেজস্ক্রিয় সরবরাহ করার পর আমেরিকা তাতে নজরদারি চালাতে চেয়েছিল। ভারত মনে করেছিল তাতে দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হবে। বিরোধীরাও এদিনও সেই কথাই বলেছে। সূত্রের খবর প্রথম ক্ষেত্রে ভারত নমনীয়তা দেখিয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখিয়েছে আমেরিকা। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ভারত একটি তহবিল গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে। যে তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি দেখা হবে। ওবামা এই প্রসঙ্গে জানান, দুটি ইস্যুতেই জট খুলেছে। এর ফলে অসামরিক পরমাণু প্রকল্প চুক্তি রূপায়িত হতে আর কোনও বাধা রইল না। এর ফলে প্রমাণিত হল, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক আরও ভালো হতে চলেছে। এর পাশাপাশি দু'দেশের মধ্যে যে সামরিক সহযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে, তাও মনে করিয়ে দেন ওবামা।

মোদী বলেন, এর ফলে দেশের প্রতিরক্ষা খাতে নির্মাণশিল্প উৎসাহিত হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পেও জোয়ার আসবে। ভারতের রপ্তানি যাতে আরও বাড়ে, সেজন্য আমেরিকা যে সচেষ্ট হবে ও প্রধান রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে ভারতের স্থান নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হবে, তাও জানিয়েছেন ওবামা।

মোদী জানান, সন্ত্রাসের প্রশ্নেও দু'দেশ পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াবে। কীভাবে আরও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে জঙ্গি হামলাকে প্রতিহত করা যায়, সে বিষয়েও একযোগে কাজ করবে দু'দেশ।

সৌজন্যে – বর্তমান।

উর্বশীর জন্ম বৃত্তান্ত

রাহুল রায়

প্রয়াগে তিন নদী গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল। পুরাণে কথিত আছে যে সরস্বতী পুণ্যতোয়া। এতে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে-মুছে যায়। এই নদীর ধারে বদরিকাশ্রম এক মহা পুণ্যস্থান। কতো মুনি-ঋষির স্পর্শে এই আশ্রম ধন্য হয়েছে। ঋষি ব্যাসদেব এই আশ্রমে বসেই মহাভারত রচনা করেছেন। কথিত আছে যে একসময় এই সরস্বতীর ধারে বড় চোর-ডাকাতের উৎপাত আরম্ভ হয়। তারা চুরি-ডাকাতি ও অন্যান্য পাপ কাজ করার পর সরস্বতীর জলে স্নান করে তাদের সব পাপ ধুয়ে মুছে ফেলে আবার চুরি-ডাকাতিতে লেগে যেত। কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে, আর পাপ যায় না ধুলে। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বদরিকাশ্রমের অধিবাসীরা স্বর্গে ব্রহ্মার শরণ নিলেন-প্রভু, মর্তালোকের এই নিম্নবর্গীয় লোকেদের জ্বালায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর আপনি এর কোন বিহিত না করলে আমরা যে ধনে-প্রাণে মারা যাই। ব্রহ্মা তখন তাঁর অনুচর দিয়ে খবর নিলেন সেই দুষ্ট লোকজন সরস্বতীর কোন অঞ্চলগুলিতে ডুব দিয়ে পাপ-স্খলন করে। এই খবর পাওয়ার পর তিনি নিজের পায়ের চাপে সরস্বতীকে ঐ জায়গাগুলিতে অন্তঃসলিলা করে দিলেন। তারপর থেকে বদরিকাশ্রমে চোর-ডাকাতের উৎপাত কমে যায়।

বর্তমানে বদরিকাশ্রমে বাস করেন চার ঋষি। তাঁরা চার ভাই—হর, হরি, নর ও নারায়ণ। চার ভাই-ই ঋষিসুলভ সর্ব গুণের অধিকারী। চার ঋষির মধ্যে নর ও হরের অভিপ্রায় সর্ব জ্ঞানের আহরণ। আর বাকি দুই ভাই হরি ও নারায়ণের উৎসাহ সেই আহরিত জ্ঞানের প্রযুক্তিতে, অর্থাৎ সেই জ্ঞান কি করে সবায়ের মধ্যে পৌঁছানো যায়, কি করে সর্ব-সাধারণের উপকার হয়। একদিন ঋষি নারায়ণ স্থির করলেন যে তিনি এক মহা-তপস্যা করবেন। আর সেই তপস্যা-লব্ধ মহাজ্ঞান তিনি সর্বসাধারণের উপকারে লাগাবেন। এদিকে এই চার ঋষির জ্ঞান, মেধা ও সেই জ্ঞান-অর্জিত শক্তির কথা পল্লবিত হয়ে সারা মর্ত ছাড়িয়ে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছে গেছে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র চিরকালই একটু স্পর্শকাতর ও নিজের সুরক্ষা সম্বন্ধে সন্দিহান। অর্থাৎ তাঁর সবসময়ই ভয় যে তাঁর রাজ্য কে বা কারা কেড়ে নিতে এলো। নিজে ক্ষত্রিয় বলে তাঁর মসির চেয়ে অসির ওপরেই বেশি আস্থা। কিন্তু তিনি এও জানেন যে জ্ঞানই আসল শক্তি। তা ছাড়া দুষ্ট জনে বলে বেড়াচ্ছে যে ঋষি নারায়ণ এক মহাতপস্যায় বসেছেন। আর সেই তপস্যার শেষে তিনি ইন্দ্রের থেকেও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। এ সব কথা নানা কান ঘুরে মহারাজ ইন্দ্রের রাজসভায় গিয়ে পৌঁছেছে। আর তা নিয়ে নানা গল্পগুজব চলছে। শেষে মহারাজ ইন্দ্র আর ঠিক থাকতে পারলেন না। এর একটা বিহিত করা দরকার। ইন্দ্রের চিত্ত-বৈকল্য দেখে সভাস্থ সুরশ্রেষ্ঠ মদনদেব বললেন—

—বন্ধু, এতো বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মর্তের কোন লোক, এমনকি কোন মুনি-ঋষিও তোমার ক্ষমতা খর্ব করতে পারবে না।

—তা জানি, কিন্তু সত্যি-মিথ্যে জানাটা বোধহয় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

—ঠিক আছে। তুমি যদি চাও আমি ব্যাপারটা নিয়ে একটু খোঁজখবর করতে পারি। মদন বললেন।

ইন্দ্র বললেন—তথাস্তু।

কন্দর্প দেব মর্তে এসে গেলেন বদরিকাশ্রমে। দেখলেন সেখানে এক মস্ত গাছের তলায় ঋষি নারায়ণ তপস্যারত। তখন ভরা গ্রীষ্মকাল। চারিদিক দাবদাহে একেবারে ঝলসে যাচ্ছে। কোথাও এতোটুকুও বাতাস চলছে না। কিন্তু এই আবহাওয়ায় সেই বিরাট অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় ঋষি নারায়ণ চোখ বুঁজে ধ্যানে রত। কতোদিন তিনি এইভাবে তপস্যা করছেন কে জানে। তাঁর গায়ের চামড়া পুড়ে একেবারে আমসি। তাতে সাদা-সাদা খড়ির মত দাগ ফুটে উঠেছে। মাথার চুলে প্রকাণ্ড জট। আর তাঁর গা বেয়ে গাছের ঝুরির মত লম্বালম্বা বাদামি চুলের ঝুরি সাপের মত ঝুলে রয়েছে। কতোদিন কিছু খান নি কে জানে। পরণে হ্রস্ব কৌপিন। পেটের পেশি শরীরের মধ্যদেশের কোটরে একেবারে ঢোকানো। বুকের পাঁজরের হাড় গুনে নিতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু নারায়ণের তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি চোখ বুঁজে তপস্যা করে চলেছেন—অবিচলিত, অচঞ্চল।

মদনদেব সামনে এসে দাঁড়ালেও ঋষি চোখ খুললেন না। শরীরে কোথাও কোন কুঞ্চন হল না। কন্দর্প অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। স্বর্গের আবহাওয়া অতি মনোরম। সেখানে গ্রীষ্ম-শৈত্য বলে কিছু নেই। কোন কোন বছর তাপমাত্রা একটু বাড়লে সুন্দরী দাসীর দল বড় বড় পাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করে গরম নিবারণ করে। হাতে সুরা, পাশের চৌকিতে সুখাদ্য আর সামনে অসামান্যা সুন্দরী, তরুণী নর্তকীরা স্বল্পবাস পরে নৃত্য পরিবেশন করে। এই জীবনেই তিনি অভ্যস্থ। তাই ঋষি নারায়ণের এই কৃচ্ছ্রসাধনের কোন কারণই তিনি খুঁজে পেলেন না। এইভাবেই জ্ঞান অর্জন করতে হয়? বন্ধু মহারাজ ইন্দ্র তো পেশিশক্তি দিয়ে আর কূটনীতি কাজে লাগিয়ে দিব্যি রাজত্ব করছেন। ভাবলেন এতো কৃচ্ছ্রসাধনার আমার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এইভাবে অর্জিত যে জ্ঞান তার ক্ষমতা নিশ্চয়ই অপরিসীম। মুনি-ঋষিদের হবভাব সবসময় ঠিক বোঝা যায় না। কখন স্বর্গে এসে রণং দেহি বলে দাঁড়ালে বিপদের কারণ হতে পারে। এইতো সেদিন দুর্বাশা মুনি কি কাণ্ডটাই না করলেন। তাদের পেশিশক্তি নেই, কিন্তু ঐশীশক্তি দিয়ে ইন্দ্রকে কাবু করে দিলেও দিতে পারে। কিছুই বলা যায় না। বন্ধুবর ইন্দ্রের আশঙ্কা হয়তো পুরোপুরি অমূলক নয়। মদনদেব আশঙ্কিত হলেন। কিন্তু ঋষি নারায়ণের ধ্যান ভাঙ্গাবেন কি করে?

কন্দর্পদেব যুদ্ধ-টুদ্ধের ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তির-টির চালানো, অসি খেলা, গদা ঘোরানো—এসব তাঁর কাছে অচিন্তনীয়। তিনি মনে মনে একটু হাসলেন। তাঁর কাছে আছে অন্য এক ধরনের অস্ত্র। তিনি বুঝে নিয়েছেন ঋষি নারায়ণ বেশ শক্ত ঠাঁই। সঙ্গে স্ত্রী রতিকে আনতে পারলে হোত, ভাবলেন। রতির রূপে ও কামনার আগুনে মাথা ঘুরবে না এমন পুরুষ স্বর্গে-মর্তে কোথাও নেই। তবে তিনি খালি হাতে আসেন নি। সঙ্গে এনেছেন অপূর্ব সুন্দরী, যুবতী, স্বল্পবাসিনা একদল অপসরী। তাদের নৃত্য আর যৌবনের প্রদর্শনে স্বয়ং ইন্দ্রের মাথা ঘুরে যায়, আর এই মর্তের ঋষিতো কোন ছার।

মদনদেব ঋষির কাছ থেকে সরে গিয়ে দূরের একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপসরীর দল ঋষিকে ঘিরে গীত-বাদ্য সহ নাচ আরম্ভ করে দিলো। তাতেও নারায়ণের কোন সাড় নেই। তখন কন্দর্প সেই গাছের আড়াল থেকে তাঁর বিখ্যাত পুষ্পধনু থেকে আকাশের দিকে শর নিক্ষেপ করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম ভ্যাপসা হাওয়া কেটে গিয়ে ভেসে এলো বসন্তের সুগন্ধী কোমল বাতাস। গাছে গাছে ফুটে উঠলো নানা রঙের ফুল। আর সারা অঞ্চলটা ভরে উঠলো পাখ-পাখালী কল কূজনে। তাছাড়া এ সব ছাপিয়ে ভেসে এলো কিছু দূরে সরস্বতী নদীর কুলু-কুলু তান।

নারায়ণ মহাজ্ঞানী, সর্বত্যাগী, সংসার বিমুখ হলে কি হয়, রক্ত-মাংসের মানুষতো। তাই হঠাৎ এই আবহাওয়ার পরিবর্তনে আশ্চর্য চোখ খুলতেই একেবারে হতবাক। আরে, এরা কারা? আর আমাকে ঘিরে এইসব নাচ-গানই বা চলছে কেন? চোখ তুলে একটু দূরে তাকাতেই তিনি গাছের আড়ালে কন্দর্পদেবকে দেখতে পেয়েই সব ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। তিনি বুঝলেন যে তাঁর মহাজ্ঞান আহরণের উদ্দেশে তপস্যার খবর স্বর্গে গিয়ে পৌঁচেছে আর মহারাজ ইন্দ্র তাতে রীতিমতো চিন্তিত। আর সেই জন্যই তিনি মদনদেবকে পাঠিয়েছেন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে। নিজের তপস্যা ভঙ্গের জন্য তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, কিন্তু কি করা যায়, আবার নতুন করে তপস্যা আরম্ভ করা যাবে। তাছাড়া দোষতো নিজেরই, কেন তিনি প্রলোভনে পড়ে চোখ খুললেন। কিন্তু খুশিও হলেন কম না। স্বর্গ থেকে স্বয়ং কন্দর্পদেব এসেছেন মর্তে তাঁর ধ্যান ভাঙাতে। তাঁকে তো যথার্থ আদর-আপ্যায়ণ করা প্রয়োজন।

মদনদেব ঋষিকে প্রণাম করে বললেন—

—আপনিতো সবই জানেন। আমার দোষ নেবেন না। এদিকে আমার কাজ শেষ। এবার স্বর্গের দিকে রওয়ানা দিই?

—না, না। এ আপনি কি বলছেন। আমরা মর্তের লোক বলে কি অতিথির আপ্যায়ন করতে পারি না। আপনাদের অনেকদূর যেতে হবে। আমি আমার যথাসাধ্য ক্ষুদ-কুঁড়ো বেঁধে দিই। তাই দিয়ে আপনারা পথে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারবেন।

কন্দর্পদেব একটু হেসে বললেন—না তার কোন প্রয়োজন হবে না। আমরা সঙ্গে খাবার-দাবার নিয়েই এসেছি।

—কিন্তু খালি হাতে তো আপনাকে ফেরাতে পারি না। এতে যে মর্তের বদনাম হবে। কিছু আপনাকে নিতেই হবে।

এই বলে ঋষি নারায়ণ একটা ফুল দিয়ে নিজের ডান উরুতে তিনটি চাপড় মারলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সবায়ের চোখের সামনে যাদুর মত এসে দাঁড়ালো এক পরমাসুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। এই মৃগনয়নার চাঁপার কলির মত গায়ের রঙের সাথে আজানুলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম, সুগোল বক্ষ, ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্ব। কোথাও কোন খুঁত নেই। তার রূপে সারা দিক যেন আলোকিত হয়ে উঠলো। মদনদেবের সঙ্গে আনা অপসরীদের অনেকেই অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু এই মেয়ের রূপের কাছে সবায়ের রূপ হার মেনে যায়। তার সারা অঙ্গে যৌবন যেন একেবারে ফুটে বেরোচ্ছে।

কন্দর্প জীবনে অনেক সুন্দরী নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। কিন্তু এ এক অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। উপস্থিত সবাই হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে। শেষে একটু মৃদু হেসে ঋষি নারায়ণ মুখ খুললেন।

—আপনাদের সামনের এই মেয়েটির জন্ম উরু থেকে। তাই এর নাম উর্বশী। এ খালি অপরূপ সুন্দরী নয়। এ নাচে গানে অতুলনীয়। তা ছাড়াও এর আর এক বৈশিষ্ট্য আছে। এ চির-যৌবনা। জরা একে কোনদিন স্পর্শ করতে পারবে না। একেই আমি মহারাজ ইন্দ্রকে উপঢৌকন দিলাম। আপনারা একে স্বর্গে নিয়ে যান।

সবাই হাঁ করে ঋষির কথা শুনছে। তিনি কন্দর্পদেবকে বললেন—

—এই উর্বশীকে পেয়ে মহারাজা ইন্দ্রের আর মর্তের কথা, আমার তপস্যার কথা কিছুই মনে থাকবে না। আর আপনি নিশ্চিন্ত হন, আমাদের মত মর্তের কোন বাসিন্দার হাতে তাঁর আসন টলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। অনেকখানি পথ যেতে হবে আপনাদের। সুতরাং আপনারা আর দেরী না করে স্বর্গের দিকে রওয়ানা দিন।

LIGHTS

Arundhati Sarkhel

Through the ray of lights
O mighty God
Teach us how to love
rather than hate.
Teach us peace
rather than war
Teach us repect
Compassion and patience.
Give us good health
and joyful hearts.
Throughout the year
That's my prayer.

মদনের প্রাক্তন আপ্ত সহায়ককে ফের জেরা সিবিআইয়ের

সারদা-কাণ্ডে ফের সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করল মন্ত্রী মদন মিত্রের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক বাপি করিমকে। প্রায় তিন ঘন্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই অফিসারেরা। প্রসঙ্গত, এর আগে বাপিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সারদা-কাণ্ডে মদনের যোগ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছিল সিবিআই। সূত্রের খবর, মন্ত্রী ছাড়া আর কোনও 'প্রভাবশালী' সারদা-কাণ্ডে যুক্ত রয়েছেন কি না তা বাপির থেকে জানতে চান তদন্তকারীরা। সারদা সংস্থার মিডল্যান্ড পার্কের অফিসে মন্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ যেতেন কি না তা-ও বাপির থেকে জানতে চান তদন্তকারীরা। তাঁর থেকে এদিন বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। বাপির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জেলে গিয়ে মদনকে জেরা করতে পারে সিবিআই। তার জন্য আদালতের কাছে সিবিআই আবেদন জানাতে পারে। মদনের গ্রেফতারির পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার দুই জেলা নেতা। তাঁদেরই একজনের কাছে একান্তে প্রাক্তন আপ্তসহায়কের দিকে ইঙ্গিত করে মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বাপিই তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের কাছে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। একদা সর্বক্ষণের সঙ্গীর 'বিশ্বাসঘাতকতায়' মদন মানসিকভাবে ভেঙেও পড়েছিলেন ওই নেতার সামনে। যদিও বাপি জানিয়েছিলেন, মন্ত্রীর ওই অভিযোগ একেবারেই মিথ্যা। এদিকে, সারদা-কাণ্ডে সিবিআই তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কুদেব পণ্ডাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে বলে খবর। শঙ্কু সারদা সংস্থার একটি চ্যানেলে পদাধিকারী হিসাবে কাজ করেছিলেন। সারদা সংস্থার অ্যাকাউন্ট থেকে শঙ্কুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মোটা টাকা জমাও পড়েছিল বলে জেনেছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই শঙ্কুকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শঙ্কুকে এদিন মোবাইলে ধরা হলে প্রশ্ন শুনে তিনি লাইন কেটে দেন। পরে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি।

মদ ও ড্রাগের নেশা ছাড়লে হবে নিশ্চিত কর্মসংস্থান, উদ্যোগী হচ্ছে মোদী সরকার

সন্দীপ স্বর্ণকার, নয়াদিল্লী

মদ্যপান এবং ড্রাগের নেশা ছাড়লে গরিবদের কর্মসংস্থানের রাস্তা বাতলে দেওয়ার ব্যাপারে আরও বেশি করে উদ্যোগী হল নরেন্দ্র মোদি সরকার। কাজের বয়স রয়েছে, অথচ কোনও কারণে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন, এই ধরনের তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যবসাসহ নানান কর্মসংস্থান সুযোগ বাড়ানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং কর্মসংস্থানমন্ত্রী থাওয়ার চাঁদ গেহলট।

অন্যদিকে, পাঞ্জাব এবং মণিপুরে যেহেতু মদ্যপান এবং অন্যান্য ড্রাগের নেশার প্রকোপ বেশি, তাই এই দু'টি রাজ্যের জন্য বিশেষ সমীক্ষা শুরু করেছে মন্ত্রক। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের সব কটি রাজ্যে মদ্যপান এবং ড্রাগের নেশা ছাড়াতে এদিন একটি টোল ফ্রি ফোন নাম্বার ১৮০০ ১১ ০০৩১ চালু করলেন মন্ত্রী। নিজেই ফোন করে তাঁর নিজের রাজ্য মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে নেশামুক্তির জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে, তার খোঁজ নিলেন। আপাতত, হিন্দি এবং ইংরেজিতে এই টোল ফ্রি ফোনলাইনে কথা বলা যাবে। নেওয়া যাবে মদ ছাড়ার পরামর্শ। ফোনে পরিচয় গোপন রাখা যাবে। যদিও তাতে বহু নকল ফোন আসবে ধরে নিয়েই কাজ শুরু করেছে কেন্দ্র। কোথা থেকে ফোন করছে, কোন নম্বর থেকে ফোন যাচ্ছে, তা জানতে পারবে মন্ত্রক। আপাতত ন'জন বিশেষজ্ঞ নেশা ছাড়ার উপায় বাতলাবেন।

মন্ত্রকের সচিব সুধীর ভার্গবকে পাশে নিয়ে মন্ত্রী গেহলট বলেন, অনেকেই থাকেন যারা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও ব্যবসা বা চাকরি করার যোগ্য। তাঁরা যদিও আমাদের সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে কাউন্সেলিংয়ে সুস্থ হয়ে যান, তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন পূরণ করতে চাইছি। গোটা দেশের নেশা ছাড়ানোর ৭১৪টি সেন্টার রয়েছে।

গত ১৪ ডিসেম্বর রেডিও বার্তা 'মন কি বাত'-এ ড্রাগের নেশা ছাড়ানোর ব্যাপারে বলা হয়েছিল। তাই পুরানো উদ্যোগকে ফের নিজেদের এবং এই প্রথম বলে প্রচার করে মাঠে নামল মোদির মন্ত্রী থাওয়ার চাঁদ গেহলট। চালু হল টোল ফ্রি নাম্বার। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে তৎকালীন সামাজিক ন্যায় এবং কর্মসংস্থানমন্ত্রী মীরাকুমারের হাতে ঠিক এধরনেরই একটি ন্যাশনাল ড্রাগ হেল্প লাইন শুরু হয়েছিল।

একইসঙ্গে মদ এবং অন্যান্য ড্রাগের নেশা ছাড়াতে রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্যও করে আসছে কেন্দ্র। সরকারি হিসাব বলছে, এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গকে চলতি আর্থিক বছরে চারটি প্রকল্পের জন্য ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দেবে বলে ঠিক করেছে কেন্দ্র। যার মধ্যে ৩৩ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা দেওয়াও হয়ে গিয়েছে। এর আগের আর্থিক বছরে ১১টি প্রকল্পের জন্য ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল।

মদ এবং অন্যান্য ড্রাগের নেশা ছাড়াতে গোটা দেশের জন্য চলতি আর্থিক বছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। মোট ১৫৮টি প্রকল্পের জন্য রাজ্যগুলিকে ইতিমধ্যেই মোট ১৬ কোটি ৯২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। নেশা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যই রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য করা হচ্ছে।

এমনিতে গোটা দেশে কত মানুষ নেশাগ্রস্থ, তার কোনও নির্দিষ্ট হিসাব সরকারের কাছে নেই। স্বাস্থ্য, স্বরাষ্ট্র, বিদেশ, সামাজিক ন্যায়ের মতো একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এ ব্যাপারে নিজের নিজের মতো সমীক্ষা করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কোনও নির্দিষ্ট তথ্য সরকারের হাতে নেই। পাঁচ বছর আগে প্রায় ৮ কোটি মানুষ নেশাগ্রস্থ বলে একটি রিপোর্ট মিলেছিল। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রকের সমীক্ষাতেও তেমন সমন্বয় নেই।

তাই আপাতত দু'টি রাজ্য (পাঞ্জাব এবং মণিপুর) বেছে নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। মন্ত্রকের সচিব সুধীর ভার্গব বলেন, এনএসএসও অর্থাৎ ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অরগানাইজেশন তাদের মতো সমীক্ষা করছে। তবে আমরা এই দুটি রাজ্যের জন্য পাইলট প্রকল্প হিসাবে মন্ত্রকের তরফে সমীক্ষা শুরু করেছি। এইমসের ন্যাশনাল ড্রাগ ডিটেকশন ট্রিটমেন্ট সেন্টার এবং মণিপুরের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সের যৌথ উদ্যোগে এই সমীক্ষা হচ্ছে।

অন্যদিকে কেবল সমীক্ষাই নয়, জাতীয় ড্রাগ নীতিও তৈরি করা হচ্ছে। চলতি বছরের মার্চ মাসের মধ্যে তা তৈরি হয়ে যাবে বলেই জানা গিয়েছে। ওই নীতিতে নেশা ছাড়াতে সচেতনতা, পরামর্শ, পুনর্বাসনসহ কীভাবে নেশাগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু যুব শক্তিকে ফের মূল স্রোতে ফেরানো যায়, তার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

কিন্তু নেশা ছাড়াতে সিগারেটের মতো মদ বা অন্যান্য ড্রাগের ওপর বেশি করে কর চাপানোর কোনও পরিকল্পনা আছে কি? প্রশ্ন করায় মন্ত্রী গেহলট বলেন, কর চাপালে সেই হারে কমে না। তাই আদত লাভও সেরকম হয় না। নেশা ছাড়ার মূল উপায় হল সচেতনতা। এ ব্যাপারে কেবল কেন্দ্র নয়, রাজ্যগুলিকেও একই হারে উদ্যোগ নিতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে পরিবারের লোকজনকেও।

বাঙালির পিঠে পার্বণ

রস মুগ পুলি

উপকরণ : মুগডাল ২৫০ গ্রাম, ছানা ১০০ গ্রাম, নারকেল কোরা ১৫০ গ্রাম, ক্ষীর ১০০ গ্রাম, নতুন গুড় ৫০০ গ্রাম, সাদা তেল ৫০০ গ্রাম, ময়দা ও দুধ ব্যাটার তৈরি করার জন্য।

প্রণালী : মুগডাল ভেজে গুঁড়ো করে নিন। তার সঙ্গে ছানা একসঙ্গে মেখে রাখুন। এবার নারকেল, ক্ষীর ও সামান্য গুড়ের পাক দিয়ে পুর তৈরি করে নিন। বাকি গুড়টা গরম করে রাখুন। এবার মুগডাল ও ছানার মাখা মিশ্রণ থেকে ছোট লেচি কেটে তাতে পুর ভরে পুলির আকারে গড়ে নিন। সাদা তেল কড়ায় গরম করে ব্যাটারে পুলি ডুবিয়ে তা ভেজে নিয়ে গুড়ের রসে ফেলুন। ঠাণ্ডা হলে পরিবেশন করুন।

রাঙালুর মাদান

উপকরণ : রাঙা আলু ২০০ গ্রাম, ছানা ১০০ গ্রাম, আপেলের টুকরো ১০০ গ্রাম, ভাজা কাজু ৫০ গ্রাম, কিশমিশ ৫০ গ্রাম, আমসত্ত্ব টুকরো করে কাটা ৫০ গ্রাম, নারকেল কোরা ৫০ গ্রাম, নতুন গুড় ৫০০ গ্রাম, সাদা তেল ৫০০ গ্রাম, ঘি ৫০ গ্রাম।

প্রণালী : রাঙালু সেদ্ধ করে তা ছানার

সঙ্গে মাখুন। আপেল, কাজু, কিশমিশ, আমসত্ত্ব ঘিতে ভালো করে নেড়ে নিয়ে পুর বানিয়ে রাখুন। রাঙালু মাখার মিশ্রণ থেকে লেচি কেটে তাতে এই পুর ভরে পুলির আকারে গড়ে নিন। কড়াইতে সাদা তেল গরম করে এই পুলি ভেজে তুলুন। ভাজা হয়ে গেলে তা গলিয়ে নেওয়া নতুন গুড়ে ফেলে মিনিট পাঁচেক রেখে দিয়ে অন্য একটি পাত্রে তুলে রাখুন। ঠান্ডা হলে ওপর থেকে বাকি নতুন গুড় ছড়িয়ে বা আলাদা বাটিতে নতুন গুড় সহ পরিবেশন করুন।

পুলি পিঠে

উপকরণ : পুরের জন্য – ক্ষীর ১০০ গ্রাম, নারকেল ১/২ মালা, এলাচ গুঁড়ো আন্দাজ মতো। পুলির জন্য – ভালো করে ময়ান দিয়ে মাখা ময়দা।

প্রণালী : ছোট ছোট বলের আকারে ময়দার লেচিতে নারকেলের পুর দিতে হবে। অন্য দিকে একটি পাত্রে দুধ গাঢ় করে ফুটতে দিন। তাতে চিনি এবং এলাচ দিয়ে নাড়িয়ে তাতে পুলিগুলো দিয়ে ফুটিয়ে নামিয়ে নিন।

পাটি সাপটা

উপকরণ : দুধ ১ কাপ, চিনি ৩০৪ চামচ (তেলে ময়ান দেওয়া)। পুরের জন্য – নারকেল কোরা ১/২ মালা, এলাচ গুঁড়ো আন্দাজমতো, চিনি আন্দাজমতো।

প্রণালী : ব্যাটারের জন্য দুধ, চিনি, ময়দা মিশিয়ে রাখুন। অন্য একটি কড়াইতে পুরের উপকরণগুলি মিশিয়ে ভালোভাবে পুরটি বানিয়ে সরু আঙুলের মতো ছোট করে গড়ে রাখতে হবে। এবার একটি ননস্টিক তাওয়াতে এক হাতা ব্যাটার দিয়ে গোল করে ছড়িয়ে দিতে হবে। একটু শক্ত হয়ে এলে তাতে মাঝখানে পুর দিয়ে ব্যাটারের দুটি দিক মুড়ে দিলেই পাটি সাপটা তৈরি।

রাঙা আলুর পিঠে

উপকরণ : রাঙা আলু ২ টো (সেদ্ধ করে মেখে নেওয়া), চিনি আন্দাজ মতো, এলাচ গুঁড়ো। পুরের জন্য– ক্ষীর ২০০ গ্রাম, চিনি ৪ টেবিল চামচ, নারকেল কোরা ১/২ মালা।

প্রণালী : একটি কড়াইতে পুরের উপকরণ ভালো করে নেড়ে পুর বানাতে হবে। অন্যদিকে মাখা রাঙা আলু, চিনি, এলাচ মিশিয়ে নিয়ে নৌকার আকারে গড়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে অল্প ময়দা দেওয়া যেতে পারে। এবারে নৌকার আকারে গড়া রাঙা আলুর মধ্যে পুর দিয়ে নৌকার মুখ বন্ধ করে তাকে লাল করে ভেজে নিতে হবে।

গোকুল পিঠে

উপকরণ : পুরের জন্য – নারকেল কোরা ১/২ মালা, চিনি আন্দাজ মতো, ক্ষীর ১০০ গ্রাম। অন্যান্য উপকরণ – ময়দা ৫-৬ চামচ (সামান্য ময়ান দেওয়া), পাতলা চিনির সিরা।

প্রণালী : পুরের সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট বলের আকারে গড়ে নিন। এবারে ময়ান দেওয়া ময়দা একটি পাত্রে অল্প জল দিয়ে ব্যাটারটা বানিয়ে নিন। তারপর নারকেলের বলগুলি ব্যাটারে ডুবিয়ে ডিপ ফ্রাই করে চিনির সিরায় ডুবিয়ে নিয়ে সার্ভ করুন।

FLAT FOR SALE

Semi furnished two BHK, two full bath 920 SQ FT with a covered Car parking space in Sherwood Estate in Narendrapur/Kolkata, Brand new, not used yet, 3rd fioor/4 stories building. $82,000.00.
(To be paid in US dollar only).
Contact No - 973-632-2857(USA)
E-Mail : dmajumdar87@hotmail.com

Those who have Medicaid or any sort of public assistance will get free Air conditioner and about $ 500 cash assistance for paying off gas and electric bills Contact : HOPE USA. A non -profit organization.
Partha 718 727 5762
Phillip 3475487937.

মায়াবাদ ও জন্মান্তর

মহাদেব পাল (নিউইয়র্ক)

এই অসমিমহাশূণ্যে ধাবমান আমাদের এই ধরণী ধরিত্রী, এই মহাশূণ্যময় মরুর বুকে একটি অতিক্ষুদ্র অনুপ-সুন্দর মায়াময় মরুদ্যান! প্রখর সূর্য থেকে বহুদূরে, আপন দূরত্ব বজায় রেখে, আপন কক্ষপথে, আপনার আপন খেয়ালে—সে, তার জনক সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে, কোন এক অজানা আকর্ষণে—তার জন্মকাল থেকে! প্রকৃতির দুর্নিবার নিয়মে যে জন্মেছে তার ধ্বংস; মৃত্যু বা লয়—সুনিশ্চিত! কিন্তু, তা' কখ ন?—তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না, এই খেয়ালী প্রকৃতির খে য়ালীপনার জগতে।

হলোই বা এটা একটা মায়াময় মরুজগৎ—পঞ্চভূতের রাজত্ব। ঐ পঞ্চভূতের শাসনে, জন্ম-মৃত্যুর বাঁধনে বাঁধা এখানের এই ক্ষণস্থায়ী মর-জীব-জীবন! কিন্তু, ইহা কি অপূর্ব সুন্দর বিস্ময়কর কি মায়াময়!! এই সুন্দরী, সুনীলবসনা, চিরযৌবনা ধরনীর বুকে—সক্রিয়া ষড়্গুণা প্রকৃতি, তার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিধানকারী পঞ্চভূতের রঙ্গময়তার পার্থিব জীব-জীবনকে সৃজন, পালন ও নিধন করে চলেছে—আপনার আপন খেয়ালে কি সুনিপুণভাবে!

জীব জন্মের মাধ্যমে এখানে আসে, সুখ-দুঃখের তরঙ্গদোলায় দোলে, জীব-জীবন উপভোগ করে, আবার মৃত্যুর কোলে লীন হয়ে যায়—এই মায়াময়ী ধরিণী ধরিত্রীর বুক থেকে—শূন্যলোকে! কি কল্পনাতীত, রোমাঞ্চময়—এক পরম বিস্ময়!!

এই মর-মায়ামরীচিকাময় অলীক পার্থিব জীবন,—জীবন্ত জীবের কাছে ইহা এক অলীক স্বপ্নমাত্র! তবুও, এই পার্থিব জীব জীবনের গণ্ডিতে, এই জন্মমৃত্যুময়-মায়াভরা ধারাবাহিক অনন্ত জীবন-স্রোত—এক চিরন্তন মহাবিস্ময়! আর, ইহাই মহামায়া প্রকৃতির মায়াময়ী মহতী-মায়া! এই মহতী মায়ার দ্বারাই বিশ্বজগৎ আচ্ছাদিত, আবরিত! মহাজ্ঞানী ঋষিগণ ইহাকেই মায়াময় "মায়াবাদ" নামে অভিহিত করেছেন। এই মায়া-প্রপঞ্চের দ্বারাই মহাব্যোমের মহাজগৎ—আচ্ছাদিত, আবরিত! এ এক মহাবিস্ময়কর মহাবিস্ময়! এক অখণ্ড, অনন্তপরম "ব্রহ্ম"-সত্ত্বা—চিরকাল, চিররহস্যাভরে সর্বত্র—বর্তমান!!

আর এই সুন্দরী ধারিণী ধরনীর বুকে এই চিররহস্যাবৃত মায়াময় অলীক জীব-জীবন—জীবন্ত জীবের কাছে স্বপ্নমাত্র হলেও, পার্থিব জীব জীবনের ইহা একটি অনিন্দ্য সুন্দর আনন্দময় পান্থশালা একটি সুখকর আকাশ মরুদ্যান—যা, যাযাবর জীব জীবনের এক অপূর্ব সুন্দর বিশ্রামাগার! কি নাই এখানে?—মৃত্যু ছাড়া অনন্য জীব জীবনের যা কিছু ভোগ্য, ঐশ্বর্য সে সবই এখানে অতিসুন্দরভাবে বর্তমান! এই মায়াময়ী পৃথিবী মর-জীবের কাছে (ইহা অলীক হলেও) এক অতি অনুপম সুরম্য আবাসস্থল! কারণ, এখানে আলো, বাতাস, খাদ্য, পানীয় আদি যা কিছু—জীব ও উদ্ভিদ জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন, সে সবই এখানে সর্বদা সুন্দররূপে বিদ্যমান।

এই সুবিশাল শ্যামলা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে কোথাও লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ মনোরম সবুজ বনভূমি, ভয়ংকর সব সরীসৃপ ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, এবং দুর্গম হলেও—এই বনানীর গুল্ম-লতা ও বিটপীর কিশলয়ময় শাখায় শাখায় ফোটে ফুল, ফুলে ফুলে মধু, সুগন্ধ ও কেশরদণ্ড পরাগময়! কুলকুল, মধুলোভ মধুপায়ী মধুলিট্‌দের গুণগুঞ্জনে আকুল! মধুলেহীরা, ফুলের বুকে মধুরস পান করে, মাতাল হয়ে, সুগন্ধী পরাগ মেখে, সন্ধ্যাবেলা ফুলের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে! প্রভাতে জেগে উঠে'—গুনগুনিয়ে মধু খেয়ে বেড়ায় ফুলপরীদের বুকে বুকে—নিরলসভাবে! ধীরে ধীরে ফুল ঝড়ে যায়, ধরে ফল—মধুরসে পরিপূর্ণ হয়ে, জীবকুলের অফুরন্ত খাদ্যের ভাণ্ডার রূপে! কি অপূর্বসুন্দর! কি অদ্ভুৎ।

আবার কোথাও—বালুকা-ধূসর ধূ ধূ তাপক্লিষ্ট, মায়ামরীচিকাময় মরুপ্রান্তর! তারই বুকে—কাঁটা গুল্ম—বৃক্ষে ভরা, সুপেয় পানীয় জলে পূর্ণ মায়াময় বিরল মরুদ্যান। দুর্গম-দুর্বার যাযাবরের ক্ষণিক বিশ্রামের আশ্রয়স্থল! কি বিস্ময়কর-রোমাঞ্চময়!

এই বিশাল বিস্ময়ভরা অপরূপা ধরনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থলভাগ, বা দুই তৃতীয়াংশ লবণাক্ত জলপূর্ণ—মহাসাগর, সাগর, উপসাগর ও হ্রদাদিতে সমাকীর্ণ! এই সমস্ত সুগভীর মহাসাগর-সমুদ্রের গভীর জলতলদেশে রয়েছে বিভিন্ন মণি-মানিক্যাদি রত্নের অফুরন্ত ভাণ্ডার! তাই সমুদ্রের আর এক নাম—রত্নাকর! কিন্তু, সাগর-সমুদ্র রত্নাকর হলেও—এর গভীর জলে রয়েছে তিমিঙ্গিল আদি ভয়ঙ্কর সব জলজাত প্রাণী এবং তাদের খাদ্যরূপে নির্ধারিত বিভিন্ন বৃহৎ-ক্ষুদ্র মৎস্যাদি ও বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ! এই বিশাল জলরাশির উপরিভাগ সূর্যকিরণে উত্তপ্ত হলে জল বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে উড়ে যায়। সেখানে শীতল বাতাসের সংস্পর্শে এসে জলীয়বাষ্প মেঘে পরিণত হয়। আর মেঘ বাতাসে ভর করে উড়ে যায় দেশ-দেশান্তরে এবং শীতলিত হয়ে বিমল বারি বর্ষণ করে স্থলভাগকে সরস শ্যামল করে তোলে। তাই কবি বলেছেন—"বিমল-জলধিজল করিয়া শোষণ, জলধর করে দেখ সুধা বরিষণ!" এই সুপেয় বিমল মেঘ বারিধারা—নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর পুষ্করিণী হ্রদ ও মাটির নীচে বালুকাময় জলস্তরে সঞ্চিত হয়ে—জীব জীবনে পিপাসা মিটায়! আবার কখনো কখনো অধিক উত্তপ্ত সমুদ্রবুকে জলবাষ্প পুঞ্জিভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। যা স্থলভাগে প্রবাহিত হয়ে পার্থিব জীব জীবনের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে! বিভীষিকায় ভরিয়া তোলে জীবজীবন! কিন্তু—"তবুও তাহারে হেরি' ধরার ধরে না হর্ষ! কারণ—"এরই মাঝে আছে কালপুরুষের সুগভীর পরামর্শ!" আর এই গভীর পরামর্শই বয়ে আনে—নব নব সৃষ্টির নিত্যনব মহানন্দ কি অদ্ভুত-সুন্দর! কি বিস্ময়কর!! এই সুন্দর, মেঘ-শীতল বারিধারা বর্ষণে স্নাত-স্নিগ্ধ, সম্পদ সমৃদ্ধ, শস্য-শ্যামল-সবুজ প্রান্তর এবং সুশীতল ছায়াতরুর ছায়ায় ছায়ায় ছায়াময়, তৃণ-শষ্পাবৃত স্নিগ্ধ-শ্যামল অঞ্চল—বাষ্পাকুল-রামধনুরাঙা মেঘের বুকের স্নেহশীতল বারিধারায় সিঞ্চিত জীবনদায়ী সুশীতল চঞ্চল সমীরণে শিহরিত; এবং নবীন তরুণ-অরুণ কিরণে—অলক্ষ্য লক্ষ লক্ষ ঘাসের আগায় ও কিশলয়ের সবুজ শাখায় পাতায় পাতায়—বিন্দু বিন্দু শিশিরকণার মানিকগুচ্ছ-লাখ মানিকের হাসিতে সমুজ্জ্বল। এখানে চলতে গেলে পায়ে পায়ে কোমল-দুর্বাদল দলতে হয়। আর দুর্বাদলের দলে দলে সঞ্চিত শিশিরকণা-পা ধুঁইয়ে দেয় সুচঞ্চল সমীরণ শাখীর শাখায় শাখায় সানন্দে আন্দোলিত হয়ে—আতপাতপ্তদের চামর দুলিয়ে ব্যজন করে! এখানে বেপুবন ও গুল্মবন লতা পরিবৃত হয়ে কুঞ্জ ও নিকুঞ্জবন তৈরী করে কুঞ্জ ও নিকুঞ্জগুলি লতায় লতায়, লতাগুলি ফুলে ফুলে ফুলগুলি সুন্দর সুবাস ও সুমধুর মধুরসে পরিপূর্ণ! এখানে মধুবসন্তে কোকিলের শ্রবণমধুর সুমধুর পঞ্চমসুরের কুহু কুহু আর পাপীয়ার "পিউ-কাঁহা" ও রূপসী পাখীর "বউ-কথা কও" কলকূজনে—দিগাঙ্গনা মুখরিত হয়ে ওঠে! নিকুঞ্জবাসী ও ভ্রমর ভ্রমরীরা সন্ধ্যায়—পাখীদের ঘুমপাড়ানিয়া গানে—ঘুমিয়ে পড়ে, আবার ঊষশীর অরুণরাঙা প্রভাতে—বিহঙ্গ কুলের প্রভাতী সঙ্গীতের সুরধ্বনিতে জেগে ওঠে। কি মায়াময়! কি সুন্দর! যেন মমতাময়ী মা ধরিত্রী তার অবোধ-নিরস্ত্রয় সন্তানদের জন্য, সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনায়, স্নেহভরা সুগভীর মমতায় পেতে রেখেছে—তার স্নেহশীতল কোমল স্নেহাঞ্চল!

মায়াময়ী মহামায়ার মায়াময় এই অলৌকিক পৃথিবীতে জীব জন্মায়, জীব জীবনের সুখ-দুঃখ ভোগ করে! কিন্তু এই অত্যল্প পরমায়ুর জীবনে জীবের ভোগলালসার পূর্ণ-পরিতৃপ্তি ঘটে না, কামনা-বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। তাই বৈষ্ণব কবি বলেছেন ঃ

"জনম জনম হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল!
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল!!"

ওই অপরিতৃপ্ত অন্তরাত্মা, কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে এই সুখ-ঐশ্বর্যপূর্ণ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় না! বলে ঃ- "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে!" এই কামনা কবলিত জীবাত্মা, বাসনার বশবর্তী হয়ে, নব-জন্মে নবীন দেহ পরিগ্রহ করে বারবার ফিরে আসে—পৃথিবীর এই সুখ-সুন্দর জীবজীবন উপভোগ করতে! এই ভাবেই কামনা কবলিত জীবাত্মার ঘটে জন্মান্তর। এই আত্মা এক-অদ্বিতীয়-অবিনশ্বর, সর্বকালে সর্বভূত বর্তমান—পরম "ব্রহ্ম"! আপন লীলায় লীলায়িত হয়ে, আপন আপন সৃষ্টি-মাধুর্য উপভোগ করে! দেহজীর্ণ হলে সেই পরিত্যাগ করে 'অন্য নূতন-দেহ গ্রহণ করে, ও সেই দেহে অন্তর্লীন থেকে—জীবন-রস-বৈচিত্র উপভোগ করে। এই ভাবেই বয়ে চলেছে—সৃষ্টি ও জীব জীবনের জীবন স্রোত! জ্ঞানী ঋষিগণের এই মতবাদ কে-ই বলা হয়—"জন্মান্তর বাদ"। যা' অনন্তকাল ধরে, অনন্ত বিশ্বের মহাশূন্যে ধাবমান এই পৃথিবীর বুকে—প্রবাহমান এই মায়াময় মর জীব-জীবন—কি রমনীয় চিন্তাতীত এক মহাবিস্ময়!!

।। ওঁ-শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

মহাদেব পাল
উড্‌বারী, নিউইয়র্ক।

প্রথা ভেঙে 'গার্ড অব অনার'-এর দায়িত্বে পূজা ঠাকুর

লাল কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তার পিছনেই আসছেন ভারতীয় বায়ুসেনার এক মহিলা অফিসার। চলনে সৈনিক দৃঢ়তা, মুখে ইস্পাত-কাঠিন্য। রাষ্ট্রপতি ভবনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের 'গার্ড অব অনার' অনুষ্ঠানে নেতৃত্বের দায়িত্ব ছিল তাঁরই। নিয়ম-মাফিক সব কিছু করলেন তিনি। ভাঙলেন শুধু একটি প্রথা। ভারতের ইতিহাসে এর আগে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের গার্ড অব অনারের দায়িত্ব পেয়ে এসেছেন পুরুষ অফিসাররা। এ দিন সে নিয়ম ভেঙেই ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কম্যান্ডার পূজা ঠাকুর।

ঘড়িতে তখন ১২টা ১৪। সব চ্যানেলে গার্ড অব অনার অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়েছে। প্রথমে বেজে উঠল মার্কিন জাতীয় সঙ্গীত। তারপরই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। শেষ হতে দস্তুর মেনে ফৌজি কায়দায় হেঁটে এলেন পূজা। সামনে স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়ানো মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানালেন গার্ড অব অনার নিতে। লাল কার্পেটের উপরে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন ওবামা। গোটা দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার ফোকাস তখন তাঁর দিকে। চলছে সরাসরি সম্প্রচার। হঠাৎই তার ফাঁকে 'ব্রেকিং নিউজ' দেখাতে শুরু করেছে চ্যানেলগুলি – ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মহিলা সেনা অফিসার গার্ড অব অনার অনুষ্ঠানের দায়িত্বে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাঁটা শেষ হতে ভেসে এল পূজার নির্দেশ।

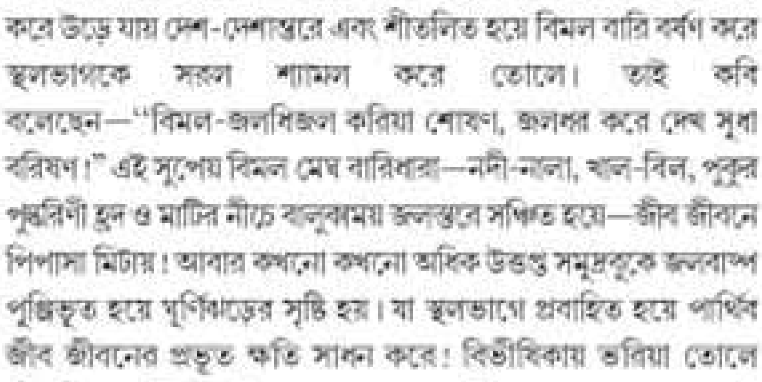

শুনেই রাইফেল উঁচিয়ে প্রস্তুত সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসাররা। তারপরই ২১টি তোপধ্বনি। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রপ্রধানকে ভারতের 'ঐতিহাসিক' গার্ড অব অনার।

বিষয়টি নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই আনন্দিত পূজা। তবে ইতিহাস গড়ে নয়, বরং ওবামার সামনে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে খুশি তিনি। বললেন, "আমি প্রথমে একজন অফিসার, পরে মহিলা।" জানিয়ে দিলেন, ভারতীয় বায়ুসেনা নারী-পুরুষ ভেদাভেদ করে না। তাই গার্ড অভ অনারের দায়িত্বে থাকা প্রথম মহিলা অফিসার হিসেবে নয়, এই বিরল অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পেরেই আনন্দিত তিনি।

২০০০ সালে ভারতীয় বায়ুসেনায় যোগ দিয়েছিলেন পূজা। এখন কাজ করেন বায়ুসেনার সদর দফতরে প্রচার বিভাগ 'দিশা'য়। জানালেন, এদিনের অনুষ্ঠানের জন্য কাজের পাশাপাশিই নিয়মিত মহড়া দিয়েছিলেন তিনি। পূজাকে টেলিভিশনে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েন মা-বাবা। পূজার বয়ানে, "ওঁরা আমাকে দেখে গর্বিত।" পূজার আশা, এ দিনের অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখার পর হয়তো উৎসাহিত হয়ে আরও বেশি সংখ্যক মহিলা বায়ুসেনার যোগ দিতে চাইবেন।

পূজার দৃষ্টান্ত অবশ্য কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কারণ এ বারের প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানে মূল 'থিম'ই হচ্ছে নারীশক্তি'। যেমন – সেনাবাহিনী, নৌসেনা ও বায়ুসেনা – এই তিন বাহিনীর শুধু মহিলা অফিসারদের নিয়ে কুচকাওয়াজ করার জন্য একটি দল থাকবে। তা ছাড়া, নৌসেনার সামগ্রিক যে কুচকাওয়াজ হওয়ার কথা, তাতেও এ বার নেতৃত্ব দেবেন এক মহিলা অফিসার– লেফটেন্যান্ট কম্যান্ডার সন্ধ্যা চৌহান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেয়েছিলেন, এই অনুষ্ঠানে নারী উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে পড়ুক। সেই ইচ্ছা অনুযায়ীই সম্প্রতি চালু হওয়া 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের উপর বিশেষ ট্যাবলো বের করার পরিকল্পনা করেছে শিশু ও নারী উন্নয়ন মন্ত্রক।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

লড়াই

ছবির মধ্যান্তরটা কি একটু বেশি সময় নিচ্ছে? একটা ছবি দেখতে বসে যখন এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঁকি মারে তখনই মনে হয় সেই ছবির সাফল্য নিয়ে কোনও সংশয় থাকে না। সে ছবি রিমেকই হোক বা মৌলিক, নাচা-গানা মার্কা হোক বা স্পোর্টস ফিল্ম ...

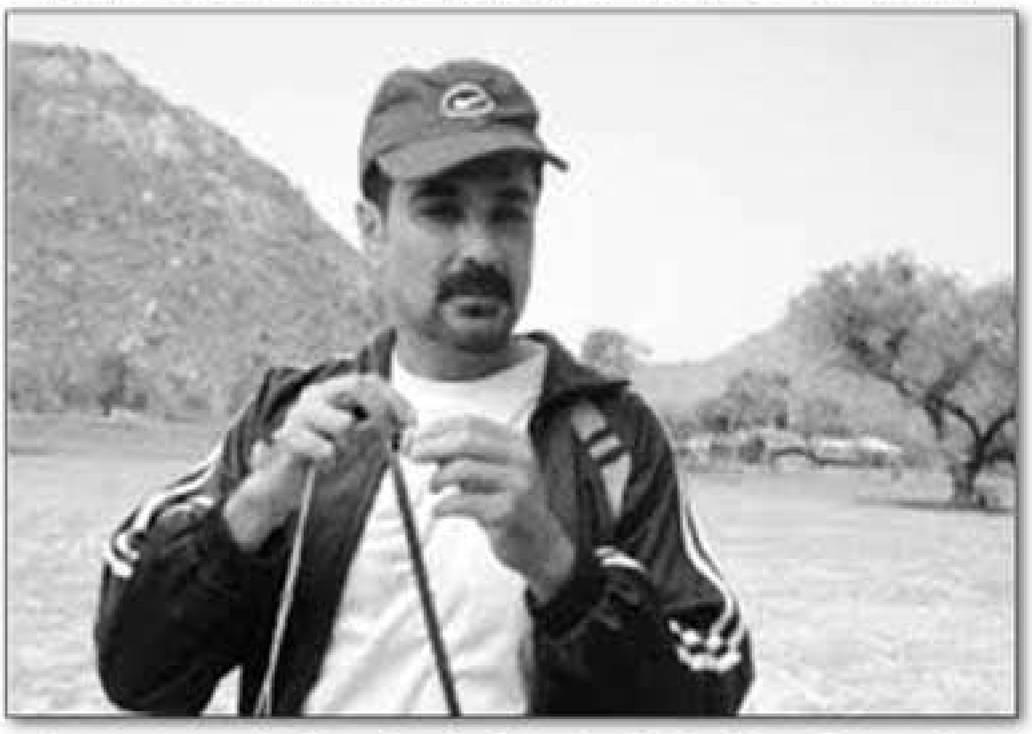

আসল কথা হল চিত্রনাট্যের গতিশীলতা আর দর্শককে ছবির শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা। এই দু'টি ক্ষেত্রেই পরিচালক পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় ছবি 'লড়াই' সফল। একটা স্পোর্টস ফিল্ম তখনই সফল হয়ে ওঠে যখন সেই ছবির মধ্যে খেলাটাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করা যায়। খেলার দৃশ্যটা মোটেই সাজানো বলে মনে না হয়। 'কোনি' বা 'এগারো' ছাড়া খেলা নিয়ে তৈরি কোনও বাংলা ছবিতে এমনকী জন আব্রাহাম অভিনীত ফুটবল নিয়ে ছবিতেও খেলাটাকে সাজানো বলেই মনে হয়েছে। 'কোনি' ছবির একটা সুবিধে ছিল। এই ছবির বিষয় সাঁতার। টিম গেম ফুটবলকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে পর্দায় হাজির করা বেশ কঠিন। পরমব্রত সেই কঠিন কাজটা পেরেছেন---অভিনন্দন। ব্যর্থ ফুটবলার থেকে ছোট

ক্লাবের কোচ হয়ে সরকারি প্রজেক্ট হাতে নিয়ে কুসুমডিহিতে যাওয়া ফুটবল কোচ সেবাস্টিয়ান রায়ানের ভূমিকায় অনবদ্য প্রসেনজিৎ। নিজেকে ভেঙেচুরে একজন কোচ হিসেবেই সেখানে নিজের চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। ছবিটা দেখলেই বোঝা যায় ক্যামেরার বাইরেও চরিত্রের জন্য কতটা খেটেছেন, চরিত্র নিয়ে কতটা ভেবেছেন। 'ক্ষিদ্দা'র মতোই সেবাস্টিয়ান রায়ান হতে পারে বাংলা ছবির একটি অমর চরিত্র। দীপনারায়ণ, অনুরাধা, মোক্তার বা দোয়ার চরিত্রে ঠিকঠাকভাবে নিজেদের হাজির করেছেন ইন্দ্রাশিস, পায়েল সরকার, খরাজ মুখোপাধ্যায় ও কাঞ্চন মল্লিক। একটি ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে সুন্দর গার্গী রায়চৌধুরিও। তবে কি প্রশ্নাতীত এই ছবি? তা নয়। পরিচালককে প্রশ্ন করতেই পারি, এখানে একা একটা মেয়ে সদ্য পরিচিত একটি ছেলের সঙ্গে তার বাড়িতে রাত কাটাতে যেতে পারে? যে গ্রামে বাচ্চারা ক্রিকেট খেলে সেই গ্রামের বড়দের ফুটবল নিয়ে কোনও ধারণা নেই, এমনটা হয় কি? রামকৃষ্ণ মিশনে পড়া জমিদার তনয়ের নীচু জাতির প্রতি এতটা ঘৃণা থাকে কি?

তবে এই জাতীয় বেশ কিছু প্রশ্ন তোলা গেলেও শেষ পর্যন্ত ছবিটা যে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর সেই জন্যেই টিম 'লড়াই'কে ধন্যবাদ।

ত্রয়ী

ত্রয়ী নামকরণেই স্পষ্ট ত্রিকোণ সম্পর্কের। তবে ছবির চিত্রনাট্যে ত্রিকোণ প্রেমের থেকেও গুরুত্ব পেয়েছে থ্রিলার। রাজ মুখার্জির এই ছবিতে তাই তিনজনকে নিয়ে ঘন হয়েছে রহস্য। ফলে সম্পর্কের সঙ্কট সেভাবে গুরুত্ব পায় না। যেমনটা গুরুত্ব পায় না রাজীবের (বাদশা মৈত্র) ইচ্ছা। ব্যবসায় নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সে স্ত্রী অঞ্জলির (ঋতুপর্ণা) পৈতৃক বাড়িটা বিক্রি করতে চায়। কিন্তু অঞ্জলি বাড়ি অন্তপ্রাণ। বাব-মার স্মৃতি সে হাতছাড়া করতে নারাজ। সংসারে অভাব মেটাতে সে ভায়োলিন স্কুলে শিক্ষকতা করে। কিন্তু হঠাৎ-ই অঞ্জলির মতবদল হয়। সে বাড়ির একটা অংশ ভাড়া দিতে চায়। ভাড়াটে হিসেবে আসেন গায়ক সঞ্জয় চ্যাটার্জি (প্রিয়াংশু চ্যাটার্জি)। অঞ্জলির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এমনকী দু'জনে ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নাটকীয়ভাবে সেই সিদ্ধান্তের বাস্তব রূপায়ণ হয় না।

দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে থ্রিলার। মুখ্য উদ্দেশ্যে বাড়ি দখল। চিত্রনাট্যের এই পর্যায়টা বেশ তারিফযোগ্য। দর্শকরা কী ঘটছে, কেন ঘটছে সহজে অনুমান করতে পারবেন না। আসল ভিলেনের রূপ উদ্ঘাটিত হতে থাকে ধীরে ধীরে।

ছবিতে তিনটি চরিত্রের সর্বক্ষণের উপস্থিতি। চতুর্থ চরিত্র হিসেবে এক মহিলা পুলিশ অফিসার খুব সামান্য সুযোগ পেয়েছেন। প্রিয়াংশু বা বাদশা মৈত্র যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন নিজেদের চরিত্রকে সার্থক রূপ দিতে। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত নিজের চরিত্রে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। ছবির গান সেভাবে দাগ কাটতে পারে না। সামগ্রিকভাবে ত্রয়ীর বাণিজ্যিক সাফল্য নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। ফেলুদা, ব্যোমকেশদের সঙ্গে লড়াইয়ে এই থ্রিলার কতটা সফল হবে তা যথেষ্টই সন্দেহের।

হরে আর কৃষ্ণকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে

ডি এক্সপ্রেস

সাত সকালেই শুরু হয়েছিল ঝগড়া আর গণ্ডগোল খোদ বাস গুমটিতেই। সদ্য নতুন যাত্রার ঠিকানা পেয়েছে 'ধর্মপুত্র এক্সপ্রেস'। বাঁধা-ধরা ধর্মতলা-গড়িয়ার একঘেয়ে যাওয়া-আসা রুটিন সরিয়ে এবার সে যাত্রী নিয়ে ছুটবে উত্তরবঙ্গে। সেই যাত্রার প্রস্তুতিও প্রায় সারা। এমন সময়েই বেঁধে গেল ঝগড়াটা। আর সেই ঝগড়ার দুই পরস্পর বিবাদমান পাত্র হল সেই বাসেরই চালক হরে এবং কন্ডাক্টর কৃষ্ণ। এমনিতে গলায় গলায় ভাব দু'জনের। এতটাই গভীর সেই ভাব, যে লোকে এদের ডাকে 'হরেকৃষ্ণ' বলেই। কিন্তু মাঝে মাঝেই এত ভাব সত্ত্বেও দু'জনে তুচ্ছ কারণেই ঝগড়ায় মেতে ওঠে। তবে সেই ঝগড়ায় হিংসার উত্তাপের চেয়ে মজা আর হাসির আবহই থাকে বেশি। এই এখন যেমন হল।

নতুন রুটে যাত্রা শুরুর আগে চালক হরে সদ্য 'ওম টায়ারং নমো, ওম টায়ারং নমো, ওম হেডলাইটং নমো,' বলতে বলতে বাসের গায়ে এবং নিজের মাথায় চরণামৃত ছেটাচ্ছেন। এমন সময় সেই জলের কয়েক ফোঁটা এসে পড়ল কৃষ্ণের গায়ে আর টেবিলে রাখা খাতায়। এক মনে টিকিট বিক্রির হিসেব করে যাওয়া কৃষ্ণকে চমকে দিতে এই কয়েকটা ফোঁটাই যথেষ্ট। আর তা থেকেই সাত সকালে শুরু হয়ে গেল হরে আর কৃষ্ণের ঝগড়া। সেই ঝগড়া অবধারিত ঘুরে গেল চালক না কন্ডাক্টর কে বেশি 'মহান' সেদিকে। নিজের মহানত্ব প্রমাণ করাতে হরের থেকে খর্বাকৃতি কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ারের ওপর। হরেও ছাড়ার পাত্র নয়। চেয়ারের সাহায্যে হঠাৎ লম্বা হয়ে যাওয়া কৃষ্ণকে দমাতে 'ম্যায় মহান হুঁ' বলতে বলতে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল হরে। হরের বক্তব্য, স্টিয়ারিং, ব্রেক, গিয়ার সামলে যাত্রীদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজটা করে চালক, তাই সে 'মহান'। আর কৃষ্ণের বক্তব্য, সে যদি যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সার হিসেবটা বুঝে না নিত, তাহলে স্টিয়ারিংয়ে বসার আগেই না খেয়ে ভূত হয়ে যেত চালক। কাজেই কন্ডাক্টরই 'মহান'। উপভোগ্য ঝগড়া, সন্দেহ নেই। আর এই ঝগড়াটাই সযত্নে লেন্সবন্দি করলেন পরিচালক বাপন ঘোষ এবং সিনেমাটোগ্রাফার নয়নমণি ঘোষ। ছবির নাম 'ডি এক্সপ্রেস'।

সম্প্রতি বোলপুরে হয়ে গেল এই ছবির শ্যুটিং। 'হরে'র ভূমিকায় মুম্বইয়ের অভিনেতা রজ্জাক খান। 'হেরাফেরি', 'ভাগম ভাগ', 'হ্যালো ব্রাদার', 'পার্টনার', সহ বহু বলিউড ছবিতেই কমেডি অভিনয়ে মাতিয়েছেন ও মাতাচ্ছেন দর্শকদের। 'ডি এক্সপ্রেস' তাঁর প্রথম বাংলা ছবি। বললেন, 'মেহমুদের বম্বে টু গোয়ার একটা ফ্লেভার রয়েছে এই ছবির মধ্যে। চিত্রনাট্য খুবই ভালো। ভবিষ্যতেও কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে বাংলা ছবিতে।'

কৃষ্ণর ভূমিকায় আছেন 'মিরাক্কেল' থেকে উঠে আসা অপূর্ব রায়। এটি তাঁর পঞ্চম ছবি। বললেন, 'বড় পর্দা থেকে অভিনয় প্রস্তাব আসছেই। তাই আপাতত ছোট পর্দা বদলে মন দিয়েছি বড় পর্দায়।' পরিচালক বাপন ঘোষ বললেন, 'এই ছবি আসলে রোড মুভি। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করছে কয়েকটা মজাদার চরিত্র। কাজেই ছবির প্রথমার্ধে মজায় ভরা।' সেই যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে ফেলুবাবু (হিমাদ্রি দাস) তার স্ত্রী নীলু (সোমা চক্রবর্তী) ও সন্তান কালুকে নিয়ে। রয়েছে গাঁজানন্দ (গোবিন্দ রাজপণ্ডিত), শশাবাবা (প্রদীপ দে), মদনবাবু (চন্দ্রশেখর শীল) ও তার দুই স্ত্রী জিনিয়া (পায়েল) ও ডালিয়া (রণিতা) এবং ছবির নায়ক ও নায়িকা আর্য (সৃজন) ও তৃষ্ণা (তিস্তা) 'কিন্তু কখন যে এই যাত্রীদের ভিড়ে মিশে গেছে দুই সন্ত্রাসবাদী মুন্না (আশুতোষ) ও ইকবাল (রোহিত) তা কেউ লক্ষ করেনি। এরা আবার ভুল করে বাসের মধ্যে ফেলে রেখে যায় গোপন তথ্যে ভরা পেন ড্রাইভ। যা উদ্ধার করতে বাসকে হাইজ্যাক করে সন্ত্রাসবাদি দলের নেতা ও এই ছবির অ্যান্টি হিরো টাইগার (প্রিয়ম)।

এই সবকিছু নিয়ে ক্রমে এই ছবি পরিণত হচ্ছে থ্রিলারে,' বললেন পিরচালক বাপন ঘোষ। এঁরা ছাড়াও ছবির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন রাণা মিত্র, কান্তি, প্রসূন গায়েন প্রমুখ।

সৌগত চক্রবর্তী

NOTICE

ANY EX-STUDENT OF SCOTTISH CHURCH GOLLEGIATE SCHOOL MAY CONTACT EX-STUDENT OF THE SCHOOL PAROM BONNERJEE AT parombonnerjee@aol.com.

LOCAL NEWS

ইষ্টকোষ্ট দুর্গা পূজা এ্যাসোসিয়েশন

অন্যান্য বছেরের মতন এবারো ইষ্ট কোষ্ট দুর্গাপূজা এসোসিয়েশন গত শনিবার ১৭ ই জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের গুজরাটি সমাজ সেন্টারে সরস্বতী পূজার আয়োজন করেছিল | সকালবেলায় পূজা শুরু হয় এবং দুপুরবেলায় পুষ্পাঞ্জলি হয়েছিল তারপরেই ভোগ প্রাসাদ বিতরণ ।

বিকালে সভাপতি শ্রী অজয় চক্রবর্তী এবং অন্যান্য কমিটি সদ্যস্যদের নেতৃত্বে এক মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে সকলের মনোরঞ্জন করেছিল ।

সন্ধ্যাবেলা অনুষ্ঠান শুরু হয় অনন্যা চক্রবর্তীর সঙ্গীত দিয়ে , তারপর : শুভ্রা গোস্বামীর পরিচালনায় রঞ্জনী নৃত্যগোষ্ঠী রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য হারমোনি, বনানী ও ধ্রুব দত্তর শ্রুতিনাটক, তপন মোদকের গোষ্ঠী কিষেন মহারাজ তালতরঙ্গ ইনসটিটিউটের পরিবেশিত ১৩ জন কিশোর তবলবাদক অংশ গ্রহন করেছিল, এরপর বোষ্টন থেকে আগত দেবারতি মুখার্জির সঙ্গীত , সীমা সিনহার আবৃত্তি ও আরো অনেক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়েছিল । । অনুষ্ঠানের শেষে মুখ রোচক নৈশ ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল |

আভ্যন্তরিক গৃহসজ্জা
(Interior Decoration)-র সুরাহা
সুখবর
UTTAM INDECOR
Home Decoration & Furnishing
সাধ ও সাধ্যের মধ্যে সাজিয়ে তুলুন আপনার স্বপ্নের নীড়, আমরা আছি আপনার সাথে
UTTAM DEY • KOLKATA, Contact : 9830754567
E-mail : uttam_indecor@yahoo.co.in • Website : www.uttamindecor.com
অনাবাসী ভারতীয় যারা তাদের কলকাতা বা সন্নিকটের বাসস্থানের জন্য (বিদেশে থেকেই) এই সুযোগ নিয়েছেন - তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।
WE OFFER FOLLOWING SERVICES
- Interior Planning & Designing
- Designing and Elevations
- Carpentry Solutions
- Wood Work Solutions
- Furniture Solutions
- Flooring Solutions
- Painting Solutions
- Plumbing Solutions
- False Celling Solutions
- Electrical Solutions
- Lighting Solutions
- Complete Bathroom
- Kitchen Solutions
- Soft Furnishing
(including Curtain, Sofa, Bed etc.)